ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৬৯ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 28 Augest, 2023 ■ আগরতলা ২৮ আগষ্ট ২০২৩ ইং ■ ১০ ভাদ্র, ১৪৩০ বঙ্গাব্দ, সোমবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

সেপ্টেম্বরের প্রথম সপ্তাহে উৎক্ষেপণ হবে আদিত্য-এল ১ মিশন ঃ ইসরো প্রধান

তিরুবনন্তপুরম, ২৭ আগস্ট (হি.স.): সেপ্টেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহেই উৎক্ষেপণ হবে আদিত্য-এল১ মিশন। জানালেন ভারতীয় মহাকাশ গবেষণা সংস্থা (ইসরো)-র প্রধান এস সোমনাথ। তিনি বলেছেন, আদিত্য-এল১ স্যাটেলাইট প্রস্তুত রয়েছে এবং শ্রীহরিকোটা পৌঁছেছে। সেপ্টেম্বরের প্রথম সপ্তাহে উৎক্ষেপণের আশা করা হচ্ছে এবং দুই দিনের মধ্যে চূড়ান্ত তারিখ ঘোষণা করা হবে। শনিবার রাতে কেরলের তিরুবনন্তপুরমে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে ইসরো প্রধান এস সোমনাথ আরও বলেছেন, 'উৎক্ষেপণের পর পৃথিবী থেকে ল্যাগরেঞ্জ পয়েন্ট ১ (এল১)-এ পৌঁছতে ১২৫ দিন সময় লাগবে। আমাদের সেই সময় পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে।' তিনি আরও বলেন, চন্দ্রযান-৩ মিশনের রোভার এবং ল্যান্ডার উভয়ই ছবি তুলেছে। ইসরো চেয়ারম্যান বলেন, ইসরো দল আগামী দিনে আরও মানসম্পন্ন ছবির জন্য অপেক্ষা করছে এবং এখনও পর্যন্ত তাঁরা চাঁদ নিয়ে য. বৈজ্ঞানিক গবেষণায় আরও বেশি মনোযোগ দিচ্ছে। সেপ্টেম্বর মাসে আদিত্য এল১এর

উৎক্ষেপণের কথা। ইতিমধ্যে সেটিকে অন্ধ্রপ্রদেশের শ্রীহরিকোটার সতীশ ধাওয়ান স্পেস সেন্টারে বসানো হয়ে গিয়েছে। এখন শুধু রওনা দেওয়ার অপেক্ষা। সূর্যকে অন্বেষণের জন্য ইসরোর 'দূত' হয়ে যাচ্ছে আদিত্য এল১। এটি একটি কৃত্রিম উপগ্রহ যা সূর্যকে পর্যবেক্ষণ করবে এবং সেখান থেকে তথ্য সংগ্রহ করবে। পৃথিবী থেকে সাড়ে ১০ লক্ষ কিলোমিটার দূরে ব. পাঠানো হবে আদিত্য এল১-কে। সূর্যের অভিমুখে এগিয়ে ওই দূরত্বের পর থামবে উপগ্রহটি। এই অংশকে বলা হয় ল্যাগরেঞ্জ পয়েন্ট। ল্যাগরেঞ্জ পয়েন্ট হল মহাকাশের এমন একটি অঞ্চল যেখানে দু'টি মহাজাগতিক বস্তুর (এ ক্ষেত্রে সূর্য এবং পৃথিবী) আকর্ষণ এবং বিকর্ষণ বল একসঙ্গে ক্রিয়াশীল। ফলে এই অঞ্চলে পৌঁছে কৃত্রিম উপগ্রহ স্থির থাকতে পারে। সূর্য, পৃথিবীর এই ল্যাগরেঞ্জ পয়েন্টই আদিত্য এল১-এর লক্ষ্য। এই অংশে পৌঁছে ইসরোর উপগ্রহটি সর্বক্ষণ সূর্যের দিকে নজর রাখতে পারবে। গ্রহণ বা অন্য কোনও মহাজাগতিক কর্মকাণ্ডে আদিত্য এল১ বাধা পাবে না।

মন্ত্রী রতন লাল নাথ ও টিংকুর বিরুদ্ধে নির্বাচন কমিশনে অভিযোগ সিপিএমের

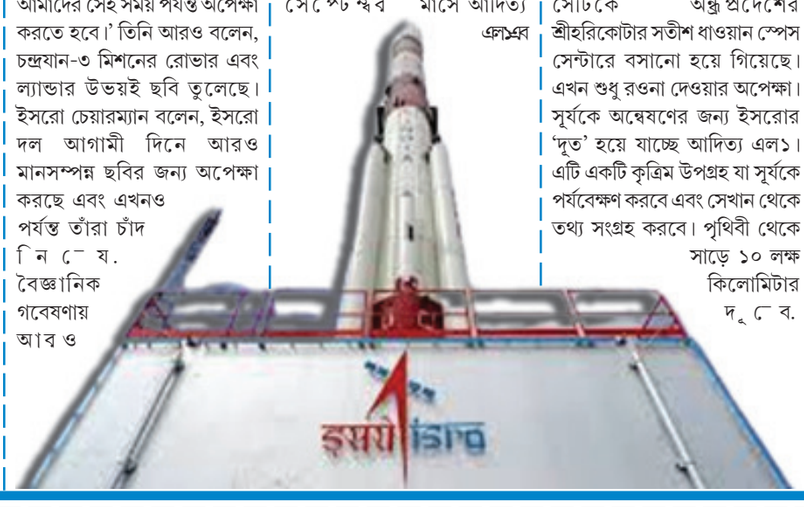

মন্ত্রী রতন লাল নাথ ও টিংকু রায়ের বিরুদ্ধে সিপিআইএম দল অভিযোগ জানালেন রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনে আধিকারিক এর কাছে। দলের পক্ষে সিপিএম রাজ্য সম্পাদক তথা বিধায়ক জিতেন চৌধুরী সামাজিক মাধ্যমে এই বিষয়ে বক্তব্য রাখতে গিয়ে অভিযোগ করেন মন্ত্রী রতন লাল নাথ যেভাবে বক্তব্য রেখেছেন গতকাল তা গণতন্ত্রের পক্ষে অত্যন্ত মারাত্মক। তিনি বলেন মন্ত্রী রতনলাল নাথ গতকাল সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বলেছেন পাঁচ সেপ্টেম্বর ভোটের দিন বারোটার মধ্যে বিরোধীদলের কোন এজেন্ট থাকবে না প্রার্থী পদ প্রত্যাহার করবে। এই ধরনের মন্তব্য একজন মন্ত্রী বা রাজনৈতিক নেতার মুখে মানায় না। তিনি অভিযোগ করেন এই ধরনের বক্তব্য নির্বাচনের আচরণবিধিকেও লংঘন করে।

নির্বাচন কমিশন এবং রাজ্যের চিফ ইলেকশন কমিশনের দৃষ্টি আকর্ষণ করে জিতেন চৌধুরী বলেন তাদের কাছে আমার আবেদন থাকবে মন্ত্রীর ভিডিও ক্লিপিং সংগ্রহ করে তার বিরুদ্ধে আইনানু ব্যবস্থা নেওয়া। তিনি এও বলেন এই ধরনের কথাবার্তা মডেল কোড অফ কন্টাক্ট ভাঙছে। জিতেন বাবুর অভিযোগ একইভাবে জনসভা করতে গিয়ে মন্ত্রী টিংকু রায় যেভাবে আশা কর্মী এবং অঙ্গনারী কর্মীদের মধ্যে এক হাজার টাকা এবং শাড়ি বিলি করেছেন তার তথ্য তার কাছে রয়েছে। তিনি যদি পুজোর আগে এই ধরনের উদ্যোগ নিতেন তাহলে অবশ্যই সাধুবাদ জানাতাম। কিন্তু নির্বাচনের মুখে এই ধরনের উপঢৌকন নির্বাচন আচরণবিধিকে লংঘন করা হয়েছে বলে তার অভিযোগ। এ বিষয়ে তিনি রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনীয় অধিকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

একইভাবে মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মার বক্তব্যের বিষয়টি তুলে ধরে জিতেন বাবু তার বিরুদ্ধেও উপঠৌকনের অভিযোগ আনেন তিনি। জিতেন বাবু বলেন জনগণের প্রতি আস্তা ও বিশ্বাস নেই শাসকদলের তাই তারা এই ধরনের উপঢৌকন ও হুমকি দিচ্ছেন। ভোটারদের কাছে তার আহ্বান সকাল-সকাল ভোটকেন্দ্রে গিয়ে নিজের ভোট নিজে প্রয়োগ করুন। এই ধরনের কুৎসা এবং হুমকির বিরুদ্ধে নিজের ভোট প্রয়োগ করে জবাব দিন।

আজ রোজগার মেলা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ আগস্ট।। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ভিডিও কনফারেন্সিংয়ের মাধ্যমে আজ রোজগার মেলায় ৫১ হাজারের বেশি নতুন নিয়োগপ্রাপ্তদের মধ্যে নিয়োগপত্র বিতরন করবেন। অনুষ্ঠানে নিয়োগপ্রাপ্তদের উদ্দেশে ভাষণও দেবেন প্রধানমন্ত্রী। ত্রিপুরাসহ সারাদেশের ৪৫টি স্থানে রোজগার মেলা অনুষ্ঠিত হবে। এই রোজগার মেলার মাধ্যমে, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক থেকে বিভিন্ন কেন্দ্রীয় সশস্ত্র নিরাপত্তা বাহিনীতে (সিএপিএফ) কর্মী নিয়োগ করা হবে। যেমন সেন্ট্রাল রিজার্ভ পুলিশ ফোর্স (সিআরপিএফ), বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্স (বিএসএফ), রাষ্ট্র সীমা বল (এসএসবি), আসাম রাইফেলস, কেন্দ্রীয় শিল্প নিরাপত্তা বাহিনী (সিআইএসএফ), ইন্দো তিব্বত বর্ডার পুলিশ (আইটিবিপি) এবং নারকোটিক্স কন্টোল ব্যুরো (এনসিবি) পাশাপাশি দিল্লি পুলিশ। সারাদেশ থেকে নির্বাচিত নতুন নিয়োগপ্রাপ্তরা স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অধীনে বিভিন্ন সংস্থায় কনস্টেবলের জেনারেল ডিউটি , সাব-ইন্সপেক্টরের জেনারেল ডিউটি এবং নন-জেনারেল ডিউটি ক্যাডার পদের মতো বিভিন্ন পদে যোগদান করবেন।

CAPF-এর পাশাপাশি দিল্লি পুলিশকে শক্তিশালী করা এই বাহিনীগুলিকে তাদের বহুমাত্রিক ভূমিকা আরও কার্যকরভাবে পালন করতে সাহায্য করবে যেমন অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা, সন্ত্রাস দমন, বিদ্রোহ মোকাবেলা, বামপন্থী চরমপন্থা বিরোধী এবং দেশের সীমানা রক্ষায় সহায়তা করা।

কর্মসংস্থানে কেন্দ্রীয় সরকার সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিচ্ছে। এই উদ্দেশ্যে প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি পূরণের লক্ষ্যে রোজগার মেলা অন্যতম একটি পদক্ষেপ। ত্রিপুরায় এই উপলক্ষে রোজগার মেলার আয়োজন করা হয়েছে* *আগরতলার কাছে শালবাগানে বি এস এফ -এর ত্রিপুরা ফ্রন্টিয়ারের প্রধান কার্যালয়ে। কেন্দ্রীয় সামাজিক ন্যায় ও ক্ষমতায়ন প্রতিমন্ত্রী প্রতিমা ভৌমিক অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত থাকবেন বলে জানানো হয়।

রোমান হরফের দাবিতে রাজ্যের একাংশ জায়গায় ১২ ঘন্টার বন্‌ধের ডাক টিএসএফে'র

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ আগষ্ট।। ককবরক ভাষাকে রোমান হরফে করার দাবিতে আগামী সোমবার ১২ ঘণ্টার ত্রিপুরা বনধের ডাক দিয়েছে তিপ্রা স্টুডেন্টস ফেডারেশন। এই বনধকে সমর্থন জানিয়েছে রোমান স্ক্রিপ্ট ফক ককবরক চোবা বা টুছজ্ঞ্জ্ব সংগঠন। রবিবার কৃষ্ণনগর নতুনপল্লী এলাকায় টুছজ্ঞ্জ্ব সংগঠনের অফিস গৃহে আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে সংগঠনের চেয়ারম্যান বিকাশ রায় দেববর্মা বলেন ককবরক ভাষাকে রোমান হরফে করার জন্য এর আগেও অনেক আন্দোলন সংঘটিত করা হয়েছে। এ ব্যাপারে রাজ্যের রাজ্যপাল থেকে শুরু করে মুখ্যমন্ত্রীর দ্বারস্থ হলেও তাদের তরফ থেকে কোন ধরনের পদক্ষেপ গ্রহন করা হয়নি। ফলে আগামী কাল তিপ্রা স্টুডেন্টস ফেডারেশনের ডাকা ১২ ঘণ্টার ত্রিপুরা বনধকে সর্বাত্মক সফল করার আহবান জানিয়েছে রোমান স্ক্রিপ্ট ফক ককবরক চোবা বা টুছজ্ঞ্জ্ব সংগঠন। সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের কো-কনভেনার সুনীল দেববর্মা সহ অন্যান্যরা।

ত্রিপুরা বনধের আগে পুলিশের সতর্কতা জারি ককবরক ভাষাকে রোমান হরফের দাবিতে ডাকা সোমবার ১২ ঘণ্টার ত্রিপুরা বনধের আগে সতর্কতা জারি করল ত্রিপুরা পুলিশ। রবিবার ত্রিপুরা পুলিশের পক্ষে সামাজিক মাধ্যমে এক সতর্কতা জারি করে জানায়, জাতীয় সড়ক অবরোধ বা রাস্তা রোখো একটি শাস্তিযোগ্য অপরাধ। সকলকে পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে যে, কোনো কারণে জাতীয় সড়কে অবরোধ তৈরি করে এই ধরনের বেআইনি কার্যকলাপে লিপ্ত না হন।

এই আইন লঙ্ঘনকারীদের বিরুদ্ধে জাতীয় সড়ক আইনে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে। এদিকে রবিবার এক সাংবাদিক সম্মেলনে ককবরক ভাষায় রোমান হরফের দাবিতে ডাকা সোমবার ১২ ঘণ্টার ত্রিপুরা বনধকে সমর্থন জানিয়েছে রোমান স্ক্রিপ্ট ফর ককবরক চোবা। ককবরকে রোমান হরফের দাবিতে ২৮ আগস্ট সোমবার ১২ ঘণ্টার রাজ্য বনধ ডাক দিয়েছে তিপ্রা স্টুডেন্ট ফেডারেশন। এদিন সকাল ৬ টা থেকে সন্ধ্যা ৬ টা পর্যন্ত চলবে বনধ। বনধকে সফল করে তুলতে সোমবার বড়মুড়া পাহাড় সহ চম্পকনগর, বিশ্রামগঞ্জ, হেজামারা এবং মনুঘাট তিপ্রা স্টুডেন্ট ফেডারেশনের সমর্থকরা জমায়েত করবে।

উপনির্বাচনে আইন শৃঙ্খলা রক্ষায় সিল করা হল সীমান্ত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ আগষ্ট।। রাজ্যে অনুষ্ঠিত হতে যাওয়া দুটি কেন্দ্রে উপনির্বাচনে আইনশৃঙ্খলা রক্ষা করার পদক্ষেপ নিল নির্বাচন কমিশন। আগাম সতর্কতা হিসেবে ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত সিল করার নির্দেশ দিল সিপাহীজেলা জেলা নির্বাচনী অফিসার। ভোটগ্রহণ শেষ না হওয়া পর্যন্ত এই নির্দেশিকা বলবৎ থাকবে বলে কমিশনের তরফে জানানো হয়েছে। আগামী ৫ সেপ্টেম্বর সিপাহীজলা জেলার বক্সনগর ও ধনপুর বিধানসভা কেন্দ্রে উপনির্বাচন উপলক্ষ্যে ভোটগ্রহণ করা হবে। সেই সময় ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে অনুপ্রবেশের মতো ঘটনা না ঘটে, তার জন্য সিলের সিদ্ধান্ত বলে কমিশনের তরফে জানানো হয়েছে। কমিশনের তরফে এই সংক্রান্ত একটি নির্দেশিকা এসে পৌঁছেছে সিপাহীজলা জেলা প্রশাসনের কাছে। সেই নির্দেশিকা মেনে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট এবং জেলা নির্বাচন অফিসের জারি করা নির্দেশিকায় বলা হয়েছে যে ৩ সেপ্টেম্বর সকাল ৭টা থেকে ৫ সেপ্টেম্বর ভোটগ্রহণ শেষ না হওয়া পর্যন্ত ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত সিল থাকবে। এই সময়কালে, বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্স (বিএসএফ) কর্মী, সরকারি কর্মকর্তা এবং নিরাপত্তা কর্মী ছাড়া কাউকে উভয় দিক থেকে সীমান্ত অতিক্রম করতে পারবে না।

এদিকে, দুই কেন্দ্রের উপনির্বাচন ঘিরে জোর কদমে প্রচার চালাচ্ছে রাজনৈতিক দলগুলি। বিজেপির সঙ্গে বাম-কংগ্রেসের লড়াইকে ঘিরে চড়ছে প্রচারের পারদ। ৩ সেপ্টেম্বর শেষ হচ্ছে প্রচার। বক্সনগরে ৪৩ হাজার ৮৭ জন এবং ধনপুর আসনের ৫০ হাজার ১৪৭ জন ভোটার তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করবেন। শুধু ত্রিপুরা নয়, পশ্চিমবঙ্গ সহ মোট ছয় রাজ্যে ৭টি কেন্দ্রে একই দিনে হবে উপনির্বাচন।

উপনির্বাচন
রাজ্যে নির্বাচন কমিশনের দল

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ আগষ্ট।। ধনপুর ও বক্সনগর বিধানসভা কেন্দ্রের উপ নির্বাচনের প্রস্তুতি খতিয়ে দেখতে নির্বাচন কমিশনের তিন সদস্যের এক প্রতিনিধি দল আগামীকাল রাজ্যে আসছেন। প্রতিনিধি দলের নেতৃত্বে রয়েছেন নির্বাচন কমিশনের প্রিন্সিপাল সেক্রেটারি অরভিন্দ আনন্দ। তারা আগামীকাল বিকেলে সিপাহী জেলার জেলা শাসকের কার্যালয়ে এক বৈঠকে উপ ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

ভাজপার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বক্সনগরে প্রচারে ঝড় তুলেছে বামেরাও

নিজস্ব প্রতিনিধি, বক্সনগর, ২৭ আগষ্ট।। অকাল উপনির্বাচন কে ঘিরে বক্স নগর এবং ধনপুর বিধানসভা কেন্দ্রেশুরু হয়ে গেছে জমজমাট প্রচার। ভারতীয় জনতা পার্টি প্রচার, জন সম্পর্ক, সভা সমিতি গরুয়া সভা, পথসভা, মনকি বাত অনুষ্ঠানেও এগিয়ে রয়েছে। অপরদিকে দীর্ঘ দিন রাজ্যের শাসন ভারের ক্ষমতা বামপন্থের হাতে ছিল। ক্ষমতার সাধ হারিয়ে বুঝতে পারছে, ক্ষমতা কি রকম জিনিস, দল বর্তমানে জরাজীর্ণ রুগ্ন শুকনো অবস্থা। তারপরেও ঘুরেফিরে ক্ষমতা দখলের লক্ষ্যে বামফ্রন্ট ১ ইঞ্চি মাটি ছাড়তে নারাজ। বিনা যুদ্ধে কোনমতেই শাসক গোষ্ঠীদের সুবিধা করতে দিবে না, বলে সুনামুরা বিভাগীয় সম্পাদক বিভাগীয় সম্পাদক রতন কুমার সাহা স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন। বক্সনগর এবং ধনপুর এবং বাম দুর্গ। গত ১৯শে জুলাই প্রয়াত হয়েছেন বিধায়ক শামসুল হক সেই কারণে অকাল নির্বাচন। আর অকাল নির্বাচনে সহানুভূতি ও শোকাহতের ভোট পাওয়ার জন্য মিজান হোসেনকে সিপিআইএম পার্টি মনোনীত পার্থী হিসেবে উপনির্বাচনের লড়াই ময়দানে। ২০বক্সনগর কেন্দ্র মোট ভোটার রয়েছে ৪৩ হাজার ৮৭ জন। তার মধ্যে পুরুষ ভোটার, ২২, ১৬৬ জন,এবং মহিলা ভোটার ২০ হাজার, ৯২১ জন।সার্ভিস ভোটার,৭৫ জন,৮০ উর্দ ভোটার ৫১০ জন,দিব্যং ভোটার ১৯৮ জন।আগামী৫ সেপ্টেম্বর উপনির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। তারই অঙ্গ হিসাবে ভারতীয় জনতা পার্টি জোরদার ঝরো হাওয়া, প্রচারে তুলছে, কোন কিছুতে খামতি রাখছে না,রাতদিন একাকার জোর কদমে প্রচার চালিয়ে যাচ্ছে। বক্সনগর মাটি কামড়ে পড়ে আছে, রাজ্য নেতৃত্ব, মুখ্যমন্ত্রী অন্যান্য মন্ত্রী, রাজ্য সভাপতি, শাখা সংগঠনের মোর্চার, ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

ত্রিপুরা মেডিক্যাল কলেজের ১৮তম প্রতিষ্ঠা দিবস
অতীত ইতিহাসকে স্মরণে রেখে এগিয়ে যাবে টিএমসি ঃ মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ আগষ্ট।। রাজ্যে স্বাস্থ্য পরিষেবার উন্নয়নে সরকার সর্বাধিক অগ্রাধিকার দিয়েছে। চিকিৎসা পরিষেবার সম্পসারণেও সরকারের প্রয়াস অব্যাহত রয়েছে। বর্তমানে চিকিৎসার জন্য বাইরের রাজ্যে যাওয়ার প্রবণতা অনেকটাই হ্রাস পেয়েছে। কারণ রাজ্যেই উন্নত চিকিৎসা পরিকাঠামো গড়ে উঠেছে। আজ হাঁপানিয়াস্থিত ত্রিপুরা মেডিক্যাল কলেজ ও ড. বি আর আম্বেদকর মেমোরিয়াল টিচিং হাসপাতালের ১৮তম প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা একথা বলেন। কলেজের প্রতিষ্ঠা দিবসের আয়োজন করা হয়েছিল নবনির্মিত বিবেকানন্দ অডিটোরিয়ামে। উল্লেখ্য, মুখ্যমন্ত্রী এদিন কলেজের নবনির্মিত বিবেকানন্দ অডিটোরিয়ামেরও আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, ত্রিপুরা মেডিক্যাল কলেজ ও ড. বি আর আম্বেদকর মেমোরিয়াল টিচিং হাসপাতালের উন্নতিকল্পে সরকার বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। কোভিডকালীন সময়ে অ'্জেন প্ল্যান্ট বসানো থেকে হাসপাতালে প্রয়োজনীয় চিকিৎসা যন্ত্রপাতি ক্রয় করা হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, আধুনিক প্রযুক্তির সাথে সাযুজ্য রেখে ত্রিপুরা মেডিক্যাল কলেজের মান বজায় রাখা প্রয়োজন। মুখ্যমন্ত্রী শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে বলেন, এই প্রতিষ্ঠান থেকে অনেক কিছু শেখার আছে। পাশাপাশি কলেজের ফ্যাকাল্টি ও শিক্ষার্থীদের মধ্যে সুসম্পর্ক থাকাও আবশ্যক। শিক্ষার্থীদের এই মেডিক্যাল কলেজের ইতিহাসের পাশাপাশি যে সমস্ত শিক্ষকরা এই কলেজের উন্নয়নে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখে গেছেন তাদের সম্পর্কেও জানা দরকার। সরকারের আন্তরিক প্রচেষ্টায় অতি কম সময়ে রাজ্যে আগরতলা সরকারি ডেন্টাল কলেজ প্রতিষ্ঠা সম্ভব হয়েছে। চলতি শিক্ষাবর্ষ থেকে ডেন্টাল কলেজে পঠন-পাঠন শুরু হবে। ছাত্রছাত্রী ভর্তি সহ ফ্যাকাল্টি নিয়োগের প্রক্রিয়া ইতিমধ্যে সম্পন্ন হয়েছে। অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, আমবাসায় পিপিপি মডেলে আরও একটি মেডিক্যাল কলেজ ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

বাগান বাজারে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে গাড়ি নদীতে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ আগষ্ট।। কল্যাণপুর থানাধীন বাগান বাজারের কাছে একটি বেপরোয়া গাড়ি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে পার্শবর্তী খোয়াই নদীতে পড়ে যায়।

গাড়িটি খোয়াই থেকে কল্যাণপুরের দিকে যাচ্ছিল রোববার বিকেলে। দুর্ঘটনার সময় গাড়িতে চালকসহ মোট তিনজন ছিল। স্থানীয় জনগণের প্রচেষ্টায় গাড়িতে থাকা তিন ব্যক্তি অল্পেতে প্রাণে রক্ষা পায় বলে কল্যাণপুর থানার পুলিশ জানিয়েছে।

জাগরণ আগরতলা ▫ বর্ষ-৬৯ ▫ সংখ্যা ৩১৫ ▫ ২৮ আগস্ট ২০২৩ইং▫ ১০ ভাদ্র সামবার ▫১৪৩০ বঙ্গাব্দ

নেতাদের প্রাণ ভোমরা

সোশ্যাল মিডিয়া বা সামাজিক মাধ্যম এখন মানুষের হাতের নাগালে আসিয়া পড়িয়াছে। সোশ্যাল মিডিয়াকে রাজনৈতিক দলের নেতারা এখন প্রাণভোমরা হিসেবে মনে করিতেছেন। সোশ্যাল মিডিয়া রাজনৈতিক দলের নেতাদের কাছে যেমন পাদ প্রদীপের অন্যতম মাধ্যম বলিয়া মনে করিতেছেন তেমনি সোশ্যাল মিডিয়াই তাহাদের উলঙ্গ করিয়া দিতেও বিন্দুমাত্র দ্বিধা বোধ করিতেছে না। মে নালে উত্থান হইতেছে , আবার সেই নালেই পতন ঘটিতেছে।বর্তমান সময়ে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের ব্যবহার ইতিহাসের যে কোনো সময়ের চাইতে সর্বোচ্চ অবস্থানে পৌছিয়াছে।সর্বাধিক ব্যবহৃত ফেসবুক, টুইটার, হোয়াটসএপ, উই চ্যাট, স্ন্যাপ চ্যাট মোটামুটি পৃথিবীর অধিকাংশ দেশেই প্রচলিত রহিয়াছে। প্রযুক্তিগত উন্নয়নের সাথে সাথে এই মাধ্যমগুলো ধনী, গরিব প্রায় সর্বস্তরের মানুষের নিকট সহজে পৌঁছাইয়া গিয়াছে। আর এই সহজলভ্যতার সুযোগ কাজে লাগাইয়া কেউ বাণিজ্য পরিচালনা করিতেছেন, কেউ উদ্যোক্তা হইয়াছেন ,আবার কেউবা মিলিয়ন ডলার আয় করিয়াছেন।

সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম যেমন আশীর্বাদ হিসেবে আসিয়াছি তেমনি এর খারাপ দিকগুলোও সমাজে দারুণভাবে প্রভাব ফেলিয়াছে। কিশোর এবং যুবক শ্রেণির দৈনন্দিন কাজের একটা বড়সড় সময় নষ্ট হইতেছে এই প্ল্যাটফর্মে। আবার তথ্য পাচারের হিড়িক পড়িয়াছে এসবের কল্যাণে যাহা দেশ, রাষ্ট্র, সমাজ এবং বিশ্বের জন্য অমঙ্গলজনক। ইতোমধ্যে এসব দমনের জন্য নানারকম ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়াছেন এই প্ল্যাটফর্মের উদ্যোক্তারা। কিন্তু ঠিক কতটুক লাগাম ধরিতে পারিয়াছেন সেটি এখনো প্রশ্নবিদ্ধ রহিয়া গিয়াছে। গত এক যুগ ধরিয়া সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম থেকে সবচেয়ে বেশি সুবিধা আদায় করিয়াছেন বিভিন্ন দেশের রাজনীতিবিদেরা। এমনকি কোনো কোনো দেশের নির্বাচনের মোড় ঘুরাইয়া দিতেও সাহায্য করিয়াছে এই প্ল্যাটফর্মগুলো। এখানে বিনামূল্যে নিজের ইমেজ তৈরি করিয়াছেন প্রার্থীরা। আবার প্রতিপক্ষের ইমেজ নষ্ট করা যাইতেছে খুব সহজেই। ফলশ্রুতিতে বর্তমান সময়ে অনুষ্ঠিত প্রায় প্রতিটি নির্বাচনে ফেসবুক এবং টুইটারের মতো সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম বড়সড় ভূমিকা রাখিতেছে। সর্বশেষ মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনেও দেখা গিয়াছে এমন চিত্র। বাধ্য হইয়া ফেসবুক এবং টুইটার কর্তৃপক্ষ বন্ধ করিয়া দিয়াছিল দেশটির প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের একাউন্টগুলো। তাহার পরাজয়ের কারণ হিসেবে এটিকেও দাঁড় করান অনেক মার্কিন রাজনীতিবিদ। অতীতের ইতিহাস পর্যালোচনা করিলে দেখা যায় নির্বাচনী প্রচারণায় বিভিন্ন অঞ্চলে ঘুরিয়া বেড়াইতেন প্রার্থীরা। গত শতাব্দীতে মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের ইতিহাস পর্যালোচনা করিলে বোঝা যাইবে মূলত কতোটা পরিবর্তন হইয়াছে এই প্রচারণা প্রক্রিয়ায়। ফেসবুক এবং ইউটিউবের মাধ্যমে সরাসরি তাদের ভাষণ পৌছাইয়া দেয়া হইয়াছিল প্রতিটি নাগরিকের মুঠোফোনে। ঠিক এভাবেই ভোটারদের কাছাকাছি পৌঁছিয়া গিয়াছেন রাজনীতিবিদেরা।

অর্ধ-যুগ আগেও বিভিন্ন নির্বাচনে সংবাদ প্রকাশের জন্য টেলিভিশন চ্যানেল সমূহকে বিপুল পরিমাণ অর্থ প্রদান করিতেন রাজনৈতিক দলের নেতারা। এখনো যে এই প্রচলন নেই তা কিন্তু না। এখনো এমন প্রচলন রহিয়াছে। কারণ স্মার্টফোনের সহজলভ্যতা মানুষকে টেলিভিশন থেকে মোটামুটি দূরে সরাইয়া দিয়াছে। কর্মক্ষেত্রে টেলিভিশনে খবরাখবর উপভোগ করা বেশিরভাগ মানুষের জন্য অসম্ভব বলা চলে। এমতাবস্থায় ফেসবুক এবং ইউটিউব বিকল্প ভূমিকা হিসেবে ফাঁকা জায়গাটি দখল করিয়া নিয়াছে। কারণ ফেসবুকে বা ইউটিউবে কোনো ভিডিও, অডিও প্রকাশ করিতে অর্থ ব্যয় করিতে হয় না। বরঞ্চ কোনো কোনো ক্ষেত্রে এটি কিছু অর্থ ফেরত দিয়ে থাকে। ঠিক এভাবেই টেলিভিশন চ্যানেলগুলোকে বিপুল পরিমাণ অর্থ প্রদান না করিয়া সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে বিনামূল্যে নিজেদের প্রচারকার্য পরিচালনা করিতে পারেন রাজনৈতিক নেতা, প্রতিনিধিরা।

যেভাবে প্রচার ভাইরাল হয়

সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের কল্যাণে ''ভাইরাল'' শব্দটি এখন খুবই পরিচিত। ছেলে, যুবক, বুড়ো প্রায় সবাই রসিকতা করিয়া হইলেও শব্দটির ব্যবহার জানেন। মূলত ফেসবুকের ''শেয়ার'' এবং টুইটারের ''রিটুইট'' অপশনের মাধ্যমে যে কোনো পোস্ট কিংবা ভিডিও কোটি কোটি মানুষের নিকট পৌঁছানো যায়। সাধারণ মানুষের পছন্দ হইতে পারে এমন সংবাদ বেশি বেশি শেয়ার কিংবা রিটুইট হলে এটিকেই ভাইরাল বলা যায়। আর ঠিক এমন সুযোগ কাজে লাগাইয়া নিজেদের কার্যক্রম, ভালো দিকগুলো ভাইরাল করিয়াছেন বর্তমান সময়ের রাজনীতিবিদেরা। বছরের অন্যান্য সময়ের চেয়ে নির্বাচনের সময় রাজনীতিবিদদের ফেসবুক, টুইটারের পোস্ট বেশি লক্ষ্য করা যায়। সোশ্যাল মিডিয়া বা সামাজিক মাধ্যমকে অত্যন্ত সতর্ক ভাবে ব্যবহার করা প্রয়োজন। কেননা এই মাধ্যমের দ্বারা একদিকে যেমন মানুষ লাভবান হয়েছেন ঠিক তেমনি বহু মানুষের চরম সর্বনাশ ঘটিতেছে। স্বাভাবিক কারণেই সামাজিক মাধ্যম সম্পর্কে সকলকে আরো সচেতন হইতে হইবে।

শতবর্ষে অম্লান দত্ত : সমাজমুক্তি খুঁজেছিলেন মানবতার পথে

মহম্মদ শাহাবুদ্দিন

অম্লান দত্ত আর্থ সামাজিক বিষয় ও তার সমস্যাকে পর্যালোচনা করেছেন. সমাজ ইতিহাসের সংকটকে মুক্তচিন্তা, যুক্তির আলোকে বিচার করেছেন। অনুভব, ভাবনাকে প্রকাশ করেছেন শব্দের সহজসীমায়। সমকালকে তিনি দেখেছিলেন ইতিহাসের ধারাপথের অংশ হিসেবে। আজকের চেতনার গভীর কণ্ঠস্বরকে তিনি খুঁজেছেন মানবমনের পরিবর্তনশীলতার মধ্যে। যার ধারা চলে এসেছে দূরতর অতীত থেকে। তিনি বলেছেন মুক্তসমাজের স্বপ্ন মানুষের বনুকালের। মানুষ সেই স্বপ্নকেই খুঁজেছে। চলার পথে মানুষ পেয়েছে অনেক সভ্যতার চিহ্ন। বার বার মানুষ তার পুরনো ব্যর্থতা থেকে শিক্ষা নিয়েছে সমাজ ও মনুষ্যত্বকে নতুন করে গঠন করার জন্য। অম্লান দত্তের রাজনৈতিক চিন্তার মধ্যে গণতন্ত্র, অহিংসার রাজনীতি, জাতীয় সংহতি, জাতীয়তাবাদ সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব পেয়েছে। তিনি সংহতির সূচনাকে গুরুত্ব দিয়েছেন গ্রামীণ জীবন ও সংস্কৃতির স্তর থেকে। তাঁর ধারণায় নাগরিক সভ্যতার প্রভাব সত্তেও ভারতবর্ষের সংস্কৃতির মূল আজও নিহিত রয়েছে গ্রামীণ সমাজের শিকড়ে। প্রতিটি যুগের চেতনাকে অম্লান দত্ত সে যুগের নিজস্ব চেতনা হিসেবে দেখেছেন। এই চেতনা সে যুগের আদর্শ হিসেবে চিহ্নিত হয়। যে লক্ষ্যকে সামনে রেখে দেশ সমাজ মূলত গড়ে ওঠে এবং সংঘবদ্ধ হতে চায়, বিকাশ লাভ করতে চায়। গত শতকে বিশ্বে সমাজতান্তক শিবির গড়ে উঠলেও জাতীয়তাবাদী আন্দোলন ও জাতীয় স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা দেশে দেশে জাতীয় মুক্তি সংগ্রাম গড়ে তুলেছিল। গণতন্ত্র এ যুগের নিজস্ব চেতনা। জাতীয় সংগ্রামগুলি অঙ্গান দত্তের মতে এই গণতান্ত্রিক চেতনার মধ্যে জন্ম নিয়েছিল। তার ভাবনায় মানবতার শ্রেষ্ঠ ভাষা গণতন্ত্রের ভাষা। গণতন্ত্রের গভীরে রয়েছে মানুষের অধিকার ও স্বীকৃতি। রয়েছে সংখ্যাধিকর স্বীকৃতি। তবে সংখ্যাধিক্যের সমর্থন নিয়ে শাসক সবসময় তন্রান্ত হতেপারে না। বৃহৎ জনমতের ধারণার মধ্যেও থাকতে পারে ভ্রান্তি। কিন্তু গণতান্ত্রিক শাসনে সংখ্যালঘুর যে মতামত ও প্রতিবাদ, অম্লান দত্তের মতে তাও সমান মূল্যবান। মত প্রকাশের এই অধিকার স্বাধীনতার ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত।

আজকের সমাজের মূল্যবোধের সংকট চিন্তাবিদ অম্লান দত্তকে বার বার ভাবিয়েছে যৌথ পরিবারের নিবিড় বাধনেপল্লীজীবনের আত্মীয় সমাজের সম্পর্কের ছায়ায় গড়ে উঠেছিল আমাদের মূল্যবোধ। আত্মীয় সমাজের ছোট বৃত্তে যে সম্পর্ক আমাদের মূল্যবোধ গড়ে তুলেছিল, সেই বৃত্তের পরিধি আজও অনেক বেড়েছে তাঁর বিশ্বাস ছোটবৃত্তের আন্তরিক সীমানা আজও রয়েছে। একে জড়িয়ে রয়েছে আমাদের বৃহৎ সমাজের অস্তিত্ব। নিজেদের পরিচয়ের আবেগ দিয়েই গড়ে উঠেছিল ঘনিষ্ঠতার বন্ধন। এই বন্ধন ঘিরে ছিল আমাদের একান্ত আপন জগৎ।

আবেগের এই মনের মধ্যে অম্রান দত্ত খুঁজেছেন মানবিক সম্পর্কের বীজ। তিনি বলতে হৃদয়ের ক্ষুদ্রতাকে অতিক্রম করতে না পারলে আমাদের অস্তিত্ব বিপন্ন হয়েপড়বে। এতে মানুষের পূর্ণ তর আত্মপরিচয়ের প্রকাশ ঘটবে না। মনুষ্যত্বের অর্থও মানুষের কাছে অধরা থেকে যাবে। তিনি চেয়েছেন মানুষের সঙ্গে মানুষের সামাজিক পরিচয় এবং তা গড়ে উঠবে বহুবিধ সম্পর্ক স্থাপনের মধ্য দিয়ে। মূল্যবোধের সংকটের জন্য অম্লান দত্ত আর্থিক বৈষম্যের দিকে ইঙ্গিত করেছেন। তার মতে, ধনী দরিদ্রের পার্থক্যকে বজায় রেখেই দু'ভাগে ভাগ হওয়া আর্থিক বৃদ্ধি ঘটে চলেছে আমাদের দেশে। ফলে ঘটছে মানসিকতার ফারাক, বাড়ছে মনের তিক্ততা। উচ্চবিত্তের নেশায় মধ্যবিত্তরা তাদের পুত্রকন্যাদের ঠেলে দিচ্ছেন অসম প্রতিযোগিতায়। একে অপরকে ডিঙিয়ে চলার দৌড়ে তাদের মেতে থাকতে হচ্ছে। ফলে মূল্যবোধের সংকট দেখা দিচ্ছে অল্পবয়সীদের মনেও। তিনি বলছেন মধ্যবিত্তের সামাজিক আন্দোলনের চাইতে উচ্চবিত্তের প্রতি আক্রোশ যেন বড় হয়ে উঠছে। এখানেও সেই প্রতিযোগিতার ছায়া পড়ছে। ফলে প্রতিবাদের সংগঠিত প্রয়াসও মূল্যবীন হয়ে পড়ছে। সাধারণ মানুষের মধ্যে যে স্বপ্নটুকু বাসা বাঁধে তাও ক্রমশ আলগা হয়ে যাচ্ছে। সামাজিক ক্ষেত্রে, মানুষের মননে, শিক্ষায় মূল্যবোধের এই সংকট অম্রান দত্তকে ব্যথিত করেছে। ভাষণে লেখনে এ কথা তানি বহুবার ব্যক্ত করেছেন। অম্লান দত্ত দেখিয়েছেন, মূল্যবোধের সংকট সমাজে রাজনীতিতে। এই সংকট থেকে ছেয়ে যাচ্ছে দুর্নীতি যেখানে ক্ষমতার প্রবল ছন্দ সেখানে জমছে দুর্নীতির পাহাড়। দেখিয়েছেন দুর্নীতি অতীতেও ছিল। ইউরোপে শিল্প বিপ্লবের পর বাণিজ্য প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে দানা বেঁধেছিল অনিয়ম ও দুর্নীতি। পাশাপাশি রিফর্মেশন, সংস্কার আন্দোলন ও যুক্তিবাদের চর্চা দুননীতির মাত্রাকে তেমনভাবে বাড়তে দেয়নি। আমাদের দেশে তা হয়নি। তার মতে জাতীয়তাবাদী চিন্তা জাতীয় সংহতির পরিপূরক। জাতীয়তাবাদ আমাদের স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রেরণা হয়ে উঠেছিল। গত প্রজন্মের কাছে এই চেতনা দেশপ্রেম গড়ে ওঠার ক্ষেত্রে সব চেয়ে বড় সহায়ক হয়েছিল। স্বাধীনতার আগে জাতীয়তাবাদের বহুধারা আমাদের দেশে বয়ে গেছে। ধর্মনিরপেক্ষ মতের পাশে সমান্তরালভাবে তৈরি হয়েছিল ধর্মভিত্তিক জাতীয়তাবাদ। বলা হত (Religon Orieted Nationalisn) তৈরি হয়েছিল ধর্মকেন্দ্রিক জাতিপ্রেম। যে ধারা আজও রয়ে গেছে। অম্লান দত্তের আমাদের জাতীয়তাবাদী চেতনার মধ্যে এইভাবে নানা দৃষ্টিভঙ্গি এসে মিশেছে। কখনও অহিংসার পথ কখনও বিপ্লবী ভাবধারা। ফলে স্বাধীনতা সংগ্রামের ব্যাখ্যাও হয়েছে নানা দৃষ্টিকোণ থেকে। বলতে চেয়েছেন জাতির বহু উত্থান পতনের মধ্যেও বেঁচে থেকে তার মূল্যবোধ যা না থাকলে তার মানসিক বিকাশ, আর্থিক উন্নতি কখনও সম্ভব হয় না। ভাবনার বিভিন্নতা সত্ত্বেও তিনি জোর দিয়েছেন মনুষ্যত্বের মূল্যবোধের ওপর। তাই রবীন্দ্রনাথ, গার্ম্বিজির কথা তিনি বার বার স্মরণ করেছেন। অম্লান দত্তের মতে, সাম্প্রদায়িক জীবনের মধ্যে বদ্ধ থাকতে থাকতেই জন্ম নেয় সাম্প্রদায়িকতা। তার মতে, অন্য ধর্ম সম্প্রদায়কে সম্মান জানানোই ধর্মনিরপেক্ষতা। চেয়েছেন সমস্ত ধর্মের নৈতিকতার খোঁজ করে তার মধ্যে বৃহৎ সহযোগিতা স্থাপন করা। অর্থনীতিবিদ অম্লান দত্তের চিন্তার পরিধি ছিল মানুষকে নিয়ে। সমাজ সভ্যতার দীর্ঘ ইতিহাসের পটভূমিতে তার স্বভাব, প্রকৃতি, তার দ্বন্দ সমস্যাকে তিনি বিচার করেছেন। দেখেছেন মানুষের বৈষম্য হিংসা, আবার খুঁজেছেন মানুষের সাম্যের আকাঙ্ক্ষা, সৃজনের অভিগা। মানুষের এই দুটি প্রবণতাকে তিনি একসঙ্গে বিচার করেছেন। এই দুয়ের মেলবন্ধনেই দেখেছেন মানবতাকে। তার মতে সংহতি গড়ে তুলতে আদর্শকে। তার মধ্যে দিয়ে আসবে মূল্যবোধের শিক্ষা। এই শিক্ষাকে গড়ে তুলতে আমরা দুর্নীতি, বৈষম্য, কুসংস্কারকে যুক্তি দিয়ে খণ্ডন করি, নতুন মতামত সৃষ্টি করি, নতুন আইন প্রতিষ্ঠা করতে চাই। কিন্তু দুর্নীতি, বৈষম্য, মানুষের অন্তরে বাসা বেঁধে আছে। তাকে শুধু যুক্তির নির্দেশে মুছে দেওয়া যায় না। তিনি বলতে চেয়েছেন, যুক্তি খণ্ডনের পরেও থাকে মানুষে র অন্তরে তাকে গ্রহণের দিক। থাকে যথার্থভাবে উপলব্ধি করানোর দিক। আসলে যে কোনও যুক্তিনিষ্ঠ তত্ত্ব সম্বলিত বক্তব্য আমরা গ্রহণ করি, কিন্তু সেই তত্ত্বটি যদি শুধুই গ্রহণ করার মধ্যে থেমে যায়, তবে তার প্রকৃত প্রতিষ্ঠা হয় না। যুক্তিকে সৃজনশীল মনন ও আবেগ দিয়ে প্রতিনিয়ত চর্চা করতে হয় তবেই সমাজে ভ্রান্তি দূর হতে পারে। বিরুদ্ধেবাদী মনন ধীরে ধীরে তথ্যনিষ্ঠ যুক্তির দিকে আকৃষ্ট হয়, তখনই ঘটে প্রকৃত পরিবর্তন, কারণ বিরুদ্ধবাদী যুক্তির মধ্যে যে সারবত্তা আছে তার সঙ্গে প্রকৃত তথ্যের সম্মিলনেই মানবতা ও উন্নতি মনন জাগ্রত হয়, তাই চর্চাটাই আসল কথা। যুক্তি ও মননের চর্চা সৃজনশীলতার পক্ষে মানুষের মনকে ক্রিয়াশীল রাখে। অম্লান দত্ত এইভাবে যুক্তি ও মতের দ্বন্দ্ব চেয়েছেন কিন্তু আশা করেছেন যুক্তি খণ্ডনের পরে তার সৃজনের দিকে। তিনি ব্যবহারিক শিল্পে যেমন কারুশিল্পের সৃজনশীলতার প্রয়োজনের কথা বলেছেন তেমন মানুষের সুকুমার বৃত্তি, কাব্য সাহিত্য চিত্র ভাস্কার্যের মতো চারুশিল্পের বিকাশের কথাও বলেছেন। যা মানুষের মনকে গড়ে তুলতে পারে। মূল্যবোধ ও জ্ঞান গড়ে তুলতে এ এক বড় পদক্ষেপ। এ জ্ঞান গড়ে তুলতে চাই সত্যের উপলব্ধি ও ঐক্যবোধ। অম্লান দত্ত তাঁর আলোচনায় রবীন্দ্রনাথের ভাষায় প্রসঙ্গটির উল্লেখ করেছেন---" যেমন জ্ঞানের ক্ষেত্রে তেমনি ভাবের ক্ষেত্রে তেমনি কর্মের ক্ষেত্রে সর্বত্রই সত্যের উপলব্ধি ঐক্যবোধে নিয়ে যায় এবং ঐক্যবোধের দ্বারাই সকলপ্রকার ঐশ্বর্যের সৃষ্টি হয়।" অম্লান দত্তের লেখা সামাজিক দায়বদ্ধতার অভিব্যক্তি হয়ে উঠেছে। তাঁর কথা ভগবানকে আমরা পেয়েছি ব্যক্তি। মানুষের অন্তরের গভীর উপলব্ধি থেকে। তিনি পথ খুঁজেছেন গণতান্ত্রিক সভ্যতার। খুঁজেছেন সাম্প্রদায়িকতাহীন মূল্যবোধের সংহত সমাজ। খুঁজেছেন সমাজমুক্তিকে। এ পথের প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে নির্দেশ করেছেন জ্ঞান ও সত্যকে। তাঁর কথায় 'যে জ্ঞান মানুষকে কিছুমাত্র পরিবর্তিত করে না, সেটা আর অন্তরের বস্তু হয়ে ওঠেনি। জ্ঞানকে সদর্থে মনের অংশ করে তোলাই মননের যথার্থ কাজ।

আজকের সমাজের মূল্যবোধের সংকট চিন্তাবিদ অম্লান দত্তকে বার বার ভাবিয়েছে যৌথ পরিবারের নিবিড় বাধনে পল্লীজীবনের আত্মীয় সমাজের সম্পর্কের ছায়ায় গড়ে উঠেছিল আমাদের মূল্যবোধ। আত্মীয় সমাজের ছোট বৃত্তে যে সম্পর্ক আমাদের মূল্যবোধ গড়ে তুলেছিল, সেই বৃত্তের পরিধি আজও অনেক বেড়েছে তাঁর বিশ্বাস ছোটবৃত্তের আন্তরিক সীমানা আজও রয়েছে।

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

চাঁদে প্রথম মানুষ

আবুল বাসার

গত সংখ্যার পর।। এর আগে ১৯৫৯ সালের ১২ সেপ্টেম্বর চাঁদে লুনা ২ নামের নভোযান পাঠিয়েছিল সোভিয়েন ইউনিয়ন। সেটিই ছিল মানুষের তৈরি চাঁদে পাঠানো প্রথম কোন বস্তু। দুদিন পর সেকেন্ডে প্রায় সাড়ে তিন কিলোমিটার বেগে তা আছড়ে পড়ে বিধ্বস্ত হয়েছিল চাঁদের পাথুরে মাটিতে। তবে সেবার কাজের কাজ যেটি হয়েছিল তা সোভিয়েত বাসিদের জন্য বেশ গর্বেরই বটে। লুনা ২-এর গায়ে আঁকা সোভিয়েত প্রতীক হাতুড়ি-কাস্তে আর সিসিসিপি লেখাটা দিব্যি টিকে ছিল চাঁদের বুকে। আরও পরে ১৯৬৬ সালে চাঁদের বুকে নিয়ন্ত্রিতভাবে লুনা ৯ নামিয়েছিল রুশরা। বলাই বাহুল্য, তাতেও সমাজতন্ত্রী মার্কা প্রতীক অঁকা ছিল। কাজেই চাঁদের বুকে মার্কিনীদের এমন কোন প্রতীক চাই। সে কারণে সেখানে যুক্তরাষ্ট্রের পতাকা পোতার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল মার্কিন নিক্সন প্রশাসন। তাই এবার চাঁদের মাটিতে মার্কিন পতাকা স্থাপন করার পালা। অ্যাপোলো ১১ অভিযানের আগে এই পতাকা পোতা নিয়েও ছিল অনেক তর্ক-বির্তক। চাঁদে বাতাস নেই। কাজেই সেখানে পতপত করে পতাকা উড়বে না। সে কারণে আগেই থেকেই পতাকায় কড়া মাড় দিয়ে কড়কড়ে করে নিয়ে আসা হয়েছিল। আবার পর্দার মত টানটান করে রাখার জন্য দুদিকে দুটো রডও গুজে দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু এতো কাণ্ডের পরও শেষপর্যন্ত সেই পতাকাকে চাঁদের মাটিতে অনড় রাখা যায়নি। দুভার্গ্যক্রমে, চাঁদের পৃষ্ঠ খুবই শক্ত ছিল। তাই অনেক চেষ্টা করে পতাকার দণ্ডটি মাত্র কয়েক ইঞ্চি পুততে পেরেছিলেন নীল। সে কারণে ইগল চাঁদের মাটি ছেড়ে যাওয়ার সময় ইঞ্জিন থেকে প্রবল বেগে বেরিয়ে আসা গ্যাসের ধাক্কা সে পতাকা মুখ থুবড়ে পড়ে যায়।

চাঁদের বুকে প্রায় দুই ঘন্টা কাটানোর পর নির্ধারিত সময়ে ঈগলে চড়ে বসেন নীল আর বাজ। এবার তাদের গন্তব্য চাঁদের কক্ষপথে ঘূর্ণ্যমান কমান্ড মডিউল। সেখানেই তাদের জন্য অপেক্ষা করছেন কমান্ডার মাইকেল কলিন্স।

তখন কমান্ড মডিউল পাইলট মাইকেল কলিন্স কলম্বিয়াকে চাঁদের কক্ষপথে চালিয়ে যাচ্ছেন। নিঃসঙ্গ, একা। এরই মধ্যে চাঁদের চারপাশে ১২ বার পাক খেয়েছেন তিনি। মৃদু একঘেয়ে যান্ত্রিক শব্দ ছাড়া কোথাও আর কোন শব্দ নেই। সেই সময়ের অনুভূতি কলিন্স বর্ণনা করেছেন তার ক্যারিয়িং দ্য ফায়ার নামের আত্মজীবনীতে। স্মৃতিচারণ করে তিনি বলেছেন, প্রতিবার তিনি যখন চাঁদের উল্টো পিঠে যাচ্ছিলেন, তখন পৃথিবীর সাথে সব যোগাযোগ একেবারেই বিচ্ছিন্ন হয়ে যাচ্ছিল। 'আমি তখন পুরোপুরি একা। সত্যিকারের কোন জীব থেকে বিচ্ছিন্ন।'

চাঁদের এই ঐতিহাসিক অভিযানে যে তাকে এভাবে নিঃসঙ্গই থাকতে হবে তা তো আগে থেকেই জানতেন তিনি। অ্যাপোলো ১১-এর অভিযাত্রী হিসেবে নির্বাচিত হওয়ার পর কলিন্স জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, তার দুই সঙ্গী যখন চাঁদের মাটিতে ঘুরে বেড়াবে, তখন তাকে নিঃসঙ্গ ঘুরতে হবে চাঁদের কক্ষপথে। এ কারণে তিনি হতাশ কিনা। জবাবে সোজাসাপ্টা বলেছিলেন, 'আমি যদি বলি যে, তিনটি সিটের মধ্যে আমার সিটটাই সবচেয়ে ভাল, তাহলে সেটা মিথ্যে বলা হবে, নয়ত বোকার মত কথা হবে। কিন্তু এই অভিযানে তিনটি সিটই গুরুত্বপূর্ণ। আমিও চাঁদের মাটিতে নামতে চাই, কে না চায়? কিন্তু এই সমন্বিত অভিযানের একটি অংশ আমি। সবকিছু সত্ত্বেও এ অভিযানে যেতে পেরে আমি খুশি। অভিযানের ৯৯.৯ শতাংশ পথ আমি যাবো, কিন্তু তাতে আমি মোটেও হতাশ নই।' এই হলেন অ্যাপোলো ১১-এর আত্মত্যাগী অভিযাত্রী মাইকেল কলিন্স।

কলিন্সের জন্ম যুক্তরাষ্ট্রে নয়, ইতালির রোমে, ১৯৩০ সালের ৩১ অক্টোবর। মার্কিন সেনা কর্মকর্তা জেমস লটন কলিন্সের চার সন্তানের মধ্যে মাইকেল কলিন্স ছিলেন দ্বিতীয়। মা ভার্জিনিয়া স্টুয়ার্টের পরিবার আয়ারল্যান্ড থেকে যুক্তরাষ্ট্রে বসতি গড়েছিলেন। জন্মের পর প্রথম ১৭ বছর বাবার চাকরির কারণে বিভিন্ন দেশে ঘুরতে হয়েছিল কলিন্সকে। তার জন্মের সময় রোমে দায়িত্ব পালন করছিলেন জেমস লটন কলিন্স।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় তারা রাজধানী ওয়াশিংটন ডিসিতে চলে যান। সেখানে ১৯৪৮ স্কুল শেষ করেন কলিন্স। ১৯৫২ সালে মিলিটারি সায়েন্সে ব্যাচেলর ডিগ্রি শেষ করে বিমান বাহিনীতে যোগ দেন তিনি। উন্নত ফাইটার বিমান চালানোর প্রশিক্ষণের জন্য তাকে নেভাদা এয়ার ফোর্স ঘাটিতে পাঠানো হয়। এছাড়া পারমাণবিক বোমা হামলা চালানোরও প্রশিক্ষণ নেন তিনি। ১৯৫৪ সালে ফ্রান্সে ন্যাটো ঘাঁটিতে এফ-৮৬ ফাইটার স্কোয়াড্রন দায়িত্ব দিয়ে পাঠানো হয় তাকে। এর দুই বছর পর সেখানে প্যাট্রিসিয়া ফিননেগান নামের এক বেসামরিক কর্মীর সাথে পরিচয় হয় তার। তার কিছুদিন পরেই দুজনের বাগদান অনুষ্ঠিত হয়। ১৯৫৭ সালের ২৮ এপ্রিল দুজন বিয়ে করেন। এর কয়েক মাস পর তারা যুক্তরাষ্ট্রে ফিরে আসেন। তাকে প্রশিক্ষকের দায়িত্ব দেওয়া হয়। ১৯৬০ সালে এডওয়ার্ড এয়ার ফোর্স বেসে এক্সপেরিমেন্টাল টেস্ট পাইলট স্কুলে যোগ দেন তিনি।

সম্ভাব্য নভোচারীর খোঁজে ১৯৬২ সালে দ্বিতীয় দফায় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে নাসা। সেবার আবেদন করেন কলিন্স। তবে সেবার তার আবেদন নাকচ করে দেওয়া হয়। ১৯৬৩ সালে নাসার তৃতীয় দফায় বিজ্ঞপ্তিতেও আবেদন করেন তিনি। সেবার ১৪ জনকে বাছাই করে নাসা, তাদের মধ্যে একজন ছিলেন কলিন্স। এরপর বাজ অলড্রিনের মত কলিন্সের পরিবার ছেলে মাইকেল এবং ক্যাথলিন ও অ্যান নামের দুই মেয়েকে নিয়ে নাসাও বেতে চলে যায়।

তার বাড়িটা ছিল অলড্রিনের বাড়ির খুব কাছেই। স্বভাবতই বাজের সাথে তার সখ্যতাও ছিল একটু বেশি। তাই চাঁদের পৃষ্ঠ থেকে ফিরে ঈগল আর কলম্বিয়ার সফল ডকিং শেষে বাজের সঙ্গে যখন কলিন্সের দেখা হল, তখন ভীষণ আবেগে তাকে জড়িয়ে ধরলেন তিনি। একটু হলেই বাজের কপালে চুমুই দিয়ে ফেলেছিলেন। এরপর চাঁদের বুকে নামা প্রথম মানব নীল আর্মস্ট্রংকেও জড়িয়ে ধরেন কলিন্স। অভিযান সফল হল, এবার ঘরে ফেরার পালা। বিজয়ীর বেশে পৃথিবীর পথে ফিরতে শুরু করেন তিন অভিযাত্রী। তিন দিন পর, ২৪ জুলাই তাদের যান পৃথিবীর কক্ষপথে ফিরে আসে। তার কিছু পরে প্রশান্ত মহাসাগরের বুকে নেমে আসে তিনটি প্যারাসুটে ভর করে। পৃথিবী থেকে রওয়ানা দেওয়ার প্রায় ১৯৫ ঘন্টা ১৮ মিনিট পর ফিরে আসেন তারা। মার্কিন নৌতরী ইউএসএস হর্নেট তাদের হাওয়াই উপকূল থেকে উদ্ধার করে।

স্বভাবতই দেশে ফিরে নায়কোচিত সম্মান পেলেন তারা। অবশ্য চাঁদের বুক থেকে কোন অজানা জীবাণু তাদের সাথে এসেছে কিনা, তা পরীক্ষা করতে একটি বদ্ধ ঘরে তাদের তিন সপ্তাহ কোয়ারেন্টাইনে রাখা হয়। এরপর তারা বিশ্বভ্রমণে বের হন। সেটা অবশ্য মার্কিন বিজয় ঢালঢোল পিটিয়ে বিশ্ববাসীকে জানান দিতেই আয়োজন করেছিল মার্কিন প্রশাসন। তাদের সেই ভ্রমণ তালিকায় ঢাকাও ছিল। এভাবেই রুশ-মার্কিন ঠান্ডা লড়াইয়ে মহাকাশ প্রতিযোগিতায় সোভিয়েত ইউনিয়নকে হারিয়ে দেয় যুক্তরাষ্ট্র। প্রশ্ন উঠতে পারে, সোভিয়েত ইউনিয়ন চাঁদে মানুষ পাঠাল না কেন। আসলে তৎকালীন রুশ প্রেসিডেন্ট বিশ্বকে দেখাতে চেয়েছিলেন, যুক্তরাষ্ট্র যে কাজ মানুষ পাঠিয়ে করে, সেই একই কাজ তারা যন্ত্র পাঠিয়েই সেরে ফেলতে পারে। অ্যাপোলো ১১ অভিযানের একই সময়েই চাঁদে লুনা ১৫ পাঠিয়েছিল সোভিয়েত ইউনিয়ন। তবে সেটি সফলভাবে অবতরণ করতে পারেনি। যন্ত্র পাঠানোর আইডিয়াটা যে বেশ ভাল, তাতে সন্দেহ নেই, কিন্তু সেটি করতে গিয়েই বিশ্ববাসীর কাছে প্রতিযোগিতায় স্রেফ গো হারা হেরে যায় সোভিয়েত ইউনিয়ন। কারণ হিমালয় চূড়ায় মানুষের পা ফেলা যে শিহরণ জাগায়, যে রোমহর্ষক রোমাঞ্চের জন্ম দেয়, দুঃসাহসী হওয়ার যে প্রেরণা জোগায়, যন্ত্র পাঠিয়ে তা পাওয়া সম্ভব নয়। চাঁদের মাটিতে নীল আর্মস্ট্রংয়ের পায়ের ছাপ আমাদের মনে সেই শিহরণ জাগায়।

এরপরও আরও পাঁচবার চাঁদে মানুষ পাঠিয়েছে নাসা। এরপরও আরও ১০ জন চাঁদের বুকে পা রেখেছেন। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ শুধু প্রথমকেই মনে রাখে। হিমালয়ের দুর্গম চূড়া মাউন্ট এভারেস্ট বিজয়ী এডমন্ড হিলারি আর তেনজিং নোরগেকে মনে রেখেছে মানুষ। কিন্তু তারপর এখন পর্যন্ত কত মানুষ প্রতিদিন এভারেস্ট চূড়া জয় করছে, সে খবরে মানুষের কিছু যায় আসে না। সে কারণেই মার্কিন প্রথম নভোচারীকে বিশ্ববাসী মনে রাখেনি, মনে রেখেছে বিশ্বের প্রথম নভোচারী ইউরি গ্যাগারিনকে। একই কারণে নাসার অন্যান্য চন্দ্র অভিযানের চেয়ে অ্যাপোলো ১১-এর অভিযান গুরুত্বপূর্ণ। জীবনবাজী রেখে নীল, বাজ আর কলিন্স আজ থেকে ৫০ বছর আগে যে দুঃ সাহসী অভিযানে অংশ নিয়েছিলেন তা এখনও বিশ্ববাসীর কাছে বিংশ শতাব্দীর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। একুশ শতকে এসেও তার গুরুত্ব ম্লান হয়নি এতোটুকু। মঙ্গলগ্রহে পা দেওয়ার আগ পর্যন্ত তাই থাকবে, সে প্রত্যাশা বেশ জোরের সাথেই করা যায়। ***সমাপ্ত***

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

উত্তরপূর্বের ছয় শিক্ষাবিদকে মর্যাদাপূর্ণ ‘জাতীয় শিক্ষক পুরস্কার ২০২৩’

গুয়াহাটি, ২৭ আগস্ট (হি.স.) : উত্তর-পূর্বাঞ্চলের ছয় নিবেদিতপ্রাণ শিক্ষাবিদকে মর্যাদাপূর্ণ ‘জাতীয় শিক্ষক পুরস্কার ২০২৩’-এ সম্মানিত করতে মনোনীত করা হয়েছে। মর্যাদাপূর্ণ এই পুরস্কারের জন্য মোট ৫০টি সরকারি স্কুলের শিক্ষকের মধ্যে এই ছয়জনকে শিক্ষাক্ষেত্রে তাঁদের অপরিসীম অবদানের জন্য চয়ন করা হয়েছে।

বিশিষ্ট পুরস্কার-প্রাপকরা আগামী ৫ সেপ্টেম্বর নয়াদিল্লির বিজ্ঞান ভবনে নির্ধারিত এক বিশেষ অনুষ্ঠানে তাঁদের প্রাপ্য স্বীকৃতি পাবেন। রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু ব্যক্তিগতভাবে তাঁদের হাতে তুলে দেবেন মর্যাদাপূর্ণ ‘জাতীয় শিক্ষক পুরস্কার ২০২৩’। এই সকল শিক্ষাবিদ তাঁদের ছাত্রদের জীবনে যে রূপান্তরমূলক প্রভাব ফেলেছেন তার স্বীকৃতি দেবেন রাষ্ট্রপতি। ওই সকল শিক্ষাবিদদের শুধুমাত্র উৎসর্গের জন্য নয়, তাঁদের উদ্ভাবনী শিক্ষা পদ্ধতির জন্যও মনোনীত করা হয়েছে যা অসংখ্য ছাত্রছাত্রীর শেখার অনুপ্রেরণা ও অভিজ্ঞতা বাড়িয়েছে।

সম্মান-প্রাপক প্রত্যেককে যোগ্যতার শংসাপত্র, ৫০ হাজার টাকার নগদ পুরস্কার এবং একটি মর্যাদাপূর্ণ রৌপ্য পদক দেওয়া হবে।

উত্তর-পূর্বাঞ্চলের যে ছয়জন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ‘জাতীয় শিক্ষক পুরস্কার ২০২৩’-এর জন্য নির্বাচিত হয়েছেন তাঁরা যথাক্রমে : ১) অসম বজালির মুগুরিয়ার পাঠশালার সিনিয়র সেকেন্ডারি স্কুলের কুমুদ কলিতা;

২) অরুণাচল প্রদেশের তিরাপ জেলার রামকৃষ্ণ মিশন স্কুলের নিতাইচন্দ্র দে; ৩) মণিপুরের বিষ্ণুপুর জেলার চিংমেই উচ্চ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক নিংথৌজাম বিনয় সিং; ৪) মিজোরামের কলাশিবের ডায়াককাউন হাইস্কুলের লালথিয়াংলিমা; ৫) মেঘালয়ের রি-ভই জেলার আলফা ইংলিশ হায়ার সেকেন্ডারি স্কুলের মাধব সিং এবং ৬) সিকিমের সোরেং সরকারি সিনিয়র সেকেন্ডারি স্কুলের অধ্যক্ষ ড় পূর্ণ বাহাদুর ছেত্রী।

আমেরিকা পাঠানোর নামে যুবকের কাছ থেকে ১২ লক্ষ টাকা প্রতারণার অভিযোগ

ফতেহাবাদ, ২৭ আগস্ট (হি.স) : কাজের জন্য আমেরিকা যেতে গিয়ে ১২ লক্ষ টাকা খোয়াতে হল এক যুবককে। হরিয়ানার ফতেহাবাদ শহরে কাজের নামে ভিসা করাতে গিয়ে ১২ লক্ষ টাকা প্রতারণার অভিযোগ উঠেছে। পুলিশ অভিযুক্ত ৩ ব্যক্তির বিরুদ্ধে একটি মামলা রুজু করেছে।

পুলিশের কাছে অভিযোগকারী যুবক রিংকু জানিয়েছে, কাজের সূত্রে তিনি বিদেশে গিয়েছিলেন। রিংকুর বাড়ি আহলিসাদর গ্রামে। হিজরাওয়ান খুর্দ নামে এক ব্যক্তি তাঁকে হারমিত সিংয়ের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেয়। হরমিত এবং জগজিৎ তাকে রাশিয়ায় যাওয়ার কথা বলে। আর কোথা থেকে মার্কিন ভিসা পাওয়া যাবে সেকথাও জানায়। রিংকুকে জানানো হয় মার্কিন ভিসা পেতে হলে তাঁকে ২৫ লক্ষ টাকা দিতে হবে। ১২ লক্ষ টাকা তাঁকে অগ্রিম দিতে হবে এবং রাশিয়ায় পৌঁছোনোর পর তাঁকে আরও ১৩ লক্ষ টাকা দিতে হবে এমনই চুক্তি হয় তাদের মধ্যে। তার আগে আমেরিকায় যাওয়ার পাসপোর্ট করানোর জন্য আরও ১ লক্ষ টাকা নেয় অভিযুক্তরা। ২০২১ সালের জুন মাসে রিংকু ৩ লক্ষ টাকাও দিয়েছিলেন। রিংকু আমেরিকায় যাওয়ার কথা বললে অভিযুক্তরা জানায়, গায়ানায় সরাসরি ফ্লাইট নেই এবং তাকে প্রথমে কেনিয়া এবং সেখান থেকে গায়ানায় পাঠাতে হবে। নানাভাবে অভিযুক্তরা তাঁকে এড়িয়ে যেতে থাকে। তিনি ২০২২ সালের মার্চ মাসে ভারতে ফিরে আসেন এবং তার পরে অভিযুক্তরা তাকে উত্যক্ত করতে থাকে। রিংকু অভিযুক্তদের থেকে টাকা ফেরতা চাইলে তাকে আবার এপ্রিল মাসে দুবাই পাঠানো হয়। কিন্তু তাকে আমেরিকায় পাঠানো হয়নি বলে তিনি ফিরে এসে অভিযুক্তদের তাঁর টাকা ফেরত দিতে বলেন। এরপর তাঁকে মারধর করে অভিযুক্তরা। এই বিষয়ে তিনি থানায় অভিযোগ দায়ের করেন। তিনজনের বিরুদ্ধেই প্রতারণার অভিযোগে মামলা রুজু করা হয়েছে। তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

হাফলঙে পুলিশি অভিযানে উদ্ধার ৪০ গ্রাম হেরোইন, গ্রেফতার যুবক

হাফলং (অসম), ২৭ আগস্ট (হি.স.) : ডিমা হাসাও জেলা সদর হাফলং থানার অন্তর্গত রেটজলে এক অভিযান চালিয়ে ৪০ গ্রাম হেরোইন সহ এক যুবককে গ্রেফতার করতে সক্ষম হয়েছে পুলিশ। হাফলং থানার ওসি রঞ্জিতকুমার শইকিয়া, টিএসআই লক্ষ্মীন্দর শইকিয়া ও ক্রাইম ব্রাঞ্চের এসআই বাহারুল ইসলাম বড়ভুইয়াঁ এক অভিযান চালিয়ে রেটজল থেকে ড্রাগস সহ উজিত নার্জারি (২১) নামের যুবককে গ্রেফতার করে।

পুলিশ জানিয়েছে, ধৃত যুবক হাফলং শহরের অদূরে তপডিসা গ্রামের বাসিন্দা। পুলিশ উজিত নার্জারির হেফাজত থেকে ৮৭টি প্লাস্টিকের ছোট কন্টেইনার থেকে ৪০ গ্রাম হেরোইন উদ্ধার করেছে।

ওই যুবক করিমগঞ্জ জেলার বদরপুর থেকে ড্রাগসগুলি হাফলং নিয়ে আসছিল। ধৃত যুবকটি হাফলং পুলিশের হেফাজতে রয়েছে।

সমগ্র রাজ্য জুড়ে ড্রাগসের বিরুদ্ধে পুলিশ কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করে প্রায় প্রতিদিনই অভিযান চালিয়ে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে কোটি কোটি টাকার ড্রাগস উদ্ধার করার পাশাপাশি বহু পাচারকারীকে গ্রেফতার করেছে। নতুন নতুন কৌশল অবলম্বন করে ড্রাগসের রমরমা কারবার অব্যাহত রেখেছে তারা। অসমের অন্যতম পাহাড়ি জেলাও এখন ড্রাগসের স্বর্গরাজ্যে পরিণত হয়েছে।

যুবপ্রজন্ম এখন ড্রাগসের প্রতি বেশি আসক্ত হয়ে পড়েছে। ডিমা হাসাও পুলিশ ড্রাগসের এই মারণ নেশা থেকে যুব প্রজন্মকে দূরে রাখতে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। এমন-কি পাহাড়ি জেলার বিভিন্ন বিদ্যালয়ে ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে সচেতনতা সভা ও ড্রাগস কীভাবে যুব সমাজকে ধ্বংসের পথে নিয়ে যাচ্ছে এ নিয়ে বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন পথনাটিকা করে সচতেনতা বৃদ্ধির চেষ্টা করছে। তার পরও পাহাড়ি জেলায় ড্রাগসের সরবরাহ বন্ধ করা সম্ভব হচ্ছে না।

মরিগাঁওয়ে প্রাক্তন গৃহরক্ষী জওয়ান সহ ধৃত দুই সাইবার অপরাধী

মরিগাঁও (অসম), ২৭ আগস্ট (হি.স.) : মরিগাঁও পুলিশের সাইবার অপরাধীদের বিরুদ্ধে অভিযান অব্যাহত আছে। গতকাল শনিবার রাতে পুলিশ অভিযান চালিয়ে জনৈক প্রাক্তন গৃহরক্ষী জওয়ান (হোমগার্ড) সহ দুই সাইবার অপরাধীকে ধরেছে।

মরিগাঁওয়ের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার সমীরণ বৈশ্য অভিযান চালিয়ে বরসলার পটুয়াকাটা থেকে আটক করেছেন নওশাদ আলি এবং উমর ফারুক নামের দুই সাইবার অপরাধীকে। নউশাদ আলি আগে গৃহরক্ষী জওয়ান হিসেবে কর্মরত ছিল।

অতিরিক্ত পুলিশ সুপার সমীরণ বৈশ্য জানান, এই দুই সাইবার অপরাধী গত কয়েকদিনে পৃথক পৃথক ব্যক্তির নামে ১৪ লক্ষ টাকার ঋণ নিয়েছিল। তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। তাদের বিরুদ্ধে আইটি আইনের নির্দিষ্ট ধারায় মামলা রুজু করা হবে, জানান পুলিশ অফিসার সমীরণ বৈশ্য।

দত্তপুকুরে বিস্ফোরণে মমতাকে বিঁধলেন শুভেন্দু, বললেন তিনি চোরদের রক্ষা করতেই ব্যস্ত

কলকাতা, ২৭ আগস্ট (হি.স.): উত্তর ২৪ পরগনার দত্তপুকুরে বেআইনি বাজি কারখানায় বিস্ফোরণে প্রাণহানির ঘটনায় রাজ্য সরকার তথা মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের তীব্র সমালোচনা করলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। মমতাকে আক্রমণ করে শুভেন্দু বলেছেন, তিনি শুধু চোরদের রক্ষা করতেই ব্যস্ত রয়েছেন।

দত্তপুকুরে বিস্ফোরণের ঘটনায় বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী আরও বলেছেন, ’শুধুমাত্র এই কারখানা নয়, গোটা রাজ্যেই এমন পরিবেশ। মুখ্যমন্ত্রী (মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়) বলেছিলেন, এই ধরনের অবৈধ কারখানাগুলি বন্ধ করা হবে, কিন্তু তিনি চোরদের রক্ষা করতেই ব্যস্ত ... তাঁর কাজ হল রাজ্যের ইমামদের সঙ্গে সভা করা এবং সাম্প্রদায়িক কার্ড খেলা।’

উল্লেখ্য, রবিবার দত্তপুকুরের একটি বেআইনি বাজি কারখানায় বিস্ফোরণ হয়, সেই বিস্ফোরণে কমপক্ষে ৭ জনের মৃত্যু হয়েছে বলে জানা গিয়েছে।

অমিত শাহ-র আজ গুজরাট সফর, সোমবার ওয়েস্টার্ন জোনাল কাউন্সিলের বৈঠক

আহমেদাবাদ, ২৭ আগস্ট (হি.স) : কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র ও সহযোগিতা মন্ত্রী অমিত শাহ রবিবার গুজরাটে আসছেন। সোমবার তিনি গান্ধীনগরে আয়োজিত ওয়েস্টার্ন জোনাল কাউন্সিলের সভায় সভাপতিত্ব করবেন।

এই বৈঠকে গুজরাট, মহারাষ্ট্র এবং গোয়ার মুখ্যমন্ত্রী, দমন ও দিউ-এর কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল ও দাদরা ও নগর হাভেলির প্রশাসকরাও উপস্থিত থাকবেন। এই সফরে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ তাঁর নির্বাচনী এলাকার কাজকর্ম পর্যালোচনা করার জন্য একটি বৈঠকে যোগ দেবেন। এবারের বৈঠকে গুজরাটের ভালসাদ জেলার মেঘওয়াল, নগর, রাইমাল এবং মধুবন সহ ৪টি গ্রামকে, কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল দমন ও দিউ এবং দাদরা ও নগর হাভেলিতে অন্তর্ভুক্ত করার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।

এই নিয়ে চূড়ান্ত আলোচনা হবে বলে জানা গিয়েছে। এছাড়াও, জল সমস্যা, মাদকের অনুপ্রবেশ এবং রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের মধ্যে সীমান্ত এলাকায় সড়ক পরিবহন এবং চেকপোস্টের মতো বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে এই বৈঠকে।

গুজরাট সরকার আয়োজিত এই বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী ভূপেন্দ্র প্যাটেল, মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী একনাথ শিন্ডে বা উপ-মুখ্যমন্ত্রী দেবেন্দ্র ফড়নবিস, গোয়ার মুখ্যমন্ত্রী প্রমোদ সাওয়ান্ত এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের প্রশাসক প্রফুল প্যাটেল উপস্থিত থাকবেন।

দক্ষ ও বিশ্বস্ত বৈশ্বিক সরবরাহ শৃঙ্খলের জন্য ভারত গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে : প্রধানমন্ত্রী মোদী

নয়াদিল্লি, ২৭ আগস্ট (হি.স.): দক্ষ ও বিশ্বস্ত বৈশ্বিক সরবরাহ শৃঙ্খলের জন্য ভারত গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে। রবিবার নতুন দিল্লিতে অনুষ্ঠিত বি-২০ বিজনেস সম্মেলনে বললেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। তিনি বলেছেন, কোভিড মহামারীর সময় বিশ্বের যখন ওষুধের প্রয়োজন হয়েছিল, তখন ভারত ’’বিশ্বের ফার্মেসি’’ হিসাবে ১৫০টিরও বেশি দেশে জীবন রক্ষাকারী ওষুধ সরবরাহ করেছিল। প্রধানমন্ত্রী মোদী জোর দিয়ে বলেছেন, এই মহামারী চলাকালীন ধ্বংস হয়ে যাওয়া পারস্পরিক বিশ্বাস গড়ে তোলার দিকে আমাদের মূলত মনোযোগ দিতে হবে। প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেছেন, অবিশ্বাসের পরিবেশে যে দেশ বিশ্ববাসীর সামনে পূর্ণ সংবেদনশীলতার সঙ্গে বিশ্বাসের পতাকা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, সেটি হচ্ছে ভারত।

প্রধানমন্ত্রী মোদী এদিন বলেছেন, ’এ বার ভারতে উৎসবের মরসুম শুরু হয়েছে ২৩ আগস্ট থেকে। এই উদযাপন হল চাঁদে চন্দ্রযান-৩-এর অবতরণ। ভারতের চন্দ্র অভিযানের সাফল্যে ইসরো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। এর সঙ্গে ভারতের শিল্পগুলিও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। ভারতের উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করতেই এই উদযাপন। এই উদযাপন উদ্ভাবন সম্পর্কে, এই উদযাপন মহাকাশ প্রযুক্তির সাহায্যে স্থায়িত্ব ও সমতা আনার বিষয়ে।’ প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, ’ভারতে সবচেয়ে বেশি যুব প্রতিভা রয়েছে। ইন্ডাস্ট্রি ৪.০-এর সময়ে ভারত ডিজিটাল বিপ্লবের মুখ হয়ে উঠেছে...ব্যবসা সম্ভাবনাকে সমৃদ্ধিতে, বাধাকে সুযোগে এবং আকাঙ্ক্ষাকে সাফল্যে রূপান্তরিত করতে পারে ভারত। ছোট বা বড় যাই হোক না কেন, বৈশ্বিক বা স্থানীয় ব্যবসা সবার জন্য অগ্রগতি নিশ্চিত করতে পারে।’ প্রসঙ্গত, ২০২৪ সালে জি-২০ সভাপতিত্বের জন্য ব্রাজিলের হাতে এদিন বি-২০ প্রেসিডেন্সি তুলে দিয়েছে ভারত।

’’কন্যার’’ জীবন ছাড়া কন্যাশ্রী হতে পারে না, মাটিগাড়ায় খুন হওয়া স্কুলছাত্রীর বাড়িতে গিয়ে বললেন রাজ্যপাল

শিলিগুড়ি, ২৭ আগস্ট (হি.স) : ’’কন্যার’’ (মেয়ে)জীবন ছাড়া কন্যাশ্রী হতে পারে না’’। শিলিগুড়ি সংলগ্ন মাটিগাড়ায় খুন হওয়া স্কুলছাত্রীর বাড়িতে এসে এই ভাষাতেই রাজ্যে মেয়ের নিরাপত্তাহীনতা নিয়ে প্রশাসনকে খোঁচা দেন রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস।

গত ২১ আগস্ট মাটিগাড়ার পাথরঘাটা গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় একটি পরিত্যক্ত বাড়ি থেকে স্কুলছাত্রীর রক্তাক্ত দেহ উদ্ধার হয়। এই ঘটনায় তোলপাড় রাজ্য। রবিবার দুপুরে ওই ছাত্রীর পরিবারের সঙ্গে দেখা করেন রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস। সঙ্গে ছিলেন দার্জিলিংয়ের সাংসদ রাজু বিস্টা। এদিন মৃত ছাত্রীর পরিবারের সদস্যদের কাছ থেকে গোটা ঘটনার কথা শোনেন রাজ্যপাল। তাঁদের পাশে থাকার আশ্বাস দিয়েছেন তিনি।

এরপর এদিন সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলার সময় এই ঘটনা নিয়ে দুঃখ প্রকাশ করেন তিনি। সেই সঙ্গে ’’কন্যাশ্রী’’-এর প্রসঙ্গত তুলে রাজ্যে মেয়ের নিরাপত্তাহীনতা খোঁচা দেন প্রশাসনকে। এদিন তিনি বলেন, ’এটা হওয়া উচিত ছিল না... এটা খুবই দুর্ভাগ্যজনক...। ’’কন্যাশ্রী’’ অনুষ্ঠান নিয়ে গর্ব করেছিলাম। তবে ’’কন্যার’’ (মেয়ে) জীবন ছাড়া কন্যাশ্রী হতে পারে না। সমাজ একটি কন্যার জীবন রক্ষা করতে না পারলে, এর জন্য বড় দাবি করার মানে কি?’

প্রসঙ্গত, গত ২১ আগস্ট মাটিগাড়ার পাথরঘাটা গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় একটি পরিত্যক্ত বাড়ি থেকে স্কুলছাত্রীর রক্তাক্ত দেহ উদ্ধার হয়। মেয়েটির পরনে ছিল স্কুলের পোশাক। ওই কিশোরীকে ইট দিয়ে মাথা থেঁতলে খুন করা হয়েছে বলে অভিযোগ ওঠে। ঘটনার প্রতিবাদে ক্ষোভে ফেটে পড়েন পাহাড়-সমতলের বাসিন্দারা। ঘটনার দিনই গভীর রাতে শিলিগুড়ি পুলিশের স্পেশাল ইনভেস্টিগেশন টিম অভিযুক্তকে গ্রেফতার করে। এদিকে, অভিযুক্তের বাড়ি ভাঙচুরের অভিযোগ ওঠে বজরং দলের সদস্যদের বিরুদ্ধে। ঘটনার প্রতিবাদে অভিযুক্তের কঠোর শাস্তির দাবিতে ২৪ আগস্ট ১২ ঘণ্টা শিলিগুড়ি বনধের ডাক দেয় হিন্দু সংগঠন।

ঘটনার প্রতিবাদে সরব হয় গোটা পাহাড়। ছাত্রীকে খুনের প্রতিবাদ জানিয়ে ও দোষীর উপযুক্ত শাস্তির দাবিতে ২৬ আগস্ট পাহাড়ে ১২ ঘণ্টা বনধ ডাকা হয়। তিনটি পার্বত্য মহকুমা দার্জিলিং, কার্শিয়াং এবং কালিম্পংয়ে বনধের প্রভাব ছিল যথেষ্টই। বন্ধ ছিল সমস্ত দোকানপাট। তবে শান্তিপূর্ণভাবে বনধ পালিত হয়েছে। এই আবহেই রবিবার মাটিগাড়ায় খুন হওয়া স্কুলছাত্রীর বাড়িতে আসেন রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস।

মাজুলিতে বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ড, ভস্ম পাঁচটি বাড়ি, হতাহতের খবর নেই

মাজুলি (অসম), ২৭ আগস্ট (হি.স.) : মাজুলিতে বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডে ভস্ম হয়ে গেছে পাঁচটি বসতবাড়ি। তবে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় কোনও হতাহতের খবর পাওয়া যায়নি। ঘটনা আজ রবিবার বেলা প্রায় ১১টা নাগাদ মাজুলির পুরনি চাপরি গ্রামে সংঘটিত হয়েছে। আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে গেছে চারটি পরিবারের পাঁচটি বসতবাড়ি। ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে লক্ষাধিক টাকার সম্পত্তির। স্থানীয়রা বালতি দিয়ে জল ও বালি দিয়ে আগুন নেভানোর বহু চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু আগুনের কবল থেকে তারা রক্ষা করতে পারেননি ওই পাঁচটি বাড়িকে।

আগুনেৰ খবর পেয়ে প্রায় এক ঘণ্টা পর দুটি ইঞ্জিন নিয়ে ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা আসেন। তাঁদের প্রচেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। ফলে আগুনের করাল গ্রাস থেকে রক্ষা পেয়েছে ঘন বসতি সম্পন্ন গোটা গ্রাম। দমকলের জনৈক আধিকারিক জানিয়েছেন, শর্ট সার্কিট থেকে ঘটনার সূত্রপাত বলে ধারণা করা হচ্ছে।

আমাদের সংস্কৃতিতে শিক্ষা হল জীবনের সার্থক অর্থ খোঁজার মাধ্যম : জে পি নাড্ডা

হরিদ্বার, ২৭ আগস্ট (হি.স.): ’আমাদের সংস্কৃতিতে শিক্ষা হল জীবনের সার্থক অর্থ খোঁজার মাধ্যম।’ এই মন্তব্য করলেন বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জগৎ প্রকাশ নাড্ডা। তিনি বলেছেন, ’শিক্ষাক্ষেত্রে আমরা যদি পাশ্চাত্য সংস্কৃতির কথা বলি, তাহলে সেখানে শিক্ষা জীবনকে সমর্পণের মাধ্যম। অন্যদিকে, আমরা যদি নিজেদের সংস্কৃতির কথা বলি, তাহলে আমরা বুঝতে পারি যে এটি ’’সংস্কৃতি শালা’’ থেকে শুরু হয়েছে। এখানে শিক্ষা হল জীবনের সার্থক অর্থ খোঁজার মাধ্যম।’ রবিবার উত্তরাখণ্ডের হরিদ্বারে দেব সংস্কৃতি বিশ্ববিদ্যালয়ে ’’বসুধৈব কুটুম্বকম’’ বক্তৃতা সিরিজে ভাষণ দেন নাড্ডা। চন্দ্রযান-৩ মিশনের সাফল্য প্রসঙ্গে বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি নাড্ডা বলেছেন, ’দেশ এখন গর্বিত বোধ করে, আমাদের বিজ্ঞানীরা চাঁদের দক্ষিণ মেরুতে চন্দ্রযান অবতরণ করিয়েছেন। গতকাল প্রধানমন্ত্রী চাঁদের সেই জায়গার নাম দিয়েছেন যেখানে চন্দ্রযান অবতরণ করেছে এবং সেই স্পর্শের নাম দিয়েছেন ’’শিবশক্তি’’।’ নাড্ডার কথায়, ’দেব সংস্কৃতি বিশ্ববিদ্যালয় ব্যক্তির সর্বাত্মক উন্নয়নে একটি অগ্রগামী প্রতিষ্ঠান হিসেবে দেশে অবদান রাখবে। এর মাধ্যমে এগিয়ে গিয়ে দেশে পরিবর্তন আসবে।’ নাড্ডা বলেছেন, ’পৃথিবীর ইতিহাসের দিকে তাকালে দেখা যায়, সর্বত্রই বড়রা ছোটদের দমন করার চেষ্টা করেছে।

এক দেশ অন্য দেশে সাম্রাজ্যবাদ ছড়ানোর চেষ্টা করেছিল। ভারত কখনও কাউকে আক্রমণ করেনি, আমরা সবার সুখ কামনা করে চলেছি। এটি হল বাসুধৈব কুটুম্বকম ভারত।’

তিরুবনন্তপুরমের ভদ্রকালী মন্দিরে পুজো দিলেন এস সোমনাথ, জানালেন ল্যান্ডার ও রোভার খুব ভালো আছে

তিরুবনন্তপুরম, ২৭ আগস্ট (হি.স.): তিরুবনন্তপুরমের পূর্ণামিকাভু, ভদ্রকালী মন্দিরে পুজো দিলেন ভারতীয় মহাকাশ গবেষণা সংস্থা (ইসরো)-র প্রধান এস সোমনাথ। রবিবার সকালে অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে ভদ্রকালী মন্দিরে পুজো দিয়েছেন ইসরোর প্রধান এস সোমনাথ। পুজো দেওয়ার পর সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি বলেছেন, ’চন্দ্রযান-৩-এর সবকিছু খুব ভাল কাজ করছে। ল্যান্ডার, রোভার খুবই ভালো আছে, পাঁচটি যন্ত্রই চালু করা হয়েছে।’

মন্দিরে পুজো দেওয়া প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন, ’আমি একজন অভিযাত্রী। আমি চাঁদ অন্বেষণ করি। তাই বিজ্ঞান এবং আধ্যাত্মিকতা উভয়ই অন্বেষণ করা আমার জীবনের যাত্রার একটি অংশ।

তাই আমি অনেক মন্দির পরিদর্শন করি এবং অনেক ধর্মগ্রন্থ পড়ি। এই মহাবিশ্বে আমাদের অস্তিত্ব এবং আমাদের যাত্রার অর্থ খুঁজে বের করার চেষ্টা করি।’ এস সোমনাথ আরও বলেছেন, ’আমরা আশা করছি, ৩ সেপ্টেম্বরের আগে আরও ১০ দিন বাকি আছে, আমরা বিভিন্ন মোডের সম্পূর্ণ সক্ষমতার সঙ্গে সমস্ত পরীক্ষাগুলি সম্পূর্ণ করতে সক্ষম হব। বিভিন্ন মোড আছে যার জন্য এটি পরীক্ষা করতে হবে।’ চন্দ্রযান-৩-এর অবতরণস্থলের নাম রেখেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, নাম রাখা হয়েছে ’’শিবশক্তি’’। এ প্রসঙ্গে এস সোমনাথ বলেছেন, ’প্রধানমন্ত্রী শিবশক্তির অর্থ এমনভাবে বর্ণনা করেছেন, যা আমাদের সবার জন্য উপযুক্ত।’

দিঘা থেকে ফেরার পথে অঘটন, ট্রেনে কাটা পড়ে প্রাণ গেল দার্জিলিংয়ের বধূর

তমলুক, ২৭ আগস্ট (হি. স.) : দিঘা থেকে ফেরার পথে তমলুকে ট্রেনের তলায় পড়ে মৃত্যু হল দার্জিলিংয়ের এক গৃহবধূর। দিঘা থেকে লোকাল ট্রেনে চড়ে পাঁশকুড়া যাওয়ার পথে তমলুকে যাওয়ার পথে এই মর্মান্তিক ঘটনা ঘটে। তমলুকের শহিদ মাতঙ্গিনী রেল স্টেশনের এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকাজুড়ে তীব্র চাঞ্চল্য ছড়ায়। গুরুতর জখম হয়েছেন স্বামী এবং একমাত্র ছেলেও।

মৃতার নাম ফারজানা বানু (৫০)। স্বামী মহম্মদ নাসিম আলি। দার্জিলিংয়ের কার্শিয়াং এলাকার ১৫ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা। দিনকয়েক আগেই একমাত্র ছেলে ও অসুস্থ স্বামীকে সঙ্গে নিয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়েছিলেন ফারজানা বানু। পূর্ব মেদিনীপুরের অন্যতম পর্যটন কেন্দ্র দিঘার সমুদ্র এলাকায় তাঁরা কিছুদিন ছুটি কাটাতে এসেছিলেন। আনন্দ হইহুল্লোড় করে শনিবার সকালেই দিঘা থেকে পাঁশকুড়াগামী একটি লোকাল ট্রেনে চড়ে বসেছিলেন তাঁরা। বিপত্তি ঘটল তমলুক স্টেশন পেরিয়ে শহিদ মাতঙ্গিনী স্টেশনে।

স্থানীয়দের দাবি, মাত্র কিছুক্ষণের জন্যই শহিদ মাতঙ্গিনী রেল স্টেশনে থেমেছিল লোকাল ট্রেনটি। আর তখনই প্রস্রাব করতে ট্রেন থেকে নামেন নাসিম আলি। কিন্তু ট্রেন ছাড়ার আগে আর কোনভাবেই অসুস্থ শরীরে দৌড়ে গিয়ে ট্রেনে উঠতে পারছিলেন না। আর এই পরিস্থিতিতে বাবাকে ট্রেনে তোলার জন্য তড়িঘড়ি ট্রেন থেকে নেমে পড়ে একমাত্র ছেলে।

এদিকে ছেলে এবং স্বামী ট্রেন থেকে নেমে পড়ায় প্রায় হতভম্ব হয়ে পাহাড়ের ওই গৃহবধূ ট্রেন থেকে ঝাঁপ দেন। আর তাতেই ট্রেনের তলায় পড়ে গিয়ে ঘটনাস্থলেই তাঁর মৃত্যু হয়। বেশ খানিকটা জখম অবস্থায় স্বামী মহম্মদ আলি এবং তাঁর একমাত্র ছেলেকে চিকিৎসার জন্য তমলুক জেলা হাসপাতালে নিয়ে যান স্থানীয়রা। খবর পেয়েই ঘটনাস্থলে পৌঁছে মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য মেডিক্যাল কলেজের মর্গে পাঠায় রেলপুলিশ।

হরেকরকম হরেকরকম হরেকরকম

তৈলাক্ত ত্বকে নানা সমস্যায় নাজেহাল?

তৈলাক্ত ত্বকের সমস্যা শেষ হওয়ার নয়। ব্রণ, র্যাশ, ফুসকুড়ি লেগেই রয়েছে। সারা বছরই কিছু না কিছু সমস্যায় নাজেহাল থাকতেই হয়। এ ধরনের সমস্যার সহজ সমাধানও খুঁজে পাওয়া মুশকিল। তৈলাক্ত ত্বক যত্নে রাখা সহজ নয়। বিশেষ করে ত্বক যদি আর্দতা হারাতে শুরু করে, তা হলে সমস্যা বাড়তেই থাকে। তাই তৈলাক্ত ত্বকে ময়েশ্চারাইজারের ব্যবহার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

অনেকে নিয়ম করে ময়েশ্চারাইজার ব্যবহার করেনও। তবে সেগুলি বাজারচলতি। তৈলাক্ত ত্বক অত্যন্ত স্পর্শকাতরও হয়। ফলে ইচ্ছামতো সব প্রসাধনী ব্যবহার করা যায় না। বাজারচলতি ময়েশ্চারাইজার ব্যবহার করেও আবার হিতে বিপরীত হতে পারে। সবচেয়ে ভাল হয় যদি বাড়িতেই বানিয়ে নিতে পারেন ময়েশ্চারাইজার। ঘরোয়া উপায়ে বানানো প্রসাধনী ত্বকের কোনও সমস্যার কারণ হবে না।

গোলাপ ফুলের পাপড়ি

প্রথমে একটি পাত্রে অল্প পরিমাণ গোলাপজল ও গোলাপ ফুলের পাপড়ি নিয়ে বেশ কিছু ক্ষণ ফুটিয়ে নিন। এ বার মিশ্রণটি ছেঁকে নিয়ে ঠান্ডা করে নিন। বানিয়ে রাখা মিশ্রণটি ঠান্ডা হয়ে গেলে দু'টেবিল চামচ অ্যালোভেরার জেল মিশিয়ে নিন। তার পর কাচের পাত্রে ঢেলে ফ্রিজে রেখে দিতে পারেন। ১৫-২০ দিন পর্যন্ত এ ময়েশ্চারাইজার ভাল থাকবে। ময়েশ্চারাইজারটি ব্রণ ও ফুসকুড়ির সমস্যা কমাতে এবং ত্বকের ঔজ্জ্বল্য বৃদ্ধিতে কাজ করবে। ত্বকের তৈলাক্ত ভাবও কমে যাবে।

দুধ এবং অলিভ অয়েল

অল্প দুধ, লেবুর রস, দু'টেবিল চামচ অলিভ অয়েল নিয়ে একটি পরিষ্কার পাত্রে খুব ভাল করে মিশিয়ে নিন। তৈরি হয়ে যাবে প্রাকৃতিক ময়েশ্চারাইজার। এই ময়েশ্চারাইজারে থাকা দুধ ত্বক কোমল করবে ও অলিভ অয়েল ত্বকের পিএইচের মাত্রা নিয়ন্ত্রণ করবে। লেবুর রস ত্বকের দাগ-ছোপ দূর করতে সাহায্য করবে। তৈলাক্ত ত্বকের জন্য এই ময়েশ্চারাইজার দারুণ উপকারী।

টি ট্রি অয়েল

ত্বকের যত্নে টি ট্রি অয়েলের জুড়ি মেলা ভার। এই তেলে থাকা অ্যান্টি-অক্সিড্যান্ট ত্বকের সজীবতা বজায় রাখে। ব্রণর ঝুঁকি কমায়। ময়েশ্চারাইজার হিসাবেও দারুণ কার্যকর টি ট্রি অয়েল। তবে এই তেল সরাসরি ত্বকে না মেখে টি ট্রি অয়েল দিয়ে কোনও ফেস প্যাক বানিয়ে মাখতে পারেন। বেশি উপকার পাবেন।

স্মৃতিশক্তি উন্নত হয় কোন কোন গন্ধে

চেষ্টা করেও কিছু মনে রাখতে পারছেন না। কিংবা পুরনো কথা মনে থাকলেও সকালে কী দিয়ে ভাত খেয়েছেন, তা মনে করতে পারছেন না। আবার বাজার করতে গিয়ে এটা-ওটা আনতে ভুলে যাওয়া কিংবা দূর সম্পর্কের কোনও আত্মীয়ের সঙ্গে হঠাতরাস্তায় দেখা হলেও চিনতে না পারার মতো সমস্য দেখা যায় অনেকের। স্মৃতিভ্রম যে কতটা বিপজ্জনক হতে পারে, তার উদাহরণ হল ডিমেনশিয়া।

ঠিক কী কারণে এই রোগ হয়, তা বলা মুশকিল। চিকিতা পদ্ধতিও বেশ দীর্ঘ। তবে ইউসিআই সেন্টার ফর দ্য নিউরোবায়োলজি অফ লার্নিং অ্যান্ড মেমোরি'র করা একটি গবেষণা বলছে, বিশেষ কিছু এসেনশিয়াল অয়েলের সাহায্যে স্নায়ুর এই ধরনের জটিলতাকে প্রতিরোধ করা যায়। সাম্প্রতিক গবেষণায় উঠে এসেছে এমন তথ্য। ঘটে যাওয়া কোনও বিষয় মনে রাখতে সমস্যা হচ্ছে এমন মানুষদের নিয়ে ছ'মাস ধরে ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের এক দল গবেষক সমীক্ষা শুরু করেন। তাঁদের শোয়ার ঘরে নিয়মিত কিছু সুগন্ধি তেল রেখে আসা হয়। নির্দিষ্ট সময় পরে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে আশানুরূপ ফল দেখতে পান গবেষকেরা। অংশগ্রহণকারীদের ঘরে গোলাপ, ল্যাভেন্ডার, কমলালেবু, ইউক্যালিপটাস, পাতিলেবু, পিপারমেন্ট এবং রোজমেরির মতো ৬টি আলাদা গন্ধের এসেনশিয়াল অয়েল রাখা হয়। ঘুমোনোর ঘণ্টা দুয়েক সেই ঘ্রাণ নিতে বলা হয়। যার ফলে রাতে সকলেই নিরবচ্ছিন্ন ভাবে ঘুমোতে পেরেছেন বলে জানিয়েছেন অংশগ্রহণকারীরা।

ইউসিআই-এর দেওয়া একটি প্রেস বিবৃতিতে বলা হয়েছে, ''এর আগেও সুগন্ধি নিয়ে গবেষণা করতে গিয়ে দেখা গিয়েছে, দীর্ঘ সময় ধরে প্রায় ৪০ রকম আলাদা আলাদা গন্ধ অনেকেরই স্মৃতিশক্তি উন্নত করতে সাহায্য করেছে। এই গন্ধ-চিকিৎসাই ডিমেনশিয়ার মতো দুরারোগ্য ব্যধিকে ঠেকিয়ে রাখার কাজে আশার আলো দেখাচ্ছে।''

হঠাৎ ওজন কমে যাওয়া কোন রোগের উপসর্গ হতে পারে?

অল্পতেই ক্লান্ত হয়ে পড়ছেন? এ দিকে, যতই সচেতন থাকুন না কেন, ওজন কিছুতেই নিয়ন্ত্রণে থাকছে না। ভালমন্দ না খেয়েও বেড়ে যাচ্ছে ওজন, চুল ঝরছে অকালে, ত্বক হয়ে উঠছে জৌলুসহীন। কর্মব্যস্ত জীবনে ছোটখাটো এই শারীরিক সমস্যাগুলি আমরা প্রায়ই অবহেলা করি। অথচ এই উপসর্গগুলির পিছনে লুকিয়ে থাকতে পারে থাইরয়েডের চোখরাঙানি।

তাই থাইরয়েডের সমস্যা দেখা দিলে বিগড়ে যেতে পারে হরমোনের ভারসাম্য, দেখা দিতে পারে একাধিক রোগ। অনেক সময়ে শুরুতে বোঝা যায় না রোগের উপসর্গ। আর রোগ চিনতে যে দেরিটা হয়ে যায়, তাতেই নষ্ট হয় অনেকটা গুরুত্বপূর্ণ সময়।

১) ক্লান্তি থাইরয়েডের সবচেয়ে বড় লক্ষণ। যদি অল্প কাজেই ক্লান্ত লাগে, তবে সতর্ক হওয়া জরুরি। ২) হঠাৎ কোনও কারণ ছাড়াই অতিরিক্ত রোগা বা মোটা হয়ে যাচ্ছেন কি? তা হলেও কিন্তু সতর্ক হোন। এটি থাইরয়েড হরমোনের মাত্রা ওঠা-নামা করার আর একটি গুরুত্বপূর্ণ সঙ্কেত।

৩) ঘাড়ের উপর কালচে দাগ পড়তে শুরু করেছে? এই লক্ষণ কিন্তু প্রায়ই আমরা অবহেলা করি। কিন্তু থাইরয়েডের মাত্রায় গোলমাল হলেই এই দাগ পড়তে থাকে। ৪) অনিদ্রার সমস্যাও থাইরয়েডের লক্ষণ হতে পারে। রাতের পর রাত ঘুম না হলে এক বার থাইরয়েড পরীক্ষা করানো দরকার। ৫) উদ্বেগ এবং অবসাদ হঠাৎ বাড়তে শুরু করলেও সাবধান হওয়া দরকার। থাইরয়েড হরমোনের মাত্রার ওঠা-নামার সঙ্গে এর সরাসরি যোগ রয়েছে।

৬) মহিলাদের ক্ষেত্রে আর একটি বিষয়ও আছে। ঋতুস্রাব সময় মতো হচ্ছে কি না, খেয়াল রাখা জরুরি। অনিয়মিত ঋতুস্রাবও থাইরয়েডের উপসর্গ হতে পারে। ৭) সবাই আরামে বসে আছেন, অথচ আপনার প্রচণ্ড শীত করছে কিংবা গরমে দরদর করে ঘামছেন। হঠাৎ হঠাৎ এমনটা হলে সতর্ক হতে হবে।

"ওয়েট ট্রেনিং" করার আগে কোন ব্যায়ামগুলি করা জরুরি?

পুজো আসতে বাকি এখনও মাস দু'য়েক। অথচ ওজন কমানোর প্রস্তুতি এখন থেকেই নিতে শুরু করেছেন অনেকে। জিমেও ভর্তি হয়েছেন। জিমে গিয়ে ওজন ঝরানোর অন্যতম উপায় হল "ওয়েট ট্রেনিং"। নিয়ম করে ওজন তুললে রোগা হওয়া যায় তাড়াতাড়ি। কিন্তু প্রথম জিমে গিয়ে ওজন তোলা সহজ নয়। তা ঠিকও নয়। বেকায়দায় অনেক সময় আঘাত লেগে যেতে পারে।

তাই ওয়েট ট্রেনিং শুরু করার আগে কয়েকটি ব্যায়াম করা জরুরি। সেগুলি কী?

বার্ড-ডগ- বার্ড-ডগ আসলে পাখি ও কুকুরের বসার ভঙ্গি মিলিয়ে তৈরি হওয়া একটি ব্যায়াম। ব্যায়ামটি করার জন্য প্রথমে হামাগুড়ি দেওয়ার ভঙ্গি করুন। তার পর একটি পা পিছনের দিকে সোজা করে তুলুন। যদি ডান পা তোলেন, তা হলে তার বিপরীত দিকের হাত সামনের দিকে সোজা ভাবে তুলে রাখুন। হাত ও পা যেন সমান্তরাল রেখায় থাকে। ২০ সেকেন্ড এই ভঙ্গিতে থাকুন। তার পর পা ও হাত বদলান। এতে পিঠ ও কোমরের পেশি শক্তিশালী হয়।

ব্যান্ডেড লাটারাল ওয়াক অনেক সময়ে ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় দুই পা বেঁধে হাঁটার খেলা থাকে। বিশেষ করে হাঁটু ব্যথার ক্ষেত্রে এই ব্যায়াম খুবই উপকারী। এর জন্য লাগবে একটি "রেসিস্ট্যান্স ব্যান্ড"। দুই পায়ের গোড়ালির একটু উপরে ভাল করে রেসিস্ট্যান্স ব্যান্ড বেঁধে নিন। কিন্তু বাঁধার সময়ে খেয়াল রাখুন পা দু'টির মধ্যে যেন দুই কাঁধের সমান দূরত্ব থাকে। এ বার আলতো করে পায়ের ডিমের উপর চাপ দিয়ে স্কোয়াটের মতো তবে আধখানা শরীর ভাঙুন। পাশপাশি, একটি পায়ে ভর দিয়ে অন্য পা ফেলে সরতে থাকুন।

হলো হোল্ড

পিঠের পেশি শক্তিশালী করার জন্য হলো হোল্ড এই শরীরচর্চাটি খুবই উপকারী। মাদুরে পিঠ দিয়ে পা ছড়িয়ে শুয়ে পড়ুন। এ বার আস্তে আস্তে আপনার মাথা, কাঁধ, পা ও হাত দু'টি মেঝের উপর থেকে তুলুন। পিঠ যেন মাটিতেই ঠেকে থাকে। এই ভঙ্গিতে ২০ সেকেন্ড থাকার পর ১০ সেকেন্ড বিশ্রাম নিয়ে আবার করুন।

ঋতুবন্ধের পর হার্ট ব্লক হওয়ার ঝুঁকি বেশি মহিলাদের

বয়ঃসন্ধির পর থেকে বিভিন্ন পর্যায়ে মেয়েদের দেহের অভ্যন্তরে শারীরবৃত্তীয় নানা পরিবর্তন ঘটতে থাকে। ঋতুচক্র শুরু, সন্তানধারণ এবং ঋতুবন্ধ এই তিনটি প্রক্রিয়ার সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে হরমোন। এই হরমোনের ভারসাম্য বিঘ্নিত হলে, তার প্রভাব পড়ে শরীরের উপর। চিকিৎসকদের মতে, একটা বয়সের পর, বিশেষ করে ঋতুবন্ধের পর মহিলাদের হৃদ্রোগের ঝুঁকি বেড়ে যাওয়া অন্যতম কারণই হল এই হরমোন।

মহিলারা ঋতুবন্ধের সময়ে এসে পৌঁছলে শরীরে ''ইস্ট্রজেন'' হরমোনের ক্ষরণ কমতে থাকে। তা রক্তে খারাপ কোলেস্টেরলের পরিমাণ বাড়িয়ে তোলার ক্ষেত্রে কিন্তু অনুঘটকের মতো কাজ করে। এই খারাপ কোলেস্টেরল বা ''এলডিএল'' রক্তবাহিকাগুলির পথ ক্রমশ সরু করে দেয়। ফলে রক্ত চলাচল বাধাপ্রাপ্ত হয়। সেখান থেকেই হার্ট অ্যাটাক বা স্ট্রোকের সম্ভাবনা বাড়তে থাকে। তবে স্বাস্থ্যকর খাওয়াদাওয়ার পাশাপাশি রক্তের এই খারাপ কোলেস্টেরলকে বশে রাখতে কয়েকটি বিষয় মেনে চলা কিন্তু জরুরি। মহিলাদের হৃদ১) বয়স ৪০ হলেই নিয়মিত কোলেস্টেরল পরীক্ষা করাতে হবে। ২) বয়স এবং উচ্চতা অনুযায়ী বিএমআই বা 'বডিমাস ইনডেক্স''-এর মান যেন ২৫-এর মধ্যে থাকে। ৩) প্রতি দিন অন্ততপক্ষে ৩০ মিনিট শরীরচর্চা করতেই হবে। সকাল এবং সন্ধে, দু'বার করতে পারলে আরও ভাল। ৪) বেশি মাত্রায় উদ্ভিজ্জ প্রোটিন খেতে হবে। সঙ্গে বিভিন্ন ধরনের বাদাম এবং বীজ খেতে পারলে ভাল হয়। ৫) কৃত্রিম চিনি দেওয়া নরম ঠান্ডা কোনও পানীয় না খেতে পারলেই ভাল।

রক্তচাপের মাত্রা নির্ণয়ের যন্ত্র কিনেছেন?

কোভিডের পর থেকে নানা অসুখ-বিসুখ নিয়ে সচেতনতা অনেক বেড়েছে। শরীরের অন্দরের কোনও সমস্যা হচ্ছে কি না, তা প্রাথমিক ভাবে নিজেরাই বুঝে নেওয়ার চেষ্টা করেন অনেকে। সে জন্য বাড়িতেই অক্সিমিটার, শর্করার মাত্রা নির্ণয়, এমনকি, রক্তচাপ মাপার ডিজিটাল যন্ত্র কিনে রাখেন অনেকে। চিকিৎসক কিংবা স্বাস্থ্যকর্মীরা যতটা দক্ষতার সঙ্গে এই কাজগুলি করেন, বাড়িত সব সময়ে তা হয় না। কিন্তু নির্ণয় ভুল হলেও আবার মুশকিল। তাই বাড়িতে রক্তচাপ মাপার ক্ষেত্রে কয়েকটি বিষয় মাথায় রাখতে পারলে ভাল হয়। ১) ডিজিটাল যন্ত্র ব্যবহার করে রক্তচাপ মাপার সময়ে এক জায়গায় স্থির হয়ে বসুন। রক্তচাপ মাপার সময়ে অস্থির হয়ে পড়লে কিংবা নড়াচড়া করলে এই যন্ত্র কিন্তু ঠিক মতো কাজ করবে না। ভুল নির্ণয় হতে পারে। সে ক্ষেত্রে পরে সমস্যা হতে পারে। তাই রক্তচাপ মাপার সময়ে শান্ত থাকা জরুরি।

২) এই ধরনের যন্ত্রে সাধারণত দু'ধরনের বেল্ট থাকে। এক ধরনের বেল্ট বা কাফ কব্জিতে বেঁধে রক্তচাপ মাপতে হয়। আর এক ধরনের কাফ থাকে, যেগুলি বাহুতে বাঁধতে হয়। এই বাহুতে বাঁধতে হয় যে কাফ কিংবা বেল্ট, সেগুলি নির্ভুল তথ্য দেয়। সেটিই ব্যবহার করা জরুরি।

৩) রক্তচাপের মাত্রা মাপার সময়ে কথা বলবেন না। কথা বললে উত্তেজনার পারদ চড়ে। তাতে রক্তচাপের মাত্রার ভুল নির্ণয় হতে পারে। রক্তচাপের মাত্রা নির্ণয়ের সময়ে চুপ করে থাকাই শ্রেয়।

৪) রক্তচাপ মাপার অন্তত ৩০ মিনিট আগে মদ্যপান, ধূমপান করা ঠিক নয়। তেল-মশলা খাওয়াও উচিত হবে না। এই ধরনের খাবার, পানীয় খেলে রক্তচাপের মাত্রা হঠাতবেড়ে যেতে পারে। তার মানে এই নয় যে আপনি উচ্চ রক্তচাপের শিকার। রক্তচাপের সঠিক মাত্রা পেতে, তা মাপার আগে এই ধরনের খাবার খাবেন না।

৫) শরীরচর্চা কিংবা ভারী কোনও কাজের পর রক্তচাপ মাপাও ঠিক হবে না। এই সময়ে এমনিতেই রক্তচাপের মাত্রা বেড়ে যায়। তাই এই সময়ে রক্তচাপের মাত্রা নির্ণয় এড়িয়ে চলা ভাল।

মানসিক চাপ বশে রাখবেন কী ভাবে?

ঘরে-বাইরে বাড়তে থাকা কাজের চাপ, উদ্বেগজনিত সমস্যা নতুন নয়। সরকারি-বেসরকারি যে যেমন সংস্থাতেই কাজ করুন না কেন, মানসিক টানাপড়েনের মধ্যে দিয়ে যেতে হয় কম-বেশি সকলকেই। যার প্রভাব পড়ে শারীরিক এবং মানসিক স্বাস্থ্যের উপর। শারীরিক অন্যান্য জটিলতার মতো মানসিক সমস্যা চোখে দেখা যায় না বলে তা নিয়ে খুব একটা মাথা ঘামান না অনেকে।

কিন্তু এই চাপ বাড়তে থাকলে তার প্রভাব পড়ে ব্যক্তিগত জীবনে। বাড়তে থাকে অনিদ্রাজনিত সমস্যা। দীর্ঘ দিন ধরে চলতে থাকা এই সমস্যাগুলির সঙ্গে মোকাবিলা করতে ওষুধ নয়, ভরসা রাখুন দৈনন্দিন জীবনে স্বাভাবিক কিছু অভ্যাসের উপর। প্রতিদিনের রুটিনে কী কী পরিবর্তন আনলে মানসিক চাপ বশে থাকতে পারে মনোবিদেরা বলছেন, মানসিক চাপ, উদ্বেগহীন জীবন চাইলেও বর্তমান কর্মসংস্কৃতিতে তা মেনে চলা প্রায় অসম্ভব। তবু তার মধ্যে মানসিক এবং শারীরিক ভাবে সু থাকতে নিয়মিত ধ্যান বা যোগাসন অভ্যাস করলে উপকার মিলবে। পছন্দের গান বা যন্ত্রসঙ্গীত শোনা, বই পড়াও এ ক্ষেত্রে বেশ কার্যকর। চাপমুক্ত সুন্দর একটি সকাল শুরু করতে গেলে আগের রাতে পর্যাপ্ত ঘুম জরুরি। তাই সুস্থ থাকতে রাতে ৭ থেকে ৮ ঘণ্টা ঘুমোনোর পরামর্শ দিচ্ছেন বিশেষজ্ঞরা। ঘুম থেকে সাধারণত যে সময়ে ওঠেন, তার একটু আগে উঠতে পারলেই নির্ধারিত সময়ের মধ্যে এই সব বিষয়গুলিকে সংযোজন করা সম্ভব হবে। বেলা বাড়তে শুরু করলে নানা দিক থেকে বিভিন্ন রকম চিন্তা এসে ভিড় করতে থাকে। সেই সময়ে কাজে মন বসানোও মুশকিল হয়। তাই এ ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞদের মত, একটানা কাজ না করে মাঝেমাঝে বিরতি নেওয়ার অভ্যাস করলে যে কোনও কাজই ফলপ্রসূ হতে পারে। বেশির ভাগ মানুষই সাধারণত সকালে শরীরচর্চা করেন। তবে নিশ্চিন্তের ঘুম আনতে সামান্য কিছু শরীরচর্চা রাতে ঘুমোনোর আগেও করে নেওয়া যায়। তবে দীর্ঘ দিন ধরে যদি অনিদ্রাজনিত সমস্যা থাকে, সে ক্ষেত্রে চিকিতকের পরামর্শ নেওয়াই ভাল।

শরীরে জলের ঘাটতি হলেই বাসা বাঁধবে হাজারটা রোগ

সারা দিন কাজের চাপে পর্যাপ্ত পরিমাণে জল খেতে ভুলে যান অনেকেই। অনেকে গরমকালে বোতল বোতল জল খাওয়া শুরু করলেও বর্ষা এলেই আবার জল খাওয়া কমিয়ে দেন। জলের মাধ্যমেই বেশির ভাগ শারীরবৃত্তীয় কাজ সম্পন্ন হয়। শরীরে দৈনন্দিন জলের যে চাহিদা, তা পূরণ না হলে হাজারো শারীরিক গোলমাল শুরু হয়ে যায়। জল শুধু শরীরে আর্দতা বজায় রাখে না, পরিপাকতন্ত্র ও শ্বাসতন্ত্রকে সুসংগঠিত রাখতেও জল অপরিহার্য। শরীরে জলের অভাব হলে, শরীর নিজে থেকেই সেই সঙ্কেত দেয় আমাদের। সেই লক্ষণগুলি চিনতে পারলেই বোঝা যাবে যে, শরীরে জলের অভাব মারাত্মক পর্যায়ে পৌঁছেছে।

কী কী উপসর্গ দেখলে বেশি করে জল খাওয়া শুরু করতে হবে?

১) শরীরে জলের অভাব হলে বর্ষার মরসুমেও ত্বক শুষ্ক দেখায়, শুধু তা-ই নয়, ঠোঁট ফাটতে শুরু করে। হঠাৎ করে ত্বক রুক্ষ বোধ করতে শুরু করলে এবং ত্বকে ব্রণ ও চুলকানির সমস্যা দেখা দিলে বুঝতে হবে, শরীরে জলের ঘাটতি হচ্ছে। ২) প্রস্রাবের রং লক্ষ করুন। হলুদ প্রস্রাব হলে বুঝতে হবে, শরীরে জলের অভাব রয়েছে। এ ছাড়াও শরীরে জলের ঘাটতির কারণে প্রস্রাবের পরিমাণ কমে যায় এবং প্রস্রাব করার সময় জ্বালা বোধ হয়। এই সব উপসর্গ দেখলেই সতর্ক হোন।

৩) মুখে হঠাৎ দুর্গন্ধ হচ্ছে? শরীরে জলের ঘাটতি হলে শ্বাসকষ্টের পাশাপাশি মুখে দুর্গন্ধও হতে পারে। জল মুখে পর্যাপ্ত পরিমাণে লালা উতাদনে সাহায্য করে। যা নিঃশ্বাসের দুর্গন্ধের জন্য দায়ী ব্যাক্টেরিয়াগুলি নিয়ন্ত্রণে কাজ করে।

৪) ডিহাইড্রেশন হলেই ঘন ঘন জল তেষ্টা পায়। বার বার জল খেলেও তৃপ্তি আসে না। সে ক্ষেত্রে সাধারণ জলের পরিবর্তে লেবু-জল বা ইলেক্ট্রলযুক্ত জল পান করলে এই সমস্যা থেকে মুক্তি পেতে পারেন।

৫) শরীরে জলের অভাব হলে অনেক সময় রক্তচাপ কমে যেতে পারে। অকারণে মাথাব্যথাও হতে পারে। সারা ক্ষণ আলস্য ও ক্লান্তি অনুভব করতে পারেন।

৬) জলের অভাবে শরীরে রক্তের পরিমাণ কমে যায়, তাই সমস্ত অঙ্গে পর্যাপ্ত রক্ত পৌঁছে দিতে হৃদ্যন্ত্রকে আরও বেশি পরিশ্রম করতে হয়। ফলে হৃদ্যন্ত্রের উপর চাপ পড়ে। হঠাৎ করে হৃদদন্দন এবং শ্বাস-প্রশ্বাসের হার বেড়ে যায়।

পা হাতে ভর দিয়ে ৩০ সেকেন্ডও প্লাঙ্ক ধরে রাখতে পারছেন না

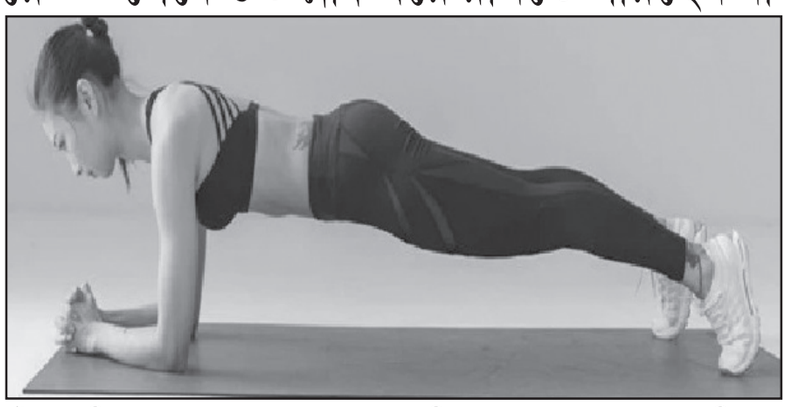

জিমে গিয়ে শরীরচর্চা করেন অথচ প্লাঙ্ক পজিশন জানেন না, এ প্রায় অসম্ভব। পেটের মেদ ঝরিয়ে হাতিকের মতো পেশিবহুল অ্যাব তৈরি করতে গেলে অন্যান্য ব্যায়ামের পাশাপাশি নিয়মিত প্লাঙ্ক অভ্যাস করতে বলেন প্রশিক্ষকেরা। মাটিতে ম্যাট পেতে তার উপর উপুড় হয়ে শুতে হয়। এ বার হাত এবং পায়ের আঙুলের উপর ভর দিয়ে গোটা দেহ তুলে ধরতে হয়।

শুধু খেয়াল রাখতে হয় শরীর যেন মাটির সঙ্গে সমান্তরাল অবস্থায় থাকে। তবে মুশকিল হল, শুরুর দিকে এই প্লাঙ্ক পজিশন করতে গিয়ে বার বার পড়ে যাওয়া। কারণ, পুরো শরীরের ভার শুধু হাত এবং পায়ের আঙুলের উপর রাখা খুব একটা সহজ নয়। দেহের ওজনের ব্যালান্স ধরে রাখার অভ্যাস করতে হয় নিয়মিত। কিন্তু কত ক্ষণ ধরে এই প্লাঙ্ক পজিশন করতে হয়, তা জানেন না অনেকেই। প্লাঙ্ক কী ধরনের ব্যায়াম, তা-ও জেনে রাখা ভাল।

প্ল্যাঙ্ক কী?

প্লাঙ্ক হল আসলে একটি "আইসোমেট্রিক" ব্যায়াম। পেটের পেশি মজবুত করতে এই ব্যায়াম করতে বলা হয়। এ ছাড়াও পিঠ এবং কোমরের পেশির জোর বাড়িয়ে তুলতে এই ব্যায়াম বেশ কার্যকরী।

কত ক্ষণ ধরে করা উচিত এই ব্যায়াম? শরীরচর্চার একেবারে শুরুর দিকে হাতে ভর দিয়ে এই ভঙ্গি ধরে রাখা বেশ কঠিন হয়ে পড়ে। হাত এবং পায়ের আঙুলের উপর গোটা শরীরের ভর গিয়ে পড়লে ব্যালান্স রাখা মুশকিল হয়ে পড়ে। শুরুতে অনেকেরই হাত কাঁপে। ভার রাখতে গিয়ে মাটিতে পড়েও যান অনেকে। প্রশিক্ষকেরা বলেন, শুরুতে ১০ থেকে ৩০ সেকেন্ড পর্যন্ত এই ব্যায়াম করা যেতেই পারে। অভ্যাস হয়ে গেলে তা ৬০ সেকেন্ড অর্থাত এক মিনিট পর্যন্ত ধরে রাখা যায়।

বরাবরের মতোই সংযমী আর পরিশীলিত ভাষায় নিজের আবেগ প্রকাশ করেছিলেন চন্দ্রযান ৩ মিশনের ”সৈনিক” সোমনাথ

উদয়পুর, ২৭ আগস্ট (হি.স.) : চন্দ্রযান ৩ নেমেছে চাঁদের অন্ধকার দিকে গত বুধবার সন্ধ্যা ছয়টা চার মিনিটে। বুধবার সন্ধ্যায় চন্দ্রযান ৩ এর সফল অবতরনের শেষে বেঙ্গালুরুরতে ইসরোর অপারেশন সেন্টারে যেমন দেখা গিয়েছিল যে আনন্দ ঠিক তেমনি আনন্দ উল্লাস দেখা গিয়েছিল ত্রিপুরার মন্দির নগরী উদয়পুর রাজারবাগে অরুনাচল সংঘের পাশে যোগমায়া ভবনেও। কেননা এই উদয়পুর শহরের ছেলে সোমনাথ চক্রবর্তীও ছিলেন সেই ইসরোর মিশন চন্দ্রযান টিমের একজন।

ছেলের এই আনন্দে বাবা - মা মামা- মামি সহ উদয়পুর রমেশ স্কুলের শিক্ষক শিক্ষিকা সহ ছাত্র ছাত্রী, আত্মীয় পরিজন সহ এলাকাবাসীরা খুশি। এক সাক্ষাৎকারে মা বানী ভট্টাচার্য ও বাবা রতন লাল চক্রবর্তী জানালেন, সেদিন মানে যেদিন বিক্রম চাঁদের মাটি ছুঁয়েছিল ঠিক রাত আটটায় বাবা মার কাছে প্রথম ফোন কল আসল। বরাবরের মতোই সংযমী আর পরিশীলিত ভাষায় নিজের আবেগ প্রকাশ করেছিলেন ছেলে সোমনাথ।

গোটা দেশের এই আনন্দ জোয়ারে শুধু নিজের ছেলে নয় ইসরোর পরিবারের এই কৃতিত্বের জন্য খুশিতে ভাসছিলেন রতন চক্রবর্তী ও বানী ভট্টাচার্য। বাবা মা দুজনেই শিক্ষকতার চাকরি করতেন। বর্তমানে দুইজনই অবসরে আছেন। সোমনাথের জন্ম ১৯৮৯ সালে ২০ শে মার্চ এই মন্দির নগরী উদয়পুরে। পড়াশোনা উদয়পুর রমেশ স্কুল থেকে।২০০৭ সালে উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় ৬ষ্ঠ স্থান অধিকার করেছিল ত্রিপুরা মধ্যশিক্ষা পর্ষদের তালিকায়। জয়েন্টের পিসিএম গ্রুপে প্রথম হওয়া মৃদুভাষী মিশুকে ছেলেটি বরাবরই ওর মেধার স্ফুরণ ঘটিয়েছে নানা ভাবে।

আইআইএসটির পরীক্ষায় ভাল ফল করেছিল সোমনাথ। ২০১৮ সালে ১৯শে জুলাই ইসরোতে যোগদান করার আগে গোমতী জেলার উদয়পুর পলিটেকনিক কলেজে কিছু দিন চাকরি করেছেন। মুম্বাই আই আই টিতে স্বল্পদিনের শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা রয়েছে ওর ঝুলিতে। মা জানালেন ছেলের বরাবরের ইচ্ছা ছিল হয় শিক্ষকতা কিংবা গবেষণা করবে সোমনাথ।শেষ পর্যন্ত ছেলে গবেষণাকেই বেছে নিয়েছে। শৈশবে রজত ভট্টাচার্যের কাছে তবলা ও অমিয় দের কাছে আকার তালিম নেওয়া ছেলেটি বরাবরের মতো পছন্দ ছিল অঙ্ক ও বিজ্ঞান। স্ত্রী ডায়নাকে নিয়ে ব্যাঙালুরুতে রয়েছে সোমনাথ। কিন্তু ও যেন রাজারবাগের যোগমায়া ভবনেই রয়েছে।

ঘরের প্রতি পড়তে পড়তে সাজানো ছেলের ফেলা যাওয়া শৈশব কৈশোরের আর ছবির এলবাম সে কথাই বয়ান করছিল। কিংবদন্তি মহাকাশ বিজ্ঞানীদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে দূরে ছেলে আরও যশের অধিকারী হবে, দেশের মুখ উজ্জ্বল করবে বাড়ীতে বসে এই প্রার্থনাই করছেন অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক পিতা রতন লাল চক্রবর্তী ও অবসর প্রাপ্ত শিক্ষিকা মাতা বানী ভট্টাচার্য।

মুম্বইয়ের হোটেলে আগুন লেগে মৃত ৩, আহত ২

মুম্বই, ২৭ আগস্ট (হি.স) : রবিবার দুপুরে মুম্বইয়ের সান্তাক্রুজ এলাকার গ্যালাক্সি হোটেলে আগুন লেগে তিনজনের মৃত্যু হয়েছে এবং ২ জন আহত হয়েছে বলে মুম্বই পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে। গ্যালাক্সি হোটেলের তৃতীয় ও চতুর্থ তলায় আগুন লাগে। ঘটনাস্থলে দমকল বিভাগের কর্মীরা এসে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। তারপর ৫ জনকে ভিএন দেশাই হাসপাতালে নিয়ে গেলে ৩ জনকে চিকিৎসকরা মৃত বলে ঘোষণা করে।

বৃহন্মুম্বই মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন সূত্রে জানা গিয়েছে, মুম্বইয়ের সান্তাক্রুজ এলাকার গ্যালাক্সি হোটেলে দুপুর ১টা ২০ নাগাদ আগুন লাগে। আহতদের ভিএন দেশাই হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। অগ্নিকাণ্ডে নিহত ব্যক্তিরা হলেন রূপল কাঞ্জি (২৫), কিষাণ (২৮) এবং কান্তিলাল গোর্ধন ভারা (৪৮)।

আহতরা হলেন আলফা ভাখারিয়া (১৯) এবং মঞ্জুলা ভাখারিয়া (৪৯)। তাদের চিকিৎসা চলছে, এখন তাদের অবস্থা স্থিতিশীল বলে জানা গিয়েছে।

“আমি কিছু জানতাম না, বাজি কারখানার মালিক আইএসএফ-এর লোক” : রথীন ঘোষ

বারাসত, ২৭ আগস্ট (হি.স) : উত্তর ২৪ পরগনার বেআইনি বাজি কারখানায় বিস্ফোরণের পর থেকেই খাদমন্ত্রী রথীন ঘোষের দিকে আঙুল তুলেছেন এলাকাবাসী। পাশাপাশি পুলিশের বিরুদ্ধেও ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন তাঁরা। বারবার বলেছেন রাজ্যের মন্ত্রী সবটাই জানতেন। তবে সেই দাবিকে উড়িয়ে দিয়ে মন্ত্রী জানিয়েছেন, ‘‘আমি কিছু জানতাম না, বাজি কারখানার মালিক আইএসএফ-এর লোক’’। তিনি বলেন, ‘‘আজ সকালে জানতে পেরেছি এই কাজের সঙ্গে আইএসএফ-এর একটি ছেলে যুক্ত। ওর নাম রমজান। সে এই বাজির কারখানা চালায়। উল্টোদিকে খুদে বলে একটি এলাকার লোক আছে। যার বাড়িতে বিভিন্ন শ্রমিকরা আসেন। ওরা ওই বাড়িতে বসে খাওয়া-দাওয়া করছিল। সেই সময় ব্লাস্ট হয়। এখনও পর্যন্ত সনাক্ত করা যায়নি।’’

রবিবার সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে রথীন বলেন, ’আমি যা শুনলাম, মুর্শিদাবাদে একজন রয়েছে চিনার শেঠ, রমজান আলি ওরফে কালো। উনি আসলে আইএসএফ নেতা। বাড়িতে দলীয় কার্যালয়ও রয়েছে। ওঁর বাড়ির গোডাউনেও এখনও বাজি পাবেন।’ কিন্তু স্থানীয়রা যে সামসুল আলির দিকে আঙুল তুলছেন, তিনিই বেআইনি বাজি কারখানার মালিক এবং তৃণমূলের সক্রিয় কর্মী বলে অভিযোগ করছেন?

প্রশ্নের উত্তরে রথীন বলেন, ’সামসুলের বাড়ি ভাড়া নিয়েছিল রমজান। বাড়ি ভাড়া নিয়ে বাজি কারখানা চালাচ্ছিল। আজ বিস্ফোরণের পর জানতে পারি। কে, কোথায় গোডাউন ভাড়া দিয়েছে, আমার পক্ষে ব্যক্তিগত ভাবে জানা সম্ভব নয়। ইছাপুর, নীলগঞ্জে আমরা জানি, নারাণপুরে বাজি তৈরি হতো। প্রশাসন সেটা বন্ধ করে দিয়েছে। সেখানে কিছু হচ্ছে না নতুন করে। মোচপোলে যাঁরা মারা গিয়েছে, এলাকার তিন জন, বাকিরা মুর্শিদাবাদের। এখানে শ্রমিক হিসেবে কাজ করছিলেন। এবার ওখানে পঞ্চায়েতে জয়ী হয় আইএসএফ। আমাদের বদনাম করার চেষ্টা হচ্ছে।’

তিনি আরও বলেন, “আমার কাছে এমন অভিযোগ এসেছে আর আমি কোনও পদক্ষেপ করিনি এটা হয়নি। এলাকায় পুলিশের ভূমিকা ভাল। যেখানে বাজি কারখানা তৈরি হয় নারায়ণপুর। তা বন্ধ করে দিয়েছে ওরা।”

প্রসঙ্গত, আজ সকাল আটটা নাগাদ বেআইনি বাজি কারখানায় বিস্ফোরণে কেঁপে ওঠে নীলগঞ্জের মোচপোল এলাকা। এখনও পর্যন্ত কমপক্ষে সাত জনের মৃত্যুর খবর সামনে আসছে।

তিরুবনন্তপুরমের ভদ্রকালী মন্দিরে পুজো দিলেন এস সোমনাথ, জানালেন ল্যান্ডার ও রোভার খুব ভালো আছে

তিরুবনন্তপুরম, ২৭ আগস্ট (হি.স.): তিরুবনন্তপুরমের পূর্ণামিকাভু, ভদ্রকালী মন্দিরে পুজো দিলেন ভারতীয় মহাকাশ গবেষণা সংস্থা (ইসরো)-র প্রধান এস সোমনাথ। রবিবার সকালে অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে ভদ্রকালী মন্দিরে পুজো দিয়েছেন ইসরোর প্রধান এস সোমনাথ। পুজো দেওয়ার পর সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি বলেছেন, ’চন্দ্রযান-৩-এর সবকিছু খুব ভাল কাজ করছে। ল্যান্ডার, রোভার খুবই ভালো আছে, পাঁচটি যন্ত্রই চালু করা হয়েছে।’

মন্দিরে পুজো দেওয়া প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন, ’আমি একজন অভিযাত্রী। আমি চাঁদ অন্বেষণ করি। তাই বিজ্ঞান এবং আধ্যাত্মিকতা উভয়ই অন্বেষণ করা আমার জীবনের যাত্রার একটি অংশ।

তাই আমি অনেক মন্দির পরিদর্শন করি এবং অনেক ধর্মগ্রন্থ পড়ি। এই মহাবিশ্বে আমাদের অস্তিত্ব এবং আমাদের যাত্রার অর্থ খুঁজে বের করার চেষ্টা করি।’ এস সোমনাথ আরও বলেছেন, ’আমরা আশা করছি, ৩ সেপ্টেম্বরের আগে আরও ১০ দিন বাকি আছে, আমরা বিভিন্ন মোডের সম্পূর্ণ সক্ষমতার সঙ্গে সমস্ত পরীক্ষাগুলি সম্পূর্ণ করতে সক্ষম হব। বিভিন্ন মোড আছে যার জন্য এটি পরীক্ষা করতে হবে।’ চন্দ্রযান-৩-এর অবতরণস্থলের নাম রেখেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, নাম রাখা হয়েছে ”শিবশক্তি”। এ প্রসঙ্গে এস সোমনাথ বলেছেন, ’প্রধানমন্ত্রী শিবশক্তির অর্থ এমনভাবে বর্ণনা করেছেন, যা আমাদের সবার জন্য উপযুক্ত।’

হাফলঙে পুলিশি অভিযানে উদ্ধার ৪০ গ্রাম হেরোইন, গ্রেফতার যুবক

হাফলং (অসম), ২৭ আগস্ট (হি.স.) : ডিমা হাসাও জেলা সদর হাফলং থানার অন্তর্গত রেটজলে এক অভিযান চালিয়ে ৪০ গ্রাম হেরোইন সহ এক যুবককে গ্রেফতার করতে সক্ষম হয়েছে পুলিশ। হাফলং থানার ওসি রঞ্জিতকুমার শইকিয়া, টিএসআই লক্ষ্মীন্দর শইকিয়া ও ক্রাইম ব্রাঞ্চের এসআই বাহারুল ইসলাম বড়ভুইয়াঁ এক অভিযান চালিয়ে রেটজল থেকে ড্রাগস সহ উজিত নার্জারি (২১) নামের যুবককে গ্রেফতার করে। পুলিশ জানিয়েছে, ধৃত যুবক হাফলং শহরের অদূরে তপডিসা গ্রামের বাসিন্দা। পুলিশ উজিত নার্জারির হেফাজত থেকে ৮৭টি প্লাস্টিকের ছোট কন্টেইনার থেকে ৪০ গ্রাম হেরোইন উদ্ধার করেছে। ওই যুবক করিমগঞ্জ জেলার বদরপুর থেকে ড্রাগসগুলি হাফলং নিয়ে আসছিল। ধৃত যুবকটি হাফলং পুলিশের হেফাজতে রয়েছে।

সমগ্র রাজ্য জুড়ে ড্রাগসের বিরুদ্ধে পুলিশ কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করে প্রায় প্রতিদিনই অভিযান চালিয়ে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে কোটি কোটি টাকার ড্রাগস উদ্ধার করার পাশাপাশি বহু পাচারকারীকে গ্রেফতার করেছে। নতুন নতুন কৌশল অবলম্বন করে ড্রাগসের রমরমা কারবার অব্যাহত রেখেছে তারা। অসমের অন্যতম পাহাড়ি জেলাও এখন ড্রাগসের স্বর্গরাজ্যে পরিণত হয়েছে।

যুবপ্রজন্ম এখন ড্রাগসের প্রতি বেশি আসক্ত হয়ে পড়েছে। ডিমা হাসাও পুলিশ ড্রাগসের এই মারণ নেশা থেকে যুব প্রজন্মকে দূরে রাখতে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণন করেছে। এমন-কি পাহাড়ি জেলার বিভিন্ন বিদ্যালয়ে ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে সচেতনতা সভা ও ড্রাগস কীভাবে যুব সমাজকে ধ্বংসের পথে নিয়ে যাচ্ছে এ নিয়ে বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন পথনাটিকা করে সচতেনতা বৃদ্ধির চেষ্টা করছে। তার পরও পাহাড়ি জেলায় ড্রাগসের সরবরাহ বন্ধ করা সম্ভব হচ্ছে না।

আমেরিকা পাঠানোর নামে যুবকের কাছ থেকে ১২ লক্ষ টাকা প্রতারণার অভিযোগ

ফতেহাবাদ, ২৭ আগস্ট (হি.স) : কাজের জন্য আমেরিকা যেতে গিয়ে ১২ লক্ষ টাকা খোয়াতে হল এক যুবককে। হরিয়ানার ফতেহাবাদ শহরে কাজের নামে ভিসা করাতে গিয়ে ১২ লক্ষ টাকা প্রতারণার অভিযোগ উঠেছে। পুলিশ অভিযুক্ত ৩ ব্যক্তির বিরুদ্ধে একটি মামলা রুজু করেছে।

পুলিশের কাছে অভিযোগকারী যুবক রিংকু জানিয়েছে, কাজের সূত্রে তিনি বিদেশে গিয়েছিলেন। রিংকুর বাড়ি আহলিসাদর গ্রামে। হিজরাওয়ান খুর্দ নামে এক ব্যক্তি তাঁকে হারমিত সিংয়ের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেয়। হরমিত এবং জগজিৎ তাকে রাশিয়ায় যাওয়ার কথা বলে। আর কোথা থেকে মার্কিন ভিসা পাওয়া যাবে সেকথাও জানায়। রিংকুকে জানানো হয় মার্কিন ভিসা পেতে হলে তাঁকে ২৫ লক্ষ টাকা দিতে হবে। ১২ লক্ষ টাকা তাঁকে অগ্রিম দিতে হবে এবং রাশিয়ায় পৌঁছোনোর পর তাঁকে আরও ১৩ লক্ষ টাকা দিতে হবে এমনই চুক্তি হয় তাদের মধ্যে। তার আগে আমেরিকায় যাওয়ার পাসপোর্ট করানোর জন্য আরও ১ লক্ষ টাকা নেয় অভিযুক্তরা।

২০২১ সালের জুন মাসে রিংকু ৩ লক্ষ টাকাও দিয়েছিলেন। রিংকু আমেরিকায় যাওয়ার কথা বললে অভিযুক্তরা জানায়, গায়ানায় সরাসরি ফ্লাইট নেই এবং তাকে প্রথমে কেনিয়া এবং সেখান থেকে গায়ানায় পাঠাতে হবে। নানাভাবে অভিযুক্তরা তাঁকে এড়িয়ে যেতে থাকে।

তিনি ২০২২ সালের মার্চ মাসে ভারতে ফিরে আসেন এবং তার পরে অভিযুক্তরা তাকে উত্যক্ত করতে থাকে। রিংকু অভিযুক্তদের থেকে টাকা ফেরতা চাইলে তাকে আবার এপ্রিল মাসে দুবাই পাঠানো হয়।

কিন্তু তাকে আমেরিকায় পাঠানো হয়নি বলে তিনি ফিরে এসে অভিযুক্তদের তাঁর টাকা ফেরত দিতে বলেন। এরপর তাঁকে মারধর করে অভিযুক্তরা। এই বিষয়ে তিনি থানায় অভিযোগ দায়ের করেন। তিনজনের বিরুদ্ধেই প্রতারণার অভিযোগে মামলা রুজু করা হয়েছে। তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

হোজাইয়ে উদ্ধার ১২ বছর বয়সি নাবালিকার মৃতদেহ, কাকার বিরুদ্ধে খুনের অভিযোগ

হোজাই (অসম), ২৭ আগস্ট (হি.স.) : হোজাই সদর শহর সংলগ্ন পশ্চিম আমতলায় নিজেদের বাসগৃহে ১২ বছর বয়সি নাবালিকার মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে। শনিবার রাতে সংঘটিত ঘটনায় গোটা এলাকায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। তাঁদের মেয়েকে খুন করা হয়েছে বলে অভিযোগ করছেন নাবালিকার বাবা-মা।

আজ রবিবার প্রাপ্ত খবরে জানা গেছে, গতকাল বিকেলে বাড়ি থেকে বাজারের উদ্দেশ্যে গিয়েছিলেন মেয়েটির বাবা ও মা। রাতে তাঁরা ঘরে এসে মেয়ের নিথর দেহ দেখে হতবাক হয়ে যান। শুরু করেন চিৎকার-চেঁচামেচি। তাঁদের অভিযোগ মেয়েটির কাকা জওহর চৌহানের বিরুদ্ধে। জওহর মেয়েকে খুন করেছে বলে গুরুতর অভিযোগ তুলেছেন তারা। তাঁদের যুক্তি, দুদিন আগে নাবালিকা মেয়েকে ধর্ষণ করেছিল তার কাকা জওহর চৌহান। তারা থানায় অভিযোগ জানাবেন বলে হুমকি দেওয়ায় জওহর মেয়েটিকে খুন করেছে, অভিযোগ করছেন মা ও বাবা।

এদিকে ঘটনার খবর পেয়ে রাতেই ওই বাড়িতে তদন্তের জন্য যান পুলিশের পদস্থ আধিকারিকরা। সিআইডি-র অতিরিক্ত পুলিশ সুপার পল্লব তামুলির নেতৃত্বে ঘটনার তদন্ত চলছে। তবে অভিযুক্ত কাকা জওহর চৌহান এবং তার পরিবার পালিয়ে গা ঢাকা দিয়েছে।

আমাদের সংস্কৃতিতে শিক্ষা হল জীবনের সার্থক অর্থ খোঁজার মাধ্যম : জে পি নাড্ডা

হরিদ্বার, ২৭ আগস্ট (হি.স.): ’আমাদের সংস্কৃতিতে শিক্ষা হল জীবনের সার্থক অর্থ খোঁজার মাধ্যম।’ এই মন্তব্য করলেন বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জগৎ প্রকাশ নাড্ডা। তিনি বলেছেন, ’শিক্ষাক্ষেত্রে আমরা যদি পাশ্চাত্য সংস্কৃতির কথা বলি, তাহলে সেখানে শিক্ষা জীবনকে সমর্পণের মাধ্যম। অন্যদিকে, আমরা যদি নিজেদের সংস্কৃতির কথা বলি, তাহলে আমরা বুঝতে পারি যে এটি ”সংস্কৃতি শালা” থেকে শুরু হয়েছে। এখানে শিক্ষা হল জীবনের সার্থক অর্থ খোঁজার মাধ্যম।’ রবিবার উত্তরাখণ্ডের হরিদ্বারে দেব সংস্কৃতি বিশ্ববিদ্যালয়ে ”বসুধৈব কুটুম্বকম” বক্তৃতা সিরিজে ভাষণ দেন নাড্ডা। চন্দ্রযান-৩ মিশনের সাফল্য প্রসঙ্গে বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি নাড্ডা বলেছেন, ’দেশ এখন গর্বিত বোধ করে, আমাদের বিজ্ঞানীরা চাঁদের দক্ষিণ মেরুতে চন্দ্রযান অবতরণ করিয়েছেন।

মুম্বইয়ের হোটেলে আগুন লেগে মৃত ৩, আহত ২

মুম্বই, ২৭ আগস্ট (হি.স) : রবিবার দুপুরে মুম্বইয়ের সান্তাক্রুজ এলাকার গ্যালাক্সি হোটেলে আগুন লেগে তিনজনের মৃত্যু হয়েছে এবং ২ জন আহত হয়েছে বলে মুম্বই পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে। গ্যালাক্সি হোটেলের তৃতীয় ও চতুর্থ তলায় আগুন লাগে। ঘটনাস্থলে দমকল বিভাগের কর্মীরা এসে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। তারপর ৫ জনকে ভিএন দেশাই হাসপাতালে নিয়ে গেলে ৩ জনকে চিকিৎসকরা মৃত বলে ঘোষণা করে।

বৃহন্মুম্বই মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন সূত্রে জানা গিয়েছে, মুম্বইয়ের সান্তাক্রুজ এলাকার গ্যালাক্সি হোটেলে দুপুর ১টা ২০ নাগাদ আগুন লাগে। আহতদের ভিএন দেশাই হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। অগ্নিকাণ্ডে নিহত ব্যক্তিরা হলেন রূপল কাঞ্জি (২৫), কিষাণ (২৮) এবং কান্তিলাল গোর্ধন ভারা (৪৮)।

আহতরা হলেন আলফা ভাখারিয়া (১৯) এবং মঞ্জুলা ভাখারিয়া (৪৯)। তাদের চিকিৎসা চলছে, এখন তাদের অবস্থা স্থিতিশীল বলে জানা গিয়েছে।

মাজুলিতে বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ড, ভস্ম পাঁচটি বাড়ি, হতাহতের খবর নেহ

মাজুলি (অসম), ২৭ আগস্ট (হি.স.) : মাজুলিতে বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডে ভস্ম হয়ে গেছে পাঁচটি বসতবাড়ি। তবে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় কোনও হতাহতের খবর পাওয়া যায়নি।

ঘটনা আজ রবিবার বেলা প্রায় ১১টা নাগাদ মাজুলির পুরনি চাপরি গ্রামে সংঘটিত হয়েছে। আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে গেছে চারটি পরিবারের পাঁচটি বসতবাড়ি। ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে লক্ষাধিক টাকার সম্পত্তির। স্থানীয়রা বালতি দিয়ে জল ও বালি দিয়ে আগুন নেভানোর বহু চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু আগুনের কবল থেকে তারা রক্ষা করতে পারেননি ওই পাঁচটি বাড়িকে।

আগুনেৰ খবর পেয়ে প্রায় এক ঘণ্টা পর দুটি ইঞ্জিন নিয়ে ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা আসেন। তাঁদের প্রচেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। ফলে আগুনের করাল গ্রাস থেকে রক্ষা পেয়েছে ঘন বসতি সম্পন্ন গোটা গ্রাম। দমকলের জনৈক আধিকারিক জানিয়েছেন, শর্ট সার্কিট থেকে ঘটনার সূত্রপাত বলে ধারণা করা হচ্ছে।

নগাঁওয়ের টুকটুকিতে উদ্ধার বহু মাদক কফসিরাপ, গ্রেফতার দুই

নগাঁও (অসম), ২৭ আগস্ট (হি.স.) : নগাঁও জেলার অন্তর্গত ধিং বিধানসভা এলাকায় মাদক দ্রব্যের বিরুদ্ধে পুলিশি অভিযান অবিরাম চলছে। এরই অঙ্গ হিসেবে নেশার কফসিরাপ সহ কুখ্যাত দুই ড্রাগস কারবারিকে বমাল পাকড়াও করেছে পুলিশ। ধৃত দুই মাদক কারবারিকে যথাক্রমে শাহজাহান আলি এবং কারিজুল ইসলাম বলে পুলিশ শনাক্ত করেছে।

ধিং থানা সূত্রে জানা গেছে, নির্ভরযোগ্য তথ্যের ভিত্তিতে শনিবার মধ্যরাতে টুকটুকির আহোমগাঁও এলাকায় অভিযান চালিয়েছিল পুলিশ। ওই অভিযানে শাহজাহান আলি ও কারিজুল ইসলামের হেফাজত থেকে বিপুল পরিমাণের মাদক কফসিরাপ বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। এই দুই কুখ্যাত ড্রাগস কারবারি বহুদিন ধরে গোটা জেলায় মাদকদ্রব্য পাচারের সঙ্গে জড়িত বলে পুলিশের সূত্রটি জানিয়েছে।

হোজাইয়ে উদ্ধার ১২ বছর বয়সি নাবালিকার মৃতদেহ

হোজাই (অসম), ২৭ আগস্ট (হি.স.) : হোজাই সদর শহর সংলগ্ন পশ্চিম আমতলায় নিজেদের বাসগৃহে ১২ বছর বয়সি নাবালিকার মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে। শনিবার রাতে সংঘটিত ঘটনায় গোটা এলাকায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। তাঁদের মেয়েকে খুন করা হয়েছে বলে অভিযোগ করছেন নাবালিকার বাবা-মা।

আজ রবিবার প্রাপ্ত খবরে জানা গেছে, গতকাল বিকেলে বাড়ি থেকে বাজারের উদ্দেশ্যে গিয়েছিলেন মেয়েটির বাবা ও মা। রাতে তাঁরা ঘরে এসে মেয়ের নিথর দেহ দেখে হতবাক হয়ে যান। শুরু করেন চিৎকার-চেঁচামেচি। তাঁদের অভিযোগ মেয়েটির কাকা জওহর চৌহানের বিরুদ্ধে। জওহর মেয়েকে খুন করেছে বলে গুরুতর অভিযোগ তুলেছেন তারা। তাঁদের যুক্তি, দুদিন আগে নাবালিকা মেয়েকে ধর্ষণ করেছিল তার কাকা জওহর চৌহান। তারা থানায় অভিযোগ জানাবেন বলে হুমকি দেওয়ায় জওহর মেয়েটিকে খুন করেছে, অভিযোগ করছেন মা ও বাবা।

এদিকে ঘটনার খবর পেয়ে রাতেই ওই বাড়িতে তদন্তের জন্য যান পুলিশের পদস্থ আধিকারিকরা। সিআইডি-র অতিরিক্ত পুলিশ সুপার পল্লব তামুলির নেতৃত্বে ঘটনার তদন্ত চলছে। তবে অভিযুক্ত কাকা জওহর চৌহান এবং তার পরিবার পালিয়ে গা ঢাকা দিয়েছে।

অমিত শাহ-র আজ গুজরাট সফর, সোমবার ওয়েস্টার্ন জোনাল কাউন্সিলের বৈঠক

আহমেদাবাদ, ২৭ আগস্ট (হি.স) : কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র ও সহযোগিতা মন্ত্রী অমিত শাহ রবিবার গুজরাটে আসছেন। সোমবার তিনি গান্ধীনগরে আয়োজিত ওয়েস্টার্ন জোনাল কাউন্সিলের সভায় সভাপতিত্ব করবেন।

এই বৈঠকে গুজরাট, মহারাষ্ট্র এবং গোয়ার মুখ্যমন্ত্রী, দমন ও দিউ-এর কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল ও দাদরা ও নগর হাভেলির প্রশাসকরাও উপস্থিত থাকবেন। এই সফরে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ তাঁর নির্বাচনী এলাকার কাজকর্ম পর্যালোচনা করার জন্য একটি বৈঠকে যোগ দেবেন। এবারের বৈঠকে গুজরাটের ভালসাদ জেলার মেঘওয়াল, নগর, রাইমাল এবং মধুবন সহ ৪টি গ্রামকে, কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল দমন ও দিউ এবং দাদরা ও নগর হাভেলিতে অন্তর্ভুক্ত করার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।

এই নিয়ে চূড়ান্ত আলোচনা হবে বলে জানা গিয়েছে। এছাড়াও, জল সমস্যা, মাদকের অনুপ্রবেশ এবং রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের মধ্যে সীমান্ত এলাকায় সড়ক পরিবহন এবং চেকপোস্টের মতো বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে এই বৈঠকে।

গুজরাট সরকার আয়োজিত এই বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী ভূপেন্দ্র প্যাটেল, মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী একনাথ শিন্ডে বা উপ-মুখ্যমন্ত্রী দেবেন্দ্র ফড়নবিস, গোয়ার মুখ্যমন্ত্রী প্রমোদ সাওয়ান্ত এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের প্রশাসক প্রফুল প্যাটেল উপস্থিত থাকবেন।

উত্তরপূর্বের ছয় শিক্ষাবিদকে মর্যাদাপূর্ণ ‘জাতীয় শিক্ষক পুরস্কার ২০২৩’

গুয়াহাটি, ২৭ আগস্ট (হি.স.) : উত্তর-পূর্বাঞ্চলের ছয় নিবেদিতপ্রাণ শিক্ষাবিদকে মর্যাদাপূর্ণ ‘জাতীয় শিক্ষক পুরস্কার ২০২৩’-এ সম্মানিত করতে মনোনীত করা হয়েছে। মর্যাদাপূর্ণ এই পুরস্কারের জন্য মোট ৫০টি সরকারি স্কুলের শিক্ষকের মধ্যে এই ছয়জনকে শিক্ষাক্ষেত্রে তাঁদের অপরিসীম অবদানের জন্য চয়ন করা হয়েছে।

বিশিষ্ট পুরস্কার-প্রাপকরা আগামী ৫ সেপ্টেম্বর নয়াদিল্লির বিজ্ঞান ভবনে নির্ধারিত এক বিশেষ অনুষ্ঠানে তাঁদের প্রাপ্য স্বীকৃতি পাবেন। রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু ব্যক্তিগতভাবে তাঁদের হাতে তুলে দেবেন মর্যাদাপূর্ণ ‘জাতীয় শিক্ষক পুরস্কার ২০২৩’। এই সকল শিক্ষাবিদ তাঁদের ছাত্রদের জীবনে যে রূপান্তরমূলক প্রভাব ফেলেছেন তার স্বীকৃতি দেবেন রাষ্ট্রপতি। ওই সকল শিক্ষাবিদদের শুধুমাত্র উৎসর্গের জন্য নয়, তাঁদের উদ্ভাবনী শিক্ষা পদ্ধতির জন্যও মনোনীত করা হয়েছে যা অসংখ্য ছাত্রছাত্রীর শেখার অনুপ্রেরণা ও অভিজ্ঞতা বাড়িয়েছে।

সম্মান-প্রাপক প্রত্যেককে যোগ্যতার শংসাপত্র, ৫০ হাজার টাকার নগদ পুরস্কার এবং একটি মর্যাদাপূর্ণ রৌপ্য পদক দেওয়া হবে।

উত্তর-পূর্বাঞ্চলের যে ছয়জন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ‘জাতীয় শিক্ষক পুরস্কার ২০২৩’-এর জন্য নির্বাচিত হয়েছেন তাঁরা যথাক্রমে : ১) অসম বজালির মুগুরিয়ার পাঠশালার সিনিয়র সেকেন্ডারি স্কুলের কুমুদ কলিতা; ২) অরুণাচল প্রদেশের তিরাপ জেলার রামকৃষ্ণ মিশন স্কুলের নিতাইচন্দ্র দে; ৩) মণিপুরের বিষ্ণুপুর জেলার চিংমেই উচ্চ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক নিংথৌজাম বিনয় সিং; ৪) মিজোরামের কলাশিবের ডায়াককাউন হাইস্কুলের লালথিয়াংলিমা; ৫) মেঘালয়ের রি-ভই জেলার আলফা ইংলিশ হায়ার সেকেন্ডারি স্কুলের মাধব সিং এবং ৬) সিকিমের সোরেং সরকারি সিনিয়র সেকেন্ডারি স্কুলের অধ্যক্ষ ড় পূর্ণ বাহাদুর ছেত্রী।

দত্তপুকুরে বিস্ফোরণে মমতাকে বিঁধলেন শুভেন্দু, বললেন তিনি চোরদের রক্ষা করতেই ব্যস্ত

কলকাতা, ২৭ আগস্ট (হি.স.): উত্তর ২৪ পরগনার দত্তপুকুরে বেআইনি বাজি কারখানায় বিস্ফোরণে প্রাণহানির ঘটনায় রাজ্য সরকার তথা মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের তীব্র সমালোচনা করলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। মমতাকে আক্রমণ করে শুভেন্দু বলেছেন, তিনি শুধু চোরদের রক্ষা করতেই ব্যস্ত রয়েছেন।

দত্তপুকুরে বিস্ফোরণের ঘটনায় বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী আরও বলেছেন, ’শুধুমাত্র এই কারখানা নয়, গোটা রাজ্যেই এমন পরিবেশ। মুখ্যমন্ত্রী (মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়) বলেছিলেন, এই ধরনের অবৈধ কারখানাগুলি বন্ধ করা হবে, কিন্তু তিনি চোরদের রক্ষা করতেই ব্যস্ত ... তাঁর কাজ হল রাজ্যের ইমামদের সঙ্গে সভা করা এবং সাম্প্রদায়িক কার্ড খেলা।’

উল্লেখ্য, রবিবার দত্তপুকুরের একটি বেআইনি বাজি কারখানায় বিস্ফোরণ হয়, সেই বিস্ফোরণে কমপক্ষে ৭ জনের মৃত্যু হয়েছে বলে জানা গিয়েছে।

মরিগাঁওয়ে প্রাক্তন গৃহরক্ষী জওয়ান সহ ধৃত দুই সাইবার অপরাধী

মরিগাঁও (অসম), ২৭ আগস্ট (হি.স.) : মরিগাঁও পুলিশের সাইবার অপরাধীদের বিরুদ্ধে অভিযান অব্যাহত আছে। গতকাল শনিবার রাতে পুলিশ অভিযান চালিয়ে জনৈক প্রাক্তন গৃহরক্ষী জওয়ান (হোমগার্ড) সহ দুই সাইবার অপরাধীকে ধরেছে।

মরিগাঁওয়ের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার সমীরণ বৈশ্য অভিযান চালিয়ে বরসলার পটুয়াকাটা থেকে আটক করেছেন নওশাদ আলি এবং উমর ফারুক নামের দুই সাইবার অপরাধীকে। নউশাদ আলি আগে গৃহরক্ষী জওয়ান হিসেবে কর্মরত ছিল।

অতিরিক্ত পুলিশ সুপার সমীরণ বৈশ্য জানান, এই দুই সাইবার অপরাধী গত কয়েকদিনে পৃথক পৃথক ব্যক্তির নামে ১৪ লক্ষ টাকার ঋণ নিয়েছিল।

শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্সকে "মাদার টেরেসা ইন্টারন্যাশনাল অ্যাওয়ার্ড" প্রদান

নিজস্ব প্রতিনিধি, দুবাই, ২৭ আগস্ট।। সামাজিক দায়বদ্ধতা সুন্দরভাবে পালনের জন্য শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্সকে "মাদার টেরেসা ইন্টারন্যাশনাল অ্যাওয়ার্ড" প্রদান করা হলো।

২৬ আগস্ট ২০২৩ মাদার টেরেসার ১১৩তম জন্মদিনে দুবাইয়ের কনরাড হোটেলে আয়োজিত একটি বিশেষ অনুষ্ঠানে সামাজিক দায়বদ্ধতার জন্য শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্সকে এই অ্যাওয়ার্ড দেওয়া হয়।

"মাদার টেরেসা ইন্টারন্যাশনাল অ্যাওয়ার্ডস কমিটি"র তরফে এই পুরস্কারটি শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্সের কর্ণধার রূপক সাহার হাতে তুলে দেওয়া হয়। শারজাহ'র অধিপতি শেখ আহমেদ বিন ফয়সাল কাসিমী, কনস্যুলেট জেনারেল অফ ইন্ডিয়া সৌদি আরব জুমা মাদানী, শ্রী বিজেন্দ্র সিংহ- কনস্যুলেট জেনারেল অফ ইন্ডিয়া ইউ.এ.ই, টি. আয়ারল্যান্ড, চেয়ারম্যান, মাদার টেরেসা ইন্টারন্যাশনাল অ্যাওয়ার্ড কমিটি এবং প্রখ্যাত ফরাসি অভিনেত্রী ব্ল্যাঞ্চ রাভ্যালাক বিশেষ অথিতি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন।এই ঐতিহ্যশালী জুয়েলারি সংস্থার সমাজের প্রতি দায়বদ্ধতা ও অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপই এই বিশেষ সম্মান দেওয়া হয়।

অনুষ্ঠানের মঞ্চ থেকে এই ঐতিহ্যশালী জুয়েলারি সংস্থার সঙ্গে সকলের পরিচয় করিয়ে দেওয়া হয় এইভাবে, "সমাজের যে কোন প্রয়োজনে যখনই সাহায্যের জন্য ডাক পড়েছে তখনই সেই ডাকে সাড়া দিয়ে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছে এই বহু পুরনো সংস্থাটি।" এই সংস্থার বেশ কয়েকটি উল্লেখযোগ্য সামাজিক উদ্যোগ এখানে উল্লেখ করা হলো যার জন্য এই বিশেষ সম্মান ও পুরস্কার তাদের প্রাপ্য:

স্বর্ণগ্রাম-
মডেল গ্রাম প্রকল্প
উত্তর-পূর্ব ভারতের ত্রিপুরার প্রত্যন্ত অঞ্চলে আদিবাসীদের জীবন ও জীবিকার মান উন্নতির জন্য একটি প্রয়াস।

দুর্গা এবং বন্ধুরা-
গৃহহীন ও অসহায় শিশু কন্যার জীবনে ফের আশা ও সুখ শান্তি ফিরিয়ে আনার একটি অনন্য উদ্যোগ। একইসঙ্গে ভালোবাসা ও যত্নের এ যেন এক উদযাপন।

শ্রীচরণেষু মা-
সকল মাকে শ্রদ্ধাঞ্জলি
ঐতিহ্য মেনে সকল শ্রদ্ধেয়া মায়ের চরণ স্পর্শ করা ও সেইসঙ্গে তাদের স্বাস্থ্য ও সুখের দায়িত্ব নেওয়া।

হৃষিকেশ সাহা স্মৃতি দাতব্য চিকিৎসালয় -
যাদের আর্থিক সঙ্গতি ও সামর্থ্য নেই তাদের জন্য যথাযথ স্বাস্থ্য পরিষেবা দেওয়া ও ওষুধ সরবরাহ করার এক উদ্যোগ।

'পৃথিবীর ভবিষ্যৎ আমাদের হাতে ' বন নিধনের বিপদ সম্পর্কে সচেতন করতে ও একইসঙ্গে গ্লোবাল ওয়ার্মিং ও তার সঙ্গে সম্পর্কিত বিপদের পাশাপাশি প্রাকৃতিক বিপর্যয় নিয়ে সচেতনতা বাড়ানোর প্রয়াস।

পৃথিবী বিখ্যাত চিত্রকর মিস্টার সাচ জাফরি- ইংল্যান্ড, মিস্টার ইমরান জাকি, কলকাতা ও জনপ্রিয় গায়িকা ঊষা উথুপও এই অনুষ্ঠানে পুরস্কার প্রাপক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন।

শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্স - এর কর্ণধার রূপক সাহা বলেন, "সামাজিক দায়বদ্ধতার জন্য মাদার টেরেসা ইন্টারন্যাশনাল অ্যাওয়ার্ড" পাওয়া সত্যিই বড় সম্মানের ব্যাপার। আরেকটি বিষয় হল, আমাদের সিএসআর উদ্যোগের জন্য দেওয়া বিশেষ পুরস্কারটি " মাদার "- এর নামে হওয়ায় , যিনি কিনা সকল ভালবাসা এবং যত্নের "মা"জ্জ তার জন্য "মাদার টেরেসা ইন্টারন্যাশনাল অ্যাওয়ার্ড কমিটি"কে ধন্যবাদ জানাই।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ (টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ (পি বি এক্স), **আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

দত্তপুকুরে বিস্ফোরণে তৃণমূল যোগের উড়িয়ে আইনি ব্যবস্থার হুঁশিয়ারি সাংসদ কাকলির

বারাসত, ২৭ আগস্ট (হি.স) : উত্তর ২৪ পরগনার দত্তপুকুরে বাজি কারখানায় বিস্ফোরণে প্রাণ হারিয়েছেন সাতজন। বিরোধীরা এই বাজি কারখানার সঙ্গে তৃণমূলযোগের অভিযোগও এনেছে। এই সব অভিযোগ ভিত্তিহীন বলে দাবি করলেন বারাসতের সাংসদ কাকলি ঘোষ দস্তিদার। বিস্ফোরণে আহতদের দেখতে রবিবার দুপুরে বারাসত হাসপাতালে আসেন তিনি। সেখানেই সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে এ কথা জানিয়েছেন তিনি। পাশাপাশি যাঁরা মিথ্যা রটাচ্ছেন তাঁদের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নেওয়ার হুঁশিয়ারিও দিয়েছেন তিনি।

বারাসত হাসপাতালে আহতদের সঙ্গে দেখা করার পর কাকলি বলেছেন, "পুলিশ নজরদারি রেখেছে। প্রশাসনের নিষ্ক্রিয়তা নিয়ে যারা অপবাদ ছড়াচ্ছেন, মিথ্যা বলছেন তাঁদের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে।" অবৈধ বাজির কারবার রুখতে রাজ্য সরকারের বাজি ক্লাস্টার গড়ার কথাও রবিবার স্মরণ করিয়েছেন কাকলি। পুলিশ যে এ নিয়ে নিরন্তর কাজ করে যাচ্ছে তাও জানিয়েছেন। এ বিষয়ে তিনি বলেছেন, "পুলিশ নজর রেখেছে বলেই প্রচুর বাজি উদ্ধার হচ্ছে। এই পরিমাণ বাজি নষ্ট করতে ১১ লক্ষ টাকা খরচ হয়েছে।" দত্তপুকুরের বিস্ফোরণের ঘটনার পর স্থানীয় বাসিন্দারা অভিযোগ করেন পুলিশি নিষ্ক্রিয়তার। কিন্তু এগুলিকে মিথ্যা দাবি বলেছেন তৃণমূল সাংসদ। এ ধরনের মিথ্যা অভিযোগের জন্য আইনি ব্যবস্থার হুঁশিয়ারিও দিয়েছেন তিনি।

কাকলির এই বক্তব্যকে কটাক্ষ করতে ছাড়েনি রাজ্যের প্রধান বিরোধী দল বিজেপি। ব্যারাকপুর সাংগঠনিক জেলা সম্পাদক কুন্দন সিং বলেছেন, "পশ্চিমবঙ্গে এ রকম ঘটনা ঘটার পর নড়েচড়ে বসে পুলিশ। কিন্তু আগে থেকে কোনও পদক্ষেপ নেয় না। বেআইনি বাজির কারবার বন্ধ করতে কোনও কড়া পদক্ষেপ নিচ্ছে না প্রশাসন। স্থানীয় প্রশাসন এবং শাসকদলের স্থানীয় নেতৃত্বের মদত ছাড়া এ সব কাজ চালিয়ে যাওয়া যায় না। কিন্তু তৃণমূল নেতারা ঘটনা ঘটনার পর বড় বড় কথা বলছেন। কিন্তু ঘটনা যাতে না ঘটে তা নিয়ে কোনও পদক্ষেপ করে না।'

ইন্দোরে আয়োজিত জাতীয় অনুপ্রেরণা পুরস্কারে ভূষিত হলেন সমাজসেবী অনিল পাবা

উধমপুর, ২৭ আগস্ট (হি.স) : উধমপুরের সমাজসেবী অনিল পাবা প্রত্নতাত্ত্বিক বিভাগে জাতীয় অনুপ্রেরণা পুরস্কার, ২০২৩-এ ভূষিত হয়েছেন। জাতীয় অনুপ্রেরণা পুরস্কারটি ইন্দোরে আয়োজন করা হয়েছিল। অনিল পাবা উধমপুরের বাসিন্দা। তিনি একজন সমাজসেবী হিসেবে পরিচিত। জাতীয় অনুপ্রেরণা পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানটি ইন্দোরে ইন্ডিয়ান বুক অফ স্টার রেকর্ডস, ন্যাশনাল কাউন্সিল ফর অল্টারনেটিভ মেডিসিনের সহযোগিতায় আয়োজন করা হয়েছিল। পরে এখানে বিশ্বগুরু জাতীয় সম্মেলনও অনুষ্ঠিত হয়।

উল্লেখ্য, অনিল পাবা হলেন জম্মু ও কাশ্মীরের একমাত্র স্বতন্ত্র প্রত্নতাত্ত্বিক। তিনি জম্মু ও কাশ্মীরের শিল্প, সংস্কৃতি এবং ঐতিহ্য সংরক্ষণের জন্য গত তিন দশক ধরে কাজ করছেন। পাবা, জম্মু অঞ্চল থেকে প্রত্নতাত্ত্বিক গুরুত্বের বেশ কয়েকটি প্রাচীন মন্দিরও আবিষ্কার করেন। তিনি জম্মু অঞ্চলের ইতিহাসে প্রথমবারের মতো মাইক্রোলিথিক সরঞ্জাম আবিষ্কার করেন। ইতিহাসের বিভিন্ন শূন্যতা পূরণ করেন এবং উধমপুরে "অমর সন্তোষ মিউজিয়াম অ্যান্ড আর্ট গ্যালারি" নামে একটি ব্যক্তিগত জাদুঘরও প্রতিষ্ঠা করেন অনিল পাবা।

"আমি কিছু জানতাম না, বাজি কারখানার মালিক আইএসএফ-এর লোক" : রথীন ঘোষ

বারাসত, ২৭ আগস্ট (হি.স) : উত্তর ২৪ পরগনার বেআইনি বাজি কারখানায় বিস্ফোরণের পর থেকেই খাদ্যমন্ত্রী রথীন ঘোষের দিকে আঙুল তুলেছেন এলাকাবাসী। পাশাপাশি পুলিশের বিরুদ্ধেও ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন তাঁরা। বারবার বলেছেন রাজ্যের মন্ত্রী সবটাই জানতেন। তবে সেই দাবিকে উড়িয়ে দিয়ে মন্ত্রী জানিয়েছেন, "আমি কিছু জানতাম না, বাজি কারখানার মালিক আইএসএফ-এর লোক"। তিনি বলেন, "আজ সকালে জানতে পেরেছি এই কাজের সঙ্গে আইএসএফ-এর একটি ছেলে যুক্ত। ওর নাম রমজান। সে এই বাজির কারখানা চালায়। উল্টোদিকে খুদে বলে একটি এলাকার লোক আছে। যার বাড়িতে বিভিন্ন শ্রমিকরা আসেন। ওরা ওই বাড়িতে বসে খাওয়া-দাওয়া করছিল। সেই সময় ব্লাস্ট হয়। এখনও পর্যন্ত সনাক্ত করা যায়নি।"

রবিবার সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে রথীন বলেন, 'আমি যা শুনলাম, মুর্শিদাবাদে একজন রয়েছে চিনার শেঠ, রমজান আলি ওরফে কালো। উনি আসলে আইএসএফ নেতা। বাড়িতে দলীয় কার্যালয়ও রয়েছে। ওঁর বাড়ির গোডাউনেও এখনও বাজি পাবেন।' কিন্তু স্থানীয়রা যে সামসুল আলির দিকে আঙুল তুলছেন, তিনিই বেআইনি বাজি কারখানার মালিক এবং তৃণমূলের সক্রিয় কর্মী বলে অভিযোগ করছেন?

প্রশ্নের উত্তরে রথীন বলেন, 'সামসুলের বাড়ি ভাড়া নিয়েছিল রমজান। বাড়ি ভাড়া নিয়ে বাজি কারখানা চালাচ্ছিল। আজ বিস্ফোরণের পর জানতে পারি। কে, কোথায় গোডাউন ভাড়া দিয়েছে, আমার পক্ষে ব্যক্তিগত ভাবে জানা সম্ভব নয়। ইছাপুর, নীলগঞ্জে আমরা জানি, নারাণপুরে বাজি তৈরি হতো। প্রশাসন সেটা বন্ধ করে দিয়েছে। সেখানে কিছু হচ্ছে না নতুন করে। মোচপোলে যাঁরা মারা গিয়েছে, এলাকার তিন জন, বাকিরা মুর্শিদাবাদের। এখানে শ্রমিক হিসেবে কাজ করছিলেন। এবার ওখানে পঞ্চায়েতে জয়ী হয় আইএসএফ। আমাদের বদনাম করার চেষ্টা হচ্ছে।'

তিনি আরও বলেন, "আমার কাছে এমন অভিযোগ এসেছে আর আমি কোনও পদক্ষেপ করিনি এটা হয়নি। এলাকায় পুলিশের ভূমিকা ভাল। যেখানে বাজি কারখানা তৈরি হয় নারায়ণপুর। তা বন্ধ করে দিয়েছে ওরা।"

প্রসঙ্গত, আজ সকাল আটটা নাগাদ বেআইনি বাজি কারখানায় বিস্ফোরণে কেঁপে ওঠে নীলগঞ্জের মোচপোল এলাকা। এখনও পর্যন্ত কমপক্ষে সাত জনের মৃত্যুর খবর সামনে আসছে।

দিঘা থেকে ফেরার পথে অঘটন, ট্রেনে কাটা পড়ে প্রাণ গেল দার্জিলিংয়ের বধূর

তমলুক, ২৭ আগস্ট (হি. স.) : দিঘা থেকে ফেরার পথে তমলুকে ট্রেনের তলায় পড়ে মৃত্যু হল দার্জিলিংয়ের এক গৃহবধূর। দিঘা থেকে লোকাল ট্রেনে চড়ে পাঁশকুড়া যাওয়ার পথে তমলুকে যাওয়ার পথে এই মর্মান্তিক ঘটনা ঘটে। তমলুকের শহিদ মাতঙ্গিনী রেল স্টেশনের এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকাজুড়ে তীব্র চাঞ্চল্য ছড়ায়। গুরুতর জখম হয়েছেন স্বামী এবং একমাত্র ছেলেও।

মৃতার নাম ফারজানা বানু (৫০)। স্বামী মহম্মদ নাসিম আলি। দার্জিলিংয়ের কার্শিয়াং এলাকার ১৫ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা। দিনকয়েক আগেই একমাত্র ছেলে ও অসুস্থ স্বামীকে সঙ্গে নিয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়েছিলেন ফারজানা বানু। পূর্ব মেদিনীপুরের অন্যতম পর্যটন কেন্দ্র দিঘার সমুদ্র এলাকায় তাঁরা কিছুদিন ছুটি কাটাতে এসেছিলেন। আনন্দ হইহুল্লোড় করে শনিবার সকালেই দিঘা থেকে পাঁশকুড়াগামী একটি লোকাল ট্রেনে চড়ে বসেছিলেন তাঁরা। বিপত্তি ঘটল তমলুক স্টেশন পেরিয়ে শহিদ মাতঙ্গিনী স্টেশনে।

স্থানীয়দের দাবি, মাত্র কিছুক্ষণের জন্যই শহিদ মাতঙ্গিনী রেল স্টেশনে থেমেছিল লোকাল ট্রেনটি। আর তখনই প্রস্রাব করতে ট্রেন থেকে নামেন নাসিম আলি। কিন্তু ট্রেন ছাড়ার আগে আর কোনভাবেই অসুস্থ শরীরে দৌড়ে গিয়ে ট্রেনে উঠতে পারছিলেন না। আর এই পরিস্থিতিতে বাবাকে ট্রেনে তোলার জন্য তড়িঘড়ি ট্রেন থেকে নেমে পড়ে একমাত্র ছেলে। এদিকে ছেলে এবং স্বামী ট্রেন থেকে নেমে পড়ায় প্রায় হতভম্ব হয়ে পাহাড়ের ওই গৃহবধূ ট্রেন থেকে ঝাঁপ দেন। আর তাতেই ট্রেনের তলায় পড়ে গিয়ে ঘটনাস্থলেই তাঁর মৃত্যু হয়। বেশ খানিকটা জখম অবস্থায় স্বামী মহম্মদ আলি এবং তাঁর একমাত্র ছেলেকে চিকিৎসার জন্য তমলুক জেলা হাসপাতালে নিয়ে যান স্থানীয়রা। খবর পেয়েই ঘটনাস্থলে পৌঁছে মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য মেডিক্যাল কলেজের মর্গে পাঠায় রেলপুলিশ।

রাখী-বন্ধন উৎসবের সূচনা করলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী কৌশল কিশোর

লখনউ, ২৭ আগস্ট (হি.স) : কেন্দ্রীয় আবাসন ও নগর বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী কৌশল কিশোর লখনউতে তাঁর বাসভবনে নেশা মুক্ত কর্মসূচির জন্য আসা মহিলাদের হাত থেকে রাখি পড়ে রাখী-বন্ধন উৎসবের সূচনা করেন।

রাখীবন্ধন উৎসবের দরুণ কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী কৌশল কিশোর নিজের গ্রামের মহিলাদের হাত থেকে রাখা পড়েন। এইবছর রাখীবন্ধন উৎসবের আগে পিঙ্কি, মুসকান, গোল্ডি, রঞ্জনা, রমা সহ বহু মহিলা কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর বাড়িতে আসে। মহিলাদের হাত থেকে মন্ত্রী রাখী বাঁধেন এবং তাদের রক্ষা করার শপথ নেন। মহিলাদের মধ্যে রাখী-বন্ধন উৎসবের গুরুত্বও ব্যাখ্যা করেন কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী। মহিলাদের তাদের পরিবারের সঙ্গে রাখী-বন্ধন উৎসব পালনের জন্য শুভকামনাও জানান মন্ত্রী।

এর সঙ্গে সঙ্গে প্রতিমন্ত্রী মহিলাদের, তাদের বাড়ির পুরুষ সদস্যদের মাদক থেকে দূরে রাখারও অনুরোধ করেন।

রাখী-বন্ধন উৎসবের আগে লখনউবাসীকে রাখী-বন্ধনের শুভেচ্ছা জানিয়েছেন কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী কৌশল কিশোর। তিনি বলেন, সকলের উচিত নিজের বাড়িতে আনন্দ সহকারে এই উৎসবটি পালন করা।

করিমগঞ্জ সিভিলে ইএনটি চিকিৎসায় নবসংযোজন

করিমগঞ্জ (অসম), ২৭ আগস্ট (হি.স.) : করিমগঞ্জ সিভিল হাসপাতালে এন্ডোস্কোপিক টাইম্পানোপ্লাস্টির মাধ্যমে ইএনটি চিকিৎসায় আরেকটি সুবিধা যুক্ত হয়েছে। এতে রোগীদের শ্রবণ ক্ষমতা পুনরুদ্ধার করতে সাহায্য করবে।

রোগীদের শ্রবণ ক্ষমতা পুনরুদ্ধারে নবসংযোজন এন্ডোস্কোপিক টাইম্পানোপ্লাস্টি সম্পর্কে তথ্য দিতে গিয়ে করিমগঞ্জ সিভিল হাসপাতালের সুপার ডা. মৃন্ময় দেব বলেন, শ্রবণ যন্ত্রের দুর্বল রক্ষণাবেক্ষণের ফলে বহু রোগী তাঁদের শ্রবণ ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেন। অনেক রোগী ছিদ্রযুক্ত কানের ড্রাম নিয়ে ওপিডিতে আসেন। টাইপ থ্রি টাইম্পানোপ্লাস্টি তাঁদের শ্রবণ ক্ষমতা পুনরুদ্ধার করতে সাহায্য করবে। অতি সম্প্রতি করিমগঞ্জ সিভিল হাসপাতালের ইএনটি বিভাগ ডা. বিক্রমজিৎ সিংহের নেতৃত্বে ন্যূনতম অস্ত্রোপচার শুরু করেছে। ডা. আফসানা বেগম মজুমদার, ডা. দেবশ্রুতি চক্রবর্তী, অ্যানেস্থেশিয়া টিম এবং অন্যান্য প্যারামেডিকদের সহায়তায় ইতিমধ্যে ১৫টির বেশি অস্ত্রোপচার সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে। দীর্ঘস্থায়ী কানের সংক্রমণের ফলে ক্ষয়প্রাপ্ত ওসিকোলস, শ্রবণশক্তি হ্রাস, টিনিটাস এবং কোলেস্টিয়াটোমার ক্ষেত্রে মস্তিষ্কের মারাত্মক সংক্রমণে হতে পারে।

এ ব্যাপারে ডা. বিক্রমজিৎ জানান, এটি একটি মাইক্রোসার্জারি, যার মাধ্যমে কানের মেরামত করা হয়। এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে একটি টাইমপ্যানিক মেমব্রেন গ্রাফ স্থাপন করা হয়। এটি সাধারণত টেম্পোরালিস ফ্যাসিয়া দিয়ে তৈরি।

বরাবরের মতোই সংযমী আর পরিশীলিত ভাষায় নিজের আবেগ প্রকাশ করেছিলেন চন্দ্রযান ৩ মিশনের "সৈনিক" সোমনাথ

উদয়পুর, ২৭ আগস্ট (হি.স.) : চন্দ্রযান ৩ নেমেছে চাঁদের অন্ধকার দিকে গত বুধবার সন্ধ্যা ছয়টা চার মিনিটে। বুধবার সন্ধ্যায় চন্দ্রযান ৩ এর সফল অবতরনের শেষে বেঙ্গালুরুরতে ইসরোর অপারেশন সেন্টারে যেমন দেখা গিয়েছিল যে আনন্দ ঠিক তেমনি আনন্দ উল্লাস দেখা গিয়েছিল ত্রিপুরার মন্দির নগরী উদয়পুর রাজারবাগে অরুনাচল সংঘের পাশে যোগমায়া ভবনেও। কেননা এই উদয়পুর শহরের ছেলে সোমনাথ চক্রবর্তীও ছিলেন সেই ইসরোর মিশন চন্দ্রযান টিমের একজন।

ছেলের এই আনন্দে বাবা - মা মামা- মামি সহ উদয়পুর রমেশ স্কুলের শিক্ষক শিক্ষিকা সহ ছাত্র ছাত্রী, আত্মীয় পরিজন সহ এলাকাবাসীরা খুশি। এক সাক্ষাৎকারে মা বানী ভট্টাচার্য ও বাবা রতন লাল চক্রবর্তী জানালেন, সেদিন মানে যেদিন বিক্রম চাঁদের মাটি ছুঁয়েছিল ঠিক রাত আটটায় বাবা মার কাছে প্রথম ফোন কল আসল। বরাবরের মতোই সংযমী আর পরিশীলিত ভাষায় নিজের আবেগ প্রকাশ করেছিলেন ছেলে সোমনাথ। গোটা দেশের এই আনন্দ জোয়ারে শুধু নিজের ছেলে নয় ইসরোর পরিবারের এই কৃতিত্বের জন্য খুশিতে ভাসছিলেন রতন চক্রবর্তী ও বানী ভট্টাচার্য। বাবা মা দুজনেই শিক্ষকতার চাকরি করতেন। বর্তমানে দুইজনই অবসরে আছেন। সোমনাথের জন্ম ১৯৮৯ সালে ২০ শে মার্চ এই মন্দির নগরী উদয়পুরে। পড়াশোনা উদয়পুর রমেশ স্কুল থেকে।২০০৭ সালে উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় ৬ষ্ঠ স্থান অধিকার করেছিল ত্রিপুরা মধ্যশিক্ষা পর্ষদের তালিকায়। জয়েন্টের পিসিএম গ্রুপে প্রথম হওয়া মৃদুভাষী মিশুকে ছেলেটি বরাবরই ওর মেধার স্ফুরণ ঘটিয়েছে নানা ভাবে।

আইআইএসটির পরীক্ষায় ভাল ফল করেছিল সোমনাথ। ২০১৮ সালে ১৯শে জুলাই ইসরোতে যোগদান করার আগে গোমতী জেলার উদয়পুর পলিটেকনিক কলেজে কিছু দিন চাকরি করেছেন। মুম্বাই আই আই টিতে স্বল্পদিনের শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা রয়েছে ওর ঝুলিতে। মা জানালেন ছেলের বরাবরের ইচ্ছা ছিল হয় শিক্ষকতা কিংবা গবেষণা করবে সোমনাথ।শেষ পর্যন্ত ছেলে গবেষণাকেই বেছে নিয়েছে। শৈশবে রজত ভট্টাচার্যের কাছে তবলা ও অমিয় দের কাছে আকার তালিম নেওয়া ছেলেটি বরাবরের মতো পছন্দ ছিল অঙ্ক ও বিজ্ঞান।

স্ত্রী ডায়নাকে নিয়ে ব্যাঙালুরুতে রয়েছে সোমনাথ। কিন্তু ও যেন রাজারবাগের যোগমায়া ভবনেই রয়েছে। ঘরের প্রতি পড়তে পড়তে সাজানো ছেলের ফেলা যাওয়া শৈশব কৈশোরের আর ছবির এলবাম সে কথাই বয়ান করছিল। কিংবদন্তি মহাকাশ বিজ্ঞানীদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে দূরে ছেলে আরও যশের অধিকারী হবে, দেশের মুখ উজ্জ্বল করবে বাড়ীতে বসে এই প্রার্থনাই করছেন অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক পিতা রতন লাল চক্রবর্তী ও অবসর প্রাপ্ত শিক্ষিকা মাতা বানী ভট্টাচার্য।

কমিশনের দল

● **প্রথম পাতার পর** নির্বাচনে প্রস্তুতি খতিয়ে দেখবেন। এই বৈঠকে রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক, সিপাহীজলা জেলার জেলাশাসক, রিটার্নিং অফিসার, পুলিশ সুপার ও মহকুমা পুলিশ অফিসারের উপস্থিত থাকার কথা রয়েছে।

ঝড় তুলেছে বামেরাও

● **প্রথম পাতার পর** সম্পাদক, সভাপতি, তাবর তাবর নেতৃত্বরা,বক্সনগর মাটিতে ঘাটি গেরে বসেছে। বামফ্রন্ট থেকে সিট উদ্ধার করার জন্যউঠে পড়ে লেগেছে, হাজার হাজার লোক কংগ্রেস সিপিএম ত্যাগ করে জনতা পার্টিতে সামিল হচ্ছে। ১৮ তে ও বাম বিরোধী হাওয়া ছিল প্রবল, তারপরও বাম নেতৃত্ব রা বক্সনগর এর অস্তিত্ব ধরে রাখতে সক্ষম হয়েছে। ২০২৩ বিধানসভা নির্বাচনেও সিসিটিকে ঐতিহ্যবাহী হিসেবে বামফ্রন্ট দখলকরে, নিজেদের অনুকূলে নিয়ে যায়। এখন দেখার বিষয় অকাল নির্বাচন, উপনির্বাচনকে ঘিরে প্রদর্শন করে বামফ্রন্ট পুনরায় সিট ধরে রাখতে পারবে কি ? না পদ্ম ফুটবে, এটাই এখন দেখার বিষয়, বক্সনগর এর জনতা জনার্দন কাকে আগামী বিধানসভা সভায় পাঠাবে হাস্তে কাতুরি তারা, নাকি মোদিজীর পদ্ম, সেটাই দেখার বিষয়, সাত ঘটিকার সময় বক্সনগর মন কি বাত অনুষ্ঠান জনতা পার্টির উদ্যোগ। মন কি বাত অনুষ্ঠান ছেড়ে সকাল ন'টা হইতে জন সম্পর্ক এক যুগে বক্স নগর বিধানসভার ৫১টি বুথে মহা জনসম্পর্কের আয়োজন করা হয়েছে। প্রত্যেক জনগনের পাশে তাদের বাড়িতে গিয়ে , মোদিজীর উন্নয়নের পরিকাটামু তুলে ধরেন। সাবকা সাথ, সবকা বিকাশ, সবকা আশ্বাস বিষয় তুলে ধরে কেন্দ্র ও রাজ্যকে এগিয়ে নেওয়ার জন্য নেতৃত্বরা বাড়িতে যান। যে সকল নাগরিকরা সরকারি সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত হয়েছেন ৫ তারিখের ভোটে আপনাদের এখান থেকে পদ্মফুল চিহ্নে ভোট দিয়ে তোফাজ্জলকে জয়যুক্ত করবেন। বিধানসভায় গেলে আপনাদের হয়ে উন্নয়নের কথা বলবে ন,সে সুযোগটা করে দিন। এটাই ছিল আজকের নেতৃত্বের আহ্বান। আজকের এই মহা জনসম্পর্কে উল্লেখযোগ্য নেতৃত্বের মধ্যে ছিলেন জসিম উদ্দিন রাজ্য সম্পাদক, রতন ঘোষ রাজ্য লিডার, সংখ্যালঘু সভাপতি শাহ আলম মজুমদার, মফস্বর আলী,প্রবীর রায়, মিডিয়া ইনচার্জ, সোশ্যাল মিডিয়া ইনচার্জ, প্রবীর দেব, প্রকাশ প্রাক্ত মন্ত্রী, প্রাক্তন মন্ত্রী বিল্লাল মিয়া, যুব মোর্চার সভাপতি নাবাদুল বনিক, অমিতরক্ষিত, সুবল ভৌমিক, মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী সহ ৫১ টি বোথের পদধিকারী নেতারা আজকের জন সম্পর্কে যোগদান করেন। তাছাড়া তাদের সঙ্গে মন্ডল সভাপতি জেলা সভাপতি সমস্ত নেতৃত্বরা ও ছিলেন। তারা জনগণ থেকে এবং আশাবাদী তোফাজ্জল হোসেন বিপুল ভোটে জয়ী হবেন। ত্রিপুরা রাজ্যের ইতিহাস হবে বলেন নেতৃত্বরা।

এগিয়ে যাবে টিএমসি ঃ মুখ্যমন্ত্রী

● **প্রথম পাতার পর** স্থাপনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। ইতিমধ্যে মৌ স্বাক্ষরিত হয়েছে। বর্তমানে রাজ্যে মেডিক্যাল কলেজ, ডেন্টাল কলেজ, নার্সিং কলেজ প্রভ'তি স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে। এক কথায় সবদিক থেকে রাজ্যে একটি স্বাস্থ্য হাব গড়ে তোলার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। তিনি বলেন, রাজ্যের স্বাস্থ্য পরিকাঠামোকে শক্তিশালী করার জন্য ১০০টি নতুন উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র নির্মাণ করা হবে। রাজ্যের প্রতি জেলায় ১টি করে নেশামুক্তি কেন্দ্র স্থাপন করারও উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। তাছাড়া প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রগুলিকে কমিউনিটি হেলথ সেন্টারে রূপান্তর করা হচ্ছে। রাজ্য সরকার ত্রিপুরা হেলথ সার্ভিসকে জেনারেল ডিউটি এবং স্পেশালিস্ট দুটি বিভাগে ভাগ করায় স্পেশালিস্ট চিকিৎসকরা রাজ্যে আসছেন। এজিএমসি ও জিবি হাসপাতালে ৯টি সুপার স্পেশালিস্ট বিভাগ খোলা হয়েছে।

অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, আয়ুমান ভারত প্রধানমন্ত্রী জন আরোগ্য যোজনায় রাজ্যে প্রায় ১৩ লক্ষ আয়ুমান কার্ড সুবিধাভোগীদের মধ্যে বিতরণ করা হয়েছে। আয়ুমান ভারত জন আরোগ্য যোজনায় রাজ্যের যেসব পরিবার আওতাভুক্ত হতে পারেনি তাদের জন্য মুখ্যমন্ত্রী জন আরোগ্য যোজনা নামে একটি নতুন প্রকল্প চালু করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এজন্য চলতি অর্থবর্ষের বাজেটে ৫৯ কোটি টাকার সংস্থান রাখা হয়েছে।

অনুষ্ঠানে বিধানসভার উপাধ্যক্ষ রামপ্রসাদ পাল বলেন, আজকের দিনটি একটি মরণীয় দিন। মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহার আন্তরিক প্রচেষ্টায় নবনির্মিত বিবেকানন্দ অডিটোরিয়ামটির আজ উদ্বোধন হলো। অনুষ্ঠানে এছাড়াও বক্তব্য রাখেন আগরতলা বিবেকনগরস্থিত রামক'ষ্ণ মিশনের সম্পাদক স্বামী শুভাকারানন্দ মহারাজ, ত্রিপুরা মেডিক্যাল কলেজের অধ্যক্ষ অরিন্দম দত্ত। স্বাগত বক্তব্য রাখেন ত্রিপুরা মেডিক্যাল কলেজ ও ড. বি আর আম্বেদকর টিচিং হাসপাতালের সোসাইটির সিইও স্বপন সাহা। ধন্যবাদসূচক বক্তব্য রাখেন সোসাইটির চেয়ারম্যান ডা. প্রমথেশ রায়। তাছাড়া অনুষ্ঠানে এমবিবিএস পাঠরত ছাত্রছাত্রীদের বিভিন্ন পরীক্ষায় উল্লেখযোগ্য ফলাফলের জন্য পুরস্ক'ত করা হয়। পুরস্কার স্বরূপ ছাত্রছাত্রীদের মেডেল ও শংসাপত্র তুলে দেন মুখ্যমন্ত্রী সহ অতিথিগণ। অনুষ্ঠানে ত্রিপুরা মেডিক্যাল কলেজের বার্ষিক রিপোর্টও পেশ করেন কলেজের অধ্যক্ষ অরিন্দম দত্ত।

ক্রীড়াঙ্গন

হোরামের জোড়া গোল : জুয়েলসকে হারিয়ে জয় দিয়ে লীগ সূচনা ফরোয়ার্ড ক্লাবের

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ আগস্ট।। আধ ঘন্টার মধ্যেই দাপটের সঙ্গে খেলা। প্রথমার্ধেই ৩ গোল। দ্বিতীয়ার্ধে একটু রক্ষণাত্মক খেলায় একটি গোল পরিশোধ করে নিলে ব্যবধান কিন্তু কমে ১-৩ হয়। দুর্দান্ত জয় দিয়ে দারুন সূচনা ফরোয়ার্ড ক্লাবের। একসময়ের দ্বিমুকুট বিজয়ী ফরোয়ার্ড ক্লাব সদ্য সমাপ্ত রাখাল শীল্ড ফুটবল সেমিফাইনালে নক আউট হলেও লীগ সূচনা মন্দ করেনি। ত্রিপুরা ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন আয়োজিত টেকনো ইন্ডিয়া প্রথম ডিভিশন লীগ ফুটবল টুর্নামেন্টের ৫ম ম্যাচে ৩-১ গোলের ব্যবধানে দুর্দান্ত জয় পেয়ে দারুন সূচনা করেছে।হারিয়েছে জুয়েলস এসোসিয়েশনকে। শীল্ড ফুটবলের উদ্বোধনী ম্যাচে টাইব্রেকারে হেরে ছিটকে যাওয়ার পর লীগ ফুটবলের প্রথম ম্যাচে ত্রিবেণী সংঘের কাছে এক দুই গোলে হারের পর জুয়েলস-এর পরিকাঠামোতে কিছুটা প্রভাব পড়ছে। দলের কম্বিনেশনে যেমন কিছুটা ফাঁকফোকর রয়ে গেছে, তেমনি তেমন প্র্যাকটিস করার সুযোগ না পাওয়ারও খেসারত দিতে হচ্ছে জুয়েলস এসোসিয়েশনকে। উমাকান্ত মিনি স্টেডিয়ামে বিকেলে খেলার ৩ মিনিটের মাথায় খানগাম হোরাম-এর প্রথম গোল এক-শূন্য তে এগিয়ে যায় ফরোয়ার্ড ক্লাব। ৪ মিনিট বাদে দ্বিতীয় গোল নিনগোমবাম সানা সিংয়ের পা থেকে ব্যবধান বেড়ে ২-০ হয়। ২৯ মিনিটের মাথায় হোরাম আরও একটি গোল করলে ব্যবধান বেড়ে ৩-০ হয়।

প্রথমার্ধে ফেব্রুয়ার্ড ক্লাব তিন গোলে এগিয়ে থাকে। দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতে জুয়েলস এসোসিয়েশন কিছুটা আক্রমণাত্মক খেললে কার্যত গোল পরিশোধের একটি সুযোগ পেয়ে যায়। অপরদিকে ফরোয়ার্ড ক্লাবকে কিছুটা রক্ষণাত্মক ভঙ্গিতে খেলতে দেখা যায়। খেলার ৫১ মিনিটের মাথায় আবুয়াম সনাতন সিং একটি গোল করে ব্যবধান কমিয়ে আনে শেষ পর্যন্ত তিন-এক গোলে জয়ী হয়ে ফরোয়ার্ড ক্লাব ৩ পয়েন্ট সংগ্রহ করে নেয়। উল্লেখ্য, খেলার ইনজুরি টাইমে বিজয়ী দলের সাবাত জমাতিয়াকে রেফারি হলুদ কার্ড দেখিয়ে সতর্ক করেন। ম্যাচ পরিচালনায় ছিলেন রেফারি তাপস দেবনাথ, অভিজিৎ দাস, অসীম বৈদ্য ও শিবজ্যোতি চক্রবর্তী। দিনের খেলা: ফ্রেন্ডস ইউনিয়ন বনাম টাউন ক্লাব, বিকেল সাড়ে তিনটায় উমাকান্ত মিনি স্টেডিয়ামে।

ব্যাঙ্গালোরে জাতীয় জুনিয়র ব্যাডমিন্টন, রাজ্য দল ঘোষিত

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ আগস্ট।। আগামী ৮ই সেপ্টেম্বর থেকে কর্ণাটকের ব্যাঙ্গালোর শহরে অনুষ্ঠিত হবে জুনিয়র, অনূর্ধ ১৯ জাতীয় ব্যাডমিন্টন প্রতিযোগিতা। এই প্রতিযোগিতায় রাজ্য দলের নাম ঘোষণা করা হয়েছে। বাছাইকৃত খেলোয়ারা হলো, বালক বিভাগে সিদ্ধার্থ ভেঙ্কাট রমন, অ্যালেক্স দেববর্মা, জয়দেব ঘোষ, সপ্তদীপ দেবনাথ। বালিকা বিভাগে পিউ দে, প্রীতিপর্না সাহা, শিনজন ভট্টাচার্য, ঐশ্বরিকা দেবনাথ। যথাসময়ে রাজ্য দল বেঙ্গালুরুর উদ্দেশ্যে রওনা হবে।

লীগে প্রথম জয়ের লক্ষ্যে টাউন-ফ্রেন্ডস মুখোমুখি আজ

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ আগস্ট।। আসরের দুই অপেক্ষাকৃত দুর্বল দল মুখোমুখি আগামীকাল। টেকনো ইন্ডিয়া প্রথম ডিভিশন লিগ ফুটবলে। আগামীকাল মুখোমুখি হবে টাউন ক্লাব এবং ফ্রেন্ডস ইউনিয়ন। উমাকান্ত মিনি স্টেডিয়ামে আজ বিকেল সাড়ে ৩ টায় শুরু হবে ম্যাচটি। দুদলই নিজেদের প্রথম ম্যাচে হোঁচট খেয়েছিলো। আগামীকাল আসরে প্রথম জয়ের লক্ষ্যে নামবে দু-দল। রূপক মজুমদারের টাউন আগামীকাল কিছুটা এগিয়ে থেকেই মাঠে নামবে মাখন লাল জমাতিয়া-র ফ্রেন্ডস ইউনিয়ন থেকে। দুদলই রবিবার শেষ প্রস্তুতি সেরে নেয়। দুই কোচই আসরের প্রথম জয় পাওয়া নিয়ে আশাবাদী। স্থানীয় ও ভিনরাজ্যের ফুটবলারদের নিয়ে গড়া টাউন ক্লাব আজ মূলত লড়াই করবে একঝাঁক উপজাতি ফুটবলারদের বিরুদ্ধে। এদিন সকালে অনুশীলন শেষে টাউন কোচ রূপক মজুমদার বলেন, 'গোটা দল নিয়ে কার্যত অনুশীলন না পাওয়ায় প্রথম ম্যাচে নিজেদের উজার করে দিতে পারেনি ফুটবলাররা। ফ্রেন্ডস ম্যাচে তা দেখা যাবে না। ছন্দে ফিরেছে প্রতিটি ফুটবলার। আশাকরি আজ সমর্থকদের হতাশ করবে না ছেলেরা'। টাউনকে কড়া চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়ে জয় ছিনিয়ে নিতে বদ্ধপরিকর ফ্রেন্ডস ইউনিয়ন দলের কোচ মাখন। অনুশীলন শেষে টেলিফোনে একথা খোদ জানান মাখন।

জাতীয় ক্রীড়া দিবসে ধলাইয়ে হকি টুর্নামেন্ট

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ আগস্ট।। ২৯ শে আগস্ট, জাতীয় ক্রীড়া দিবস উদযাপন উপলক্ষে সারা দেশের সঙ্গে রাজ্যেও বিভিন্নভাবে বিভিন্ন প্রতিযোগিতার মধ্য দিয়ে দিনটি উদযাপনের উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। তারই অঙ্গ হিসেবে ধলাই হকি এসোসিয়েশন এবং সোনালী সংঘের যৌথ উদ্যোগে ২৯ আগস্ট সকাল সাড়ে আটটা থেকে কুলাই দ্বাদশ শ্রেণি স্কুল মাঠে পুরুষ এবং মহিলাদের হকি টুর্নামেন্টের আয়োজন করা হয়েছে। এতে প্রধান অতিথি তথা উদ্বোধক হিসেবে উপস্থিত থাকবেন ত্রিপুরা অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনের চেয়ারম্যান রতন সাহা। সম্মানিত ও বিশেষ অতিথি হিসেবে যুব কল্যাণ ও ক্রীড়া দফতরের অধিকর্তা সত্যব্রত নাথ, যুগ্ম অধিকর্তা পাইমং মগ, সহ অধিকর্তা বিভা বসু, স্কুল স্পোর্টস বোর্ডের জয়েন্ট সেক্রেটারি অপু রায়, ধলাই হকি এসোসিয়েশন সভাপতি উত্তম দেবনাথ, পঞ্চায়েত সমিতি ভাইস চেয়ারম্যান অরুণ দেব, সোনালী সংঘের সভাপতি সুদীপ সাঙমা, সচিব জন্টু সরকার প্রমুখ উপস্থিত থাকবেন। হকি কোচ অংকরাযাই মগ সংশ্লিষ্ট সকলকে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন।

রাজ্য দাবায় আবারও দাপট মেট্রিক্সের জাতায় আসরে খেলার যোগ্যতা অর্জন

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ আগস্ট।। প্রত্যাশিতভাবেই। রাজ্য সেরা হলো মেট্রিক্স চেস আকাদেমির মেহেকদ্বীপ গোপ এবং আরাধ্যা দাস। রাজ্য অনূর্ধ-১১ দাবা প্রতিযোগিতায়। দুদিনব্যাপী রাজ্য আসর শেষ হলো রবিবার। বালক বিভাগে প্রত্যাশিতভাবেই রাজ্য সেরার সম্মান পায় গেলো বছর ইন্দোরে অনুষ্ঠিত অনূর্ধ-৯ বিভাগে ১৯ তম স্থান পাওয়া মেহেকদ্বীপ। এবারের আসরে ৫ রাউন্ডে সাড়ে ৪ পয়েন্ট পেয়ে অপরাজিত চ্যাম্পিয়ন হয় মিটন গোপের একমাত্র ছেলেটি। শেষ রাউন্ডে মেট্রিক্সের অপর দাবাড়ু প্রাঞ্জল দেবনাথের মুখোমুখি হয় মেহেকদ্বীপ।

দুজনের ম্যাচটি শেষ হয় অমিমাংশিতভাবে। ফলে ৫ রাউন্ড শেষে মেহেকদ্বীপ এবং প্রাঞ্জলের পয়েন্ট দাড়ায় সাড়ে ৪। পের ভোকলসে প্রাঞ্চলকে পেছনে ফেলে সেরার সম্মান পায় মেহেকদ্বীপ। প্রাঞ্চল দ্বিতীয় স্থান দখল করে। ওই বিভাগে তৃতীয় থেকে পঞ্চম স্থান দখল করে যথাক্রমে আদ্রুশ কর্মকার, শাক্য সিনহা মোদক এবং মেট্রিক্স চেস আকাদেমির রুদ্রনীল দেবনাথ। বালিকা বিভাগে প্রত্যাশিতভাবেই অপরাজিত চ্যাম্পিয়ন হয়েছে আরাধ্যা দাস।

৪ রাউন্ডে পুরো ৪ পয়েন্ট পেয়ে। ৩ পয়েন্ট পেয়ে দ্বিতীয় থেকে চতুর্থ স্থান দখল করে যথাক্রমে অঙ্কিতা সরকার, নীলাক্ষি দেবনাথ এবং অদ্রিজা সাহা। ২ পয়েন্ট পেয়ে পঞ্চম স্থান দখল করে নাভ্যা দে। খেলা পরিচালনা করেন আন্তর্জাতিক আরবিটর প্রদীপ কুমার রায়।

এদিকে ১-৬ অক্টোবর অন্ধ্রপ্রদেশে হবে জাতীয় অনূর্ধ-১১ দাবা প্রতিযোগিতা। রাজ্য আসরে দুই বিভাগে প্রথম দুই স্থানাধিকারী দাবাড়ু জাতীয় আসরে খেলার যোগ্যতা অর্জন করলো। ফলে মেহেকদ্বীপ, প্রাঞ্জল, আরাধ্যা এবং অঙ্কিতা জাতীয় আসরে ত্রিপুরার হয়ে প্রতিনিধিত্ব করার সুযোগ পেলো।

মহারাষ্ট্রে জাতীয় ফিন সুইমিং ত্রিপুরা দল রওয়ানা আগামীকাল

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ আগস্ট।। জাতীয় ফিন সুইমিং আসর হবে মহারাষ্ট্রের পুনে-তে। ৩-৯ সেপ্টেম্বর হবে আসর। তৃতীয় বর্ষ ওই আসর হবে সাবজুনিয়র, জুনিয়র, সিনিয়র এবং মাস্টার্স- ওই ৪ বিভাগে। আসরে অংশগ্রহণের জন্য ত্রিপুরা দলের নির্বাচনী শিবির অনুষ্ঠিত হয় ১৩ আগস্ট।

ওই শিবির থেকে ১৫ সদস্যের ত্রিপুরা দল গঠন করা হয়। আসরে অংশ নিতে ২৯ মার্চ ট্রেণে রওয়ানা হবে ত্রিপুরা দল।

ত্রিপুরা দলের কোচ কাম ম্যানেজার নির্বাচিত হয়েছেন অর্জুন দাস। আন্ডার ওয়াটার স্পোর্টস অ্যাসোসিয়েশন এফ ত্রিপুরা সংস্থার সভাপতি রণজিৎ চক্রবর্তী এক বিবৃতিতে এখবর জানিয়েছেন। তিনি আশা করেন আসরে ভালো ফলাফল করবে ত্রিপুরা।

রাজ্যদল: অমিত সূত্রধর, মেঘরাজ দত্ত, মৃগাঙ্গ দে, শায়ন দাস, সুমিত দেবনাথ, আরিয়ন দে, রোনেল চাকমা, অমিত বর্মন, আফতাব হুসেন, অরিন্দম সিনহা, শায়ন্তিকা দে, পূর্ণিমা দাস, সংহিতা ভৌমিক, মাস্টার্স গ্রুপ:সত্য সাহা এবং সঞ্জুর হুসেন। কোচ কাম ম্যানেজার: অর্জুন দাস, মহিলা ম্যানেজার: ঝুমা রায় দে, সেন্ট্রাল অফিসিয়াল: রণজিৎ চক্রবর্তী।

খেলো ইন্ডিয়া স্কিমে রাজ্যে প্রথম বারের মতো পেনচাক ইভেন্ট

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ আগস্ট।। পেনচাক ইভেন্ট। এটি এক ধরনের মার্শাল আর্ট। ইন্দোনেশিয়ান মার্শাল আর্টে এই পেনচাক খেলাটি খুবই জনপ্রিয়। ভারত সরকারের স্বীকৃতি রয়েছে এই ইভেন্টে। খেলো ইন্ডিয়ার দ্বারা পরিচালিত হয় এই পেনচাক ইভেন্টটি। রাজ্যে এবারই প্রথম শুরু হলো এই পেনচাক ইভেন্টটি। এন এস আর সি সির বক্সিং হলে রবিবার থেকে মহিলাদের নিয়ে শুরু হলো দুদিন ব্যাপী এই আসর। যা চলবে সোমবার পর্যন্ত। এই ইভেন্টে গোটা রাজ্য থেকে প্রায় ১০০ জন মহিলা খেলোযারেরা অংশগ্রহণ করেছে। এর মধ্য থেকেই জাতীয় আসরের জন্য দল বাছাই করা হবে। রাজ্য পেনচাক সংস্থার সচিব উত্তম আচার্য বললেন, অলিম্পিক গেমসে ও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে এই পেনচাক ইভেন্টটি। সর্বভারতীয় পুলিশ মিটে ও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে এই ইভেন্টটি। রাজ্যে এবারই প্রথম অনুষ্ঠেয় হলো এই ইভেন্টটি। ব্যাপক সাড়া পরিলক্ষিত হলো এদিন এন এস আর সিসির বক্সিং হলে পেনচাক ইভেন্টকে ঘিরে।

পাঁচ দিনের টেনিস সামার ক্যাম্প সম্পন্ন

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ আগস্ট।। পাঁচ দিনের টেনিস সামার ক্যাম্প দারুন ভাবে শেষ হয়েছে।

বেশ উৎসাহ ও উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে ৬৫ জন শিক্ষার্থীকে নিয়ে, ২৩ আগস্ট বুধবার থেকে শুরু হয়ে ৫ দিনব্যাপী অনাবাসিক টেনিস সামার ক্যাম্প আজ রবিবার সম্পন্ন হয়েছে।

বাধারঘাটস্থিত দশরথ দেব স্টেট স্পোর্টস কমপ্লেক্স এ এই কেন অনুষ্ঠিত হয়েছে। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে রাজ্য যুব কল্যাণ ও ক্রীড়া দপ্তরের উপ অধিকর্তা দেবাশীষ ভট্টাচার্য, সহ অধিকর্তা ধীমান বিশ্বাস, দিবাকর দেবনাথ, শান্তনু সূত্রধর এবং হাই পারফরম্যান্স ডিরেক্টর রাজিন্দর পাঠানিয়া প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। দারুন ভাবে তা সম্পন্ন হওয়ায় যুব কল্যাণ ও ক্রীড়া দপ্তরের অধিকর্তা সত্যব্রত নাথ সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন।

সৃষ্টির প্রেরণায় নতুন প্রতিশ্রুতি

উন্নত মুদ্রণ

সাদা, কালো, রঙিন

নতুন ধারায়

রেণ্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস

জাগরণ ভবন, (লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির সংলগ্ন), এন এল বাড়ি লেইন

প্রভূবাড়ী, বনমালীপুর, আগরতলা, ত্রিপুরা পশ্চিম - ৭৯৯০০১

মোবাইল ঃ- ৯৪৩৬১২৩৭২০

ই-মেল ঃ rainbowprintingworks@gmail.com

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।

ক্রমবর্ধমান যুব ক্ষমতায়নের মাধ্যমে "বিকশিত ভারত"-এর সংকল্প হচ্ছে পূরণ

১০ লক্ষ যুবাদের সরকারী চাকুরী দেওয়ার জন্য রোজগার মেলা

দেশের ৪৫টি জায়গায় সরকারী চাকুরীতে ৫১ হাজারেরও বেশি চাকুরী প্রার্থীদের নিযুক্তিপত্র প্রদান করা হবে

প্রধানমন্ত্রী

নরেন্দ্র মোদী

দ্বারা

২৮ আগস্ট, ২০২৩ | সকাল ঃ ১০.৩০ মিনিটে

(ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে)

- এখন পর্যন্ত পাঁচ লক্ষ যুবাদের সরকারী চাকুরী প্রদান করা হয়েছে।
- সরল, নিরপেক্ষ এবং স্বচ্ছ বাছাই প্রক্রিয়া।
- অনলাইন মাধ্যমে খালি পদ ও ভর্তি প্রক্রিয়ার সম্পূর্ণ পর্যবেক্ষণ।
- মহিলা, বিশেষভাবে সক্ষম এবং পিছিয়ে পড়া জেলা থেকে আগত প্রার্থীদের বিশেষ সুবিধা।
- ইউপিএসসি, এসএসসি, রেলওয়ে রিক্রুটমেন্ট বোর্ড, আইবিপিএস এর মতো এজেন্সির মাধ্যমে সমস্ত নিয়োগ।
- কর্মযোগী প্রারম্ভ মডিউলের মাধ্যমে বিভিন্ন সরকারী দপ্তরে নতুন নিয়োগপ্রাপ্তদের জন্য অনলাইন ওরিয়েন্টেশন কোর্স।

DD NEWS ডিডি নিউজে সরাসরি এই অনুষ্ঠান প্রচারিত হবে।

প্রশিক্ষণ সম্পর্কিত আরোও খবরাখবর জানতে হলে ওয়েবসাইট ঃ https://igotkarmayogi.gov.in এ জান QR কোড কে স্ক্যান করুন

CBC19101/13/0008/2324